কেউ বোঝে না

সমরেশ মজুমদার

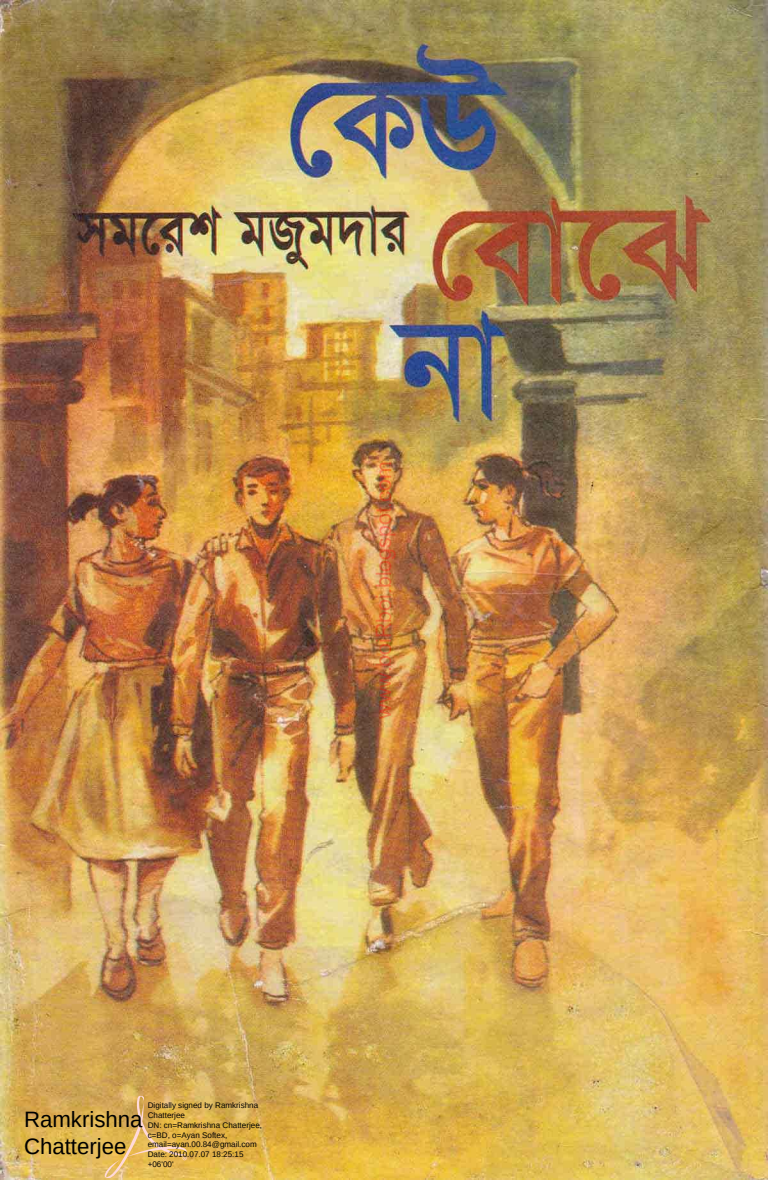

Ramkrishna Chatterjee

Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.94@gmail.com
Date: 2010.07.07 18:25:15 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

আজকের শেষ ক্লাস ছিল বন্দনা মিসের। বন্দনা মিসের ধরন হল, যে সাবজেক্ট পড়ানোর কথা তার মধ্যে সবসময় থাকতে পারেন না। আজ কথা গ্লেসিয়ার নিয়ে কথা বলার, কিন্তু বরফের উপর গাছের প্রসঙ্গ ওঠা মাত্র বলে গেলেন গাছের উপর কথাবার্তা। যেমন, "ইউ নো, গাছ হল মানুষের অন্যতম বন্ধু। আদিম মানুষ যখন গুহা আবিষ্কার করেনি, তখন গাছের তলায় আশ্রয় নিত। গাছ শুধু ফুল দেয় না, ফল দেয় না, গাছের পাতা, ডাল, শরীর, এমনকী শেকড় পর্যন্ত মানুষকে নানান ভাবে সাহায্য করে। তাই—।"

"না মিস, সব গাছ করে না।" পিছন থেকে একটা চিনচিনে গলা ভেসে এল।

কপালে ভাঁজ পড়ল বন্দনা মিসের। কথা বলার সময় বাধা পাওয়া উনি একদম পছন্দ করেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, "স্ট্যান্ড আপ।"

রোগা লম্বাটে শরীর, চোখে ভারী চশমার যে ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, তার দিকে ক্লাসের সবাই এখন তাকিয়ে। বন্দনা মিস খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "শুধু ভাল রেজাল্ট করাই নয়, আমাদের স্কুলে যারা পড়তে আসে, তাদের এটিকেট, ডেকোরাম ইত্যাদি শেখানো হয়। আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, আমি প্রশ্ন ইনভাইট না করা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে, এটাই আমরা আশা করব।"

"সরি মিস। বাট—।"

"আবার বাট! তুমি কী বলতে চাইছিলে?"

"সব গাছ ওরকম হেল্প করে না। যেমন ধানগাছ।"

"ওঃ। ধান গাছ নয়, ওটা একধরনের গুল্ম।"

"কিন্তু মিস, বইয়ে ধানগাছ লেখা রয়েছে। আমার বাবা আমাকে বলেছেন, ধানগাছ দেখাতে নিয়ে যাবেন। ধানগাছে শুধুই ফল হয়। শেকড়, পাতা, ডাল কোনও কাজে লাগে না। ওর শরীর থেকে কাঠ হয় না। গোরুর খাবার হিসেবে কাজে লাগে।"

শোনামাত্র সমস্ত ক্লাস একসঙ্গে হেসে উঠল।

ডাস্টার ঠুকলেন টেবিলে বন্দনা মিস। তারপর বললেন, "অনেক শব্দ ভুল ব্যবহার হয়। যেমন, ধানগাছ। আচ্ছা এরকম ভুল ব্যবহারের এগজাম্পল

তোমরা আর কিছু দিতে পারো।"

সবাই চুপ করে আছে, ভাবছে। রোগা, চশমাধারী শুধু ডান হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দনা মিস বললেন, "ইয়েস—!"

"আমি তিনটে বাংলা শব্দ বলতে পারি, যেগুলো সবাই বলে, কিন্তু ভুল।"

"বেশ, তাই বলো।"

"ঐক্যতান', 'চলমান', 'একত্রিত'।"

"এই শব্দগুলো ভুল?" বন্দনা মিস বেশ অবাক।

"হ্যাঁ। সঠিক শব্দ হল, 'ঐকতান', 'চলন্ত', 'একত্র'।"

"তুমি কি বাড়িতে বাংলার উপর বেশি জোর দিচ্ছ?"

"না মিস। তবে মাঝে মাঝে ডিকশনারি পড়ি, তাই—।"

"এখন থেকে ইংরেজিটা পড়বে। ওয়েল, যে কথা বলছিলাম—।"

ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র চন্দ্রাবলী এগিয়ে এল, "হাই 'অমৃরিত'। কনগ্র্যাট!"

"কেন?"

"বাঃ! বন্দনা মিসকে একেবারে বোল্ড আউট করে দিয়েছিস তুই," চন্দ্রাবলী বলল। "বাট, স্বীকার করছি, বাংলাটায় আমি খুব উইক। ডু ইউ নো, আই হ্যাভ নেভার সিন এনি বেঙ্গলি টিভি সিরিয়াল!"

"তুই টিভি দেখিস না?" অমৃত জিজ্ঞেস করল।

"ইয়া। এম টিভি।" কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল চন্দ্রাবলী।

স্কুলের গেটেই শিউচরণ দাঁড়িয়ে আছে, যেমন থাকে রোজ। শিউচরণ ওদের ফ্ল্যাটবাড়ির একজন দরোয়ান। তাকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, নিয়ে আসার কাজটা নিয়েছে বলে দরোয়ানের ডিউটি অন্য সময় করে। বাবা বলেছেন, আর একবছর। এইটে উঠলেই অমৃতকে একাই স্কুলে যেতে দেবেন। এখন তো আর বাসে উঠতে হয় না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিন মিনিট হাঁটলেই পাতালরেল। স্কুল থেকেও মিনিট পাঁচেক দূরে। মায়ের অবশ্য খুব আপত্তি আছে এতে। কিন্তু একা একা স্কুলে আসার কথা ভাবলেই বেশ খুশি হয় অমৃত। এই শিউচরণের আসা নিয়ে তাকে খুব কথা শোনায় সহপাঠীরা। এমনকী চন্দ্রাবলীও ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, "হাই, মামস কিড!" বাড়িতে এ নিয়ে কয়েকবার কান্নাকাটি করেছে অমৃত। মা তার ব্যাপারে একজন আয়রন উওম্যান।

শিউচরণের চেহারা পালোয়ানের মতো। শার্ট, ধুতি আর মোজা ছাড়া বুটজুতো পরে আর ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে খুব জোরে হাঁটে। তাল রেখে হাঁটতে গিয়ে প্রায় ছুটতে হয় অমৃতকে। আজও তাই করতে হওয়ায় সে চিৎকার

করল, "একটু আস্তে হাঁটো না!"

শিউচরণ থামল। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। অমৃতের মনে হল, ওই হাসিটার মানে হল, তুমি খুব দুর্বল। তার খুব রাগ হয়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কখনও ধানগাছ দেখেছ? যে ধানগাছ থেকে চাল হয়, চাল থেকে ভাত!"

"কী যে বলো! সেই বচপন থেকে বাপ-চাচার সঙ্গে খেতিতে গিয়ে ধানগাছ বড় হতে দেখেছি। আর তুমি জিজ্ঞেস করছ, দেখেছি কি না!"

"তুমিও ধানগাছ বলো?"

"হ্যাঁ।"

"ভুল বলো। ওটা হবে ধান গুল্ম।"

"ও একই বাত হল।"

এক বাত যে নয়, সেটা শিউচরণকে বোঝানোর ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু লোকটা আবার হাঁটতে আরম্ভ করায় সে সুযোগ পেল না। পাতাল রেলে ওকে টিকিট কাটতে হয় না। মা একসঙ্গে একমাসের টিকিট কেটে দু'জনকে দিয়ে দেন। তার টিকিটটাও শিউচরণের কাছে থাকে। পাতাল রেলের স্টেশনে খুব ভাল লাগে অমৃতের। ইউরোপ, আমেরিকার যে সব স্টেশনের ছবি টিভিতে দেখায়, তার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়। এর উপর ক'দিন থেকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের টিভিতে ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা দেখাচ্ছে। সেটা দেখতেও বেশ মজা লাগে।

শিউচরণ এসক্যালেটরের চেয়ে সিঁড়ি ব্যবহার করাই পছন্দ করে। আসলে অত বড় লোকটা পড়ে যাওয়ার ভয় পায়। আজ প্ল্যাটফর্মে মানুষ গিজগিজ করছে। একটু ভাল করে খেলাটা দেখার জন্য অমৃত ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঢোকার মুহূর্তে সে লক্ষ করল, শিউচরণ এটা পছন্দ করছে না। হঠাৎ তার মনে হল, শিউচরণের সঙ্গে একটা খেলা খেললে কীরকম হয়! সবাই এত জোরে চিৎকার করেই থেমে গেল যে, বোঝাই গেল, গোলটা হতে হতে হল না। যে প্ল্যাটফর্ম থেকে তাদের ট্রেনে উঠতে হবে, তার উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মে সে চলে এল ভিড়ের আড়ালে আড়ালে। এবং এই সময়েই তাদের ট্রেন ঝমঝমিয়ে এসে দাঁড়াল উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মে। কিছু লোক ছুটোছুটি করে উঠে পড়ল। একেবারে শেষ মুহূর্তে অমৃত দৌড়ল। দরজা বন্ধ হওয়ার আগে সে কম্পার্টমেন্টের ভিতরে পা রাখতে পারল।

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, "নো, এভাবে দৌড়ে এসে কখনও উঠবে না। দুটো দরজার মাঝখানে তুমি আটকে পড়তে পারতে। বুঝতে পেরেছ?"

কোনওমতে মাথা নাড়ল অমৃত। তারপর চারপাশে তাকাল। এই

www.boiRboi.blogspot.com

কম্পার্টমেন্টে শিউচরণ নেই। ও নিশ্চয়ই অন্য কম্পার্টমেন্টে উঠেছে। ছুটন্ত ট্রেনের দুলুনি থেকে বাঁচবার জন্য ও সিটের পাশের হাতল ধরল। ধরতেই সামনে বসে থাকা লোকটা হাসল। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অমৃত। বাঁদিকের ভুরুর নীচ থেকে একটা কাটা দাগ কানের নীচ পর্যন্ত নেমে এসেছে। দাগটা দেখে মনে হচ্ছে বেশি পুরনো নয়। সে মুখটা ফিরিয়ে নিল। এই লোকটা যদি বাঁ চোখে একটা ঠুলি পরে ডান চোখে কটমট করে তাকাত, তা হলে টেক্সাস ছবির ভিলেন বলে মনে হত। বাবা টেক্সাস ছবি টিভিতে দেখতে খুব ভালবাসেন।

হঠাৎ লোকটি মুখ এগিয়ে নিয়ে এল, "এসো খোকা, বসবে এসো।"

যে বেঞ্চিতে তিনজন যাত্রী সাধারণত বসে থাকে, সেখানে একচিলতে জায়গা হয়তো উদ্বৃত্ত থাকে। লোকটা সেখানেই বসতে বলছে।

অমৃত মাথা নাড়ল। মা বলেছেন, রাস্তায় কোনও অপরিচিত মানুষ যদি কিছু অফার করে, কখনওই অ্যাকসেপ্ট করবে না। এই লোকটা শুধু অপরিচিত নয়, মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে খুব ভয়ংকর লোক। তখনই উলটোদিকের বেঞ্চি থেকে একজন যাত্রী উঠে দাঁড়াতেই অমৃত দৌড়ে গিয়ে সেখানে বসে পড়ল। বসে আড়চোখে দেখল, কাটা দাগ তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

হঠাৎ মনে এল, শিউচরণ এই ট্রেনে উঠেছে তো? তাকে দেখতে না পেয়ে যদি না ওঠে? হয়তো ওখানেই খুঁজছে তাকে। আর তখনই কেমন শীত শীত করতে লাগল। তার পকেটে টিকিট নেই। শিউচরণ পাশে না থাকায় এখন সে বিনা টিকিটের যাত্রী। বিনা টিকিটের যাত্রীদের জেল এবং জরিমানা দুই-ই হয়। ট্রেন যখন তাদের স্টেশনে থামবে, তখনও যদি সে শিউচরণকে না দ্যাখে, তা হলে প্ল্যাটফর্ম থেকে বের হবে কী করে? টিকিট পাঞ্চ না করলে গেট খুলবে না। প্রান্তিক স্টেশনের প্লাটফর্মে ট্রেন না থাকলে পাতাল রেলের কর্মচারীরা তাকে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না, জরিমানা তো দিতেই হবে। কিন্তু তার ব্যাগে মায়ের দেওয়া দশ টাকা ছাড়া আর কোনও টাকা নেই। সে কম্পার্টমেন্টের দেওয়ালে টাঙানো পাতাল রেলের বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে তাকাল। না, ওখানে কত জরিমানা হয়, তা লেখা নেই। এই সময় তার কান্না পাচ্ছিল। টিকিট যখন শিউচরণের কাছে, তখন কী দরকার ছিল ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলার!

এই সময় কালীঘাট স্টেশনে ট্রেনটা থামতেই প্রচণ্ড চিৎকার কানে এল। এখানেও খেলা দেখানো হচ্ছে এবং এইমাত্র গোল হল। ওপাশের প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন ঢুকছে। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, শিউচরণ স্কুলের স্টেশনেই দাঁড়িয়ে আছে নার্ভাস হয়ে। ওই ট্রেনে উঠে ফিরে গেলে তার দেখা পেয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

যেতে পারে।

ভাবনাটা মাথায় ঢোকামাত্র উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল অমৃত, এমন সময় কেউ তার নাম ধরে ডাকল। কালীঘাট অবধি ভিড় থাকায় ওদের দেখতে পায়নি সে। ইশা আর স্যান্ডা। ওদের সেকশনে নয়, তবে এক ক্লাসে পড়ে। ওদের দিকে তাকাতে গিয়ে ওপাশের তো বটেই, এই ট্রেনটাও ছেড়ে দিল।

ইশা চিৎকার করল, "তোর বডিগার্ড কোথায়?"

স্যান্ডা বলল, "বডিগার্ড নয় রে, এসকর্ট।" বলেই হেসে গড়িয়ে পড়ল ইশার উপর।

অমৃত কাটামুখের দিকে তাকাল। এতগুলো স্টেশন চলে গেল, অথচ কোথাও নামেনি লোকটা। এখন মেয়েদুটোর কথায় বেশ মজা পেয়েছে বলে মনে হয়। স্যান্ডা চিৎকার করল, "হাই বেবি, কাম হিয়ার।" ওদের পাশে বসার জায়গা আছে, সেটা দেখাল।

অমৃত চেঁচাল, "শাট আপ।"

ট্রেনটা রবীন্দ্র সরোবরে থামতেই ওরা দু'জন উঠে এল তার পাশে। ইতিমধ্যে এই বেঞ্চিও খালি হয়েছে।

স্যান্ডা বলল, "রাগ করেছিস। ঠিক আছে, আমি কারেক্ট করে নিচ্ছি। ইউ আর এ কিড, অলরাইট।"

"আমি কিড হলে তুই কী?" অমৃত ঠোঁট কামড়াল।

"আই অ্যাম থার্টিন, গোয়িং টু বি ফোরটিন—।" স্যান্ডা বলল, "তুই খুব ভাল ছেলে। আরে! তোর ব্যাগ কোথায়?"

ব্যাগের ব্যাপারটা মাথায় ছিল না। সে পরিষ্কার দেখতে পেল শিউচরণ ব্যাগটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইশা জিজ্ঞেস করল, "আজ ব্যাগ আনিসনি?"

"অসম্ভব।" স্যান্ডা মাথা দোলাল, "ব্যাগ না দেখলে মিস মেয়র স্কুলেই ঢুকতে দেবে না। একেবারে শকুনের চোখ নিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।"

"ডাইনি। উইচ!" ইশা বলল, "শরীরে এক ফোঁটা মাস নেই। হাড়ের উপর চামড়া নিয়েও ডিকটেটরশিপ চালায়।" বলার সময় ট্রেন টালিগঞ্জ স্টেশনে ঢুকতেই চারপাশ দিনের আলোয় আলোকিত হয়ে গেল।

এই স্টেশনে ট্রেন থামলেই রোজ অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। বেশিরভাগ যাত্রী দৌড়ে গেটের কাছে আগে যেতে চায়, যাতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে অটোরিকশা ধরতে পারে। আজও ব্যতিক্রম ঘটল না। তাই ধীরেসুস্থে ট্রেন থেকে অমৃতের নামার আগেই গেটে বিরাট লাইন পড়ে গেল। ওর ক্লাসের মেয়েরা ততক্ষণে

লাইনের আগেভাগে।

"এই যে খোকা, তোমার নাম কী?"

মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই লোকটাকে দেখতে পেল অমৃত।

"কেন? আপনার কী দরকার?"

"বুঝতে পেরেছি। আমার এই কাটা দাগটাকে দেখে ভয় পাচ্ছ তো? এটা বাঘের নখ থেকে হয়েছে। অসমের কাজিরাঙ্গা ফরেস্টে সেবার কোনওমতে বেঁচে গিয়েছিলাম। তুমি এখন কোনদিকে যাবে? বাড়ি কোথায়?" লোকটি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল।

"আমি এখন বাড়ি যাব না।" বলেই উলটোদিকে ঘুরে হনহন করে খানিকটা হাঁটল অমৃত। সামনের বাঁদিকে একটা দরজা, তার উপর একটা বোর্ড ঝুলছে। সে ভিতরে ঢুকে দেখল, একজন ভদ্রলোক রেলের পোশাক পরে কাজ করছেন।

"মে আই কাম ইন?"

"ইয়েস।" ভদ্রলোক মুখ তুললেন।

অমৃত তাঁকে ঘটনাটা জানাল। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কোন স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠো?"

অমৃত বলল, "সেন্ট্রাল।"

ভদ্রলোক টেলিফোন তুললেন, "সেনশর্মা বলছি। একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করুন তো। অমৃত নামে একটি স্কুলের ছেলের জন্য শিউচরণ বলে কেউ ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করছে কি না? হ্যাঁ, কী বললেন? যাচ্ছলে। ওকে পাঠিয়ে দিন নেক্সট ট্রেনে। অমৃত আমার কাছে অপেক্ষা করছে।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক বললেন, "তোমার শিউচরণকে পাওয়া গিয়েছে। সে খুব কান্নাকাটি করছে।"

"কেন?"

"তুমি হারিয়ে গিয়েছ, বাড়িতে গিয়ে কী জবাব দেবে, তাই!"

হাসি পেল অমৃতের। শিউচরণকে কান্নার সময় কীরকম দেখাচ্ছে!

"বোসো। কিন্তু বাবা, তোমার তো বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। ওখানেও তো সবাই চিন্তা করতে শুরু করবে, তাই না? তোমার নাম্বারে ফোন করে দাও।" ভদ্রলোক হাসলেন।

"এখন বাড়িতে কেউ নেই।" গম্ভীর গলায় বলল অমৃত।

"তোমার মা?"

"বাবা-মা দু'জনেই এখন অফিসে। এখন শুধু যমুনা দিদি আছে। ও ভাল করে ঘড়ি দেখতেই জানে না।" অমৃত বলল।

www.boiRboi.blogspot.com

"তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?"

"সেভেন।"

"বাঃ। তোমার বয়সি বা তোমার চেয়ে অনেক ছোট ছেলেমেয়েরা দেখেছি একা-একাই মেট্রোয় যাতায়াত করে। তুমি পারো না কেন?"

"পারি। মা রাজি হয় না, বলেছে এইটে উঠলে অ্যালাও করবে।"

"তুমি স্টেশন থেকে বেরিয়ে একা বাড়িতে যেতে পারবে?"

"পারব। তবে—!"

"আবার তবে কেন?"

"আজ যাব না। একটা লোক, দেখলে ভিলেন বলে মনে হয়, আমার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলেছে। কোথায় যাব, জানতে চেয়েছিল।"

"আচ্ছা! লোকটা কি তোমার সঙ্গে ট্রেনে এসেছে?"

"হ্যাঁ, ট্রেনেই তো প্রথম দেখলাম।"

"তোমার কি ধারণা লোকটা এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে?"

"কী জানি!"

"তুমি যদি চাও, তা হলে আমি তোমার সঙ্গে বাইরে গিয়ে লোকটাকে খোঁজার চেষ্টা করতে পারি। যাবে?"

"না। শিউচরণ তো এসেই যাবে।"

"তা হলে তুমি একটু বোসো, আমি কিছু কাজ করে আসি।"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতেই অমৃত মাথা নাড়ল। এই সময় আর একটা ট্রেন স্টেশনে ঢুকল। এত তাড়াতাড়ি শিউচরণ আসতে পারবে না। ও যখন জেনেছে, তার অনেক আগেই এই ট্রেন ওই স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

সে টেবিলটার দিকে তাকাতেই নজর গেল বইটার উপর। একটা বই উলটোমুখ করে রাখা আছে। কী বই ওটা? সে হাত বাড়িয়ে বইটা তুলল। বইটার নাম, 'মাস্টার অব দ্য গেম'।

লেখক, সিডনি শেলডন। নীচে লেখা, 'আ-মাস্টার স্টোরি টেলার অ্যাট দ্য টপ অব দ্য গেম।' পাতা ওলটাল অমৃত।

টাইটেল পেজের উপর কালিতে কেউ লিখেছে, 'সাম মেন সি থিংস অ্যাজ দে আর অ্যান্ড সে হোয়াই? আই ড্রিম থিংস দ্যাট নেভার ওয়্যার অ্যান্ড সে, হোয়াই নট!'

বইয়ের কথা ভুলে গিয়ে লাইনগুলোর কথা মনে মনে আওড়াতে লাগল অমৃত। এই সময় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, "ও, ওই বইটা কোনও প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ফেলে গিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সিডনি শেলডনের বই পড়ার জন্য তোমাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।" কথাটা শোনামাত্র অমৃত

বই রেখে দিল।

ভদ্রলোক বললেন, "চলো, আমরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি। শিউচরণ নিশ্চয়ই তোমার খোঁজে আমার কাছে আসবে।"

অমৃত ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে এল। এদিকের প্ল্যাটফর্ম একদম ফাঁকা। একটা মানুষও নেই। যা ইচ্ছে খেলা স্বচ্ছন্দে খেলা যায়। আর ওপাশের প্ল্যাটফর্মে প্রচুর মানুষ, যাঁরা দমদমের দিকে যাবেন।

হুড়মুড়িয়ে ট্রেনটা এসে দাঁড়াতেই যাত্রীরা যেন গেট খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল। তারপর দৌড়তে লাগল সবাই গেটের দিকে। এই সময় শিউচরণকে দেখতে পেল অমৃত।

সে হাত নাড়তে শিউচরণ এগিয়ে এল দ্রুত, "তুম, তুম বহুৎ বিস্তু হো গয়া। হাম মেমসাবকো জরুর বাতায়েগা।"

অমৃত বলল, "আশ্চর্য! তুমি ট্রেনে ওঠোনি, খেলা দেখছিলে, আমি জানব কী করে?"

"আই বাপ! আমি খেলা দেখছিলাম? আমি তো তোমাকে খুঁজছিলাম। চলো।"

ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেটের দিকে এগোল অমৃত, সামনে শিউচরণ। ততক্ষণে তার মাথায় লাইনটা তৈরি হয়ে গেছে, 'যা কখনও ছিল না, আমি তার স্বপ্ন দেখি, আর ভাবি, কেন থাকবে না?'

২

মেট্রো স্টেশন থেকে ওদের হাউসিং-এর গেট পর্যন্ত পুরোটা রাস্তা ঝগড়া করতে করতে এল ওরা। শিউচরণের এক কথা, সে মাকে বলে দেবে এভাবে তাকে বিপদে ফেললে আর কাজ করবে না। অমৃত তাকে প্রথমে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, শিউচরণ একটুও বিপদে পড়েনি। কিছুক্ষণ অমৃতকে দেখতে পায়নি ঠিক, কিন্তু তাকে তো টেলিফোনে খবর পাঠিয়ে আনানো হয়েছে। শিউচরণ কথাটা মানতে চাইছিল না। যতক্ষণ তাকে ফোনের কথা না জানানো হয়েছিল, ততক্ষণ যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। অমৃত হারিয়ে গেলে সে কী জবাব দেবে, ভেবে পাচ্ছিল না। তাকে ওই কষ্ট নাকি অমৃত ইচ্ছে করেই দিয়েছে। লোকটার মধ্যে যে এতটুকু স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নেই, তা বুঝতে পেরে রেগে গিয়েছিল অমৃত। সে বেশ চেঁচিয়ে বলেছিল, 'তোমার ডিউটি হল, আমাকে ঠিকঠাক নিয়ে আসা। তুমি কেন লক্ষ করোনি আমি ট্রেনে উঠছি?'

www.boiRboi.blogspot.com

নিজে ট্রেনে না উঠে এখন তাকে দায়ী করছে, এ-কথা সে-ও মাকে বলতে পারে।

গেটের কাছে পৌঁছে শিউচরণ হঠাৎ সুর বদলাল, "তুমি যদি বলো এরকম আর করবে না, তা হলে আজকের ব্যাপারটা মেমসাহেবকে বলব না।"

প্রতিবাদ করতে গিয়েও সুর পালটাল অমৃত। ঠোঁট টিপে মাথা নেড়ে না বলল। শিউচরণ খুশি হয়ে ব্যাগটা এগিয়ে ধরল। সেটা নিয়ে লনটা পেরিয়ে লিফটের দিকে এগোল অমৃত। দুটো ছেলে, তারই বয়সি, লিফট থেকে নেমে তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গেটের দিকে চলে গেল। একই বিল্ডিং-এর তিন এবং চারতলায় ওরা থাকে। কিন্তু কখনও দেখা হলে কথা বলে না। ওরা বাংলা স্কুলে পড়ে বলে ইংলিশ মিডিয়ামকে এড়িয়ে যায় বলে বাবার ধারণা।

লিফটের দরজা খুলে সে এইট্‌থ ফ্লোরে নামল। ব্যাগটাকে মেঝের উপর রেখে দৌড়ে গিয়ে বেল টিপল। বোতামটা আঙুলের তলায় চেপে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই দরজা খুলে গেল। আঙুল সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যমুনাদি চিৎকার করল, "ফের বদমায়েশি। কত করে বলেছি, অত জোরে বেল বাজাবে না — !"

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল অমৃত। ব্যাগটা যমুনাদি নিয়ে আসবে, রোজ যেমন আসে।

বাবাকে প্রায়ই বলতে শুনেছে তাদের ফ্ল্যাটটা ষোলোশো স্কোয়্যার ফুটের। মা বলে, 'ড্রয়িং-রুমটা ছোট হয়ে গিয়েছে, এটার বদলে একটা বড় হল হলে ভাল হত।'

ষোলোশো স্কোয়্যার ফুট ঠিক কীভাবে মাপে তা জেনে নিয়েছিল অমৃত, কিন্তু নিজে কখনও মাপার চেষ্টা করেনি। এখন ড্রয়িং-রুম আর কিচেনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার মনে হল, চারধার খুব ফাঁকা। যমুনাদি দরজা বন্ধ করে ব্যাগটা তার ঘরে রেখে চলে গেল নিজের ঘরে। আসলে ওটা শোওয়ার ঘর ছিল না। একচিলতে ঘরটা তৈরি হয়েছিল বাড়তি জিনিসপত্র রাখার জন্য। সেটা না রেখে এখন যমুনাদির ঘর হয়েছে।

এদিকে তিনটে বেডরুম। একটা বাবার, তার পরেরটা অমৃতের, শেষেরটা মায়ের। বাড়িতে যদি কোনও গেস্ট আসে, তা হলে অমৃতকে মায়ের ঘরে চলে যেতে হয়। গেস্ট বলতে দিল্লি থেকে ব-মাসি আর আমেদাবাদ থেকে ছো-মাসি। ওরা অবশ্য একসঙ্গে আসে না। ব-মাসির কোনও ছেলেমেয়ে নেই। ছো-মাসির একমাত্র মেয়ে তমা তার চেয়ে একবছরের ছোট। কিন্তু ওরা কেউই গত দু'বছরে আসেনি। মায়ের ইচ্ছে আর একটু বড় ফ্ল্যাটে উঠে যেতে, যাতে একটা গেস্টরুম পাকাপাকিভাবে রাখা যায়। বাবা বলেছিল, 'গেস্ট কবে আসবে তার ঠিক নেই, তাদের জন্য রুম বাড়ানোর কী দরকার?' মা মাথা

নেড়েছিল, 'তা হোক, মিত বড় হচ্ছে, এটা ভুলে যেয়ো না।'

মিত বড় হচ্ছে। নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল অমৃত। কই, তাকে তো একটুও বড় দেখাচ্ছে না! গতকাল, পরশু, তার আগের দিন, এমনকী একবছর আগে তাকে আয়নায় যেমন দেখাত, আজও তেমনই লাগছে। সে ঈষৎ ঝুঁকল। তার ক্লাসের অনেক ছেলের ঠোঁটের উপর কালচে লোম গজিয়েছে, কিন্তু তার কিছু হয়নি। সে আঙুল দিয়ে নাকের নীচের জায়গাটা পরখ করল। ধ্যেৎ, গোঁফের কোনও চিহ্ন নেই। শোভনের কথা মনে এল। তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, ক্লাসে পাশে বসে। শোভনের একটু একটু গোঁফ বেরোচ্ছে। শোভন বলেছিল, "একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম, ব্যাস, বেরিয়ে গেল।"

"কী এক্সপেরিমেন্ট?" উৎসুক হয়েছিল অমৃত।

"স্নান করার সময় ঠোঁটের উপর সাবান লাগিয়ে বাবার রেজার দিয়ে রোজ দু'বার করে চেঁচেছি। হঠাৎ দেখলাম, কালচে কালচে লোম বের হচ্ছে।"

"সে কী?" হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল অমৃত।

"ইয়া।" মাথা নেড়েছিল শোভন, "আমি মাকুন্দ কি না পরীক্ষা করছিলাম।"

"মাকুন্দ মানে কী?"

"ও মাই গড! তুই মাকুন্দ মানে জানিস না? ইট্‌স আ বেঙ্গলি ওয়ার্ড!"

"না।"

"অনেক বড় বড় লোককে দেখবি, যাদের গোঁফ-দাড়ি বের হয় না। তাদের মাকুন্দ বলে। আমার ঠাকুমা বলে, মাকুন্দদের মুখ দেখলে কোনও কাজ হয় না।" শোভন বলেছিল।

"কেন?"

"আমি তা জানি না। বাবা বলে, ওটা ঠাকুমার কুসংস্কার।"

কিন্তু অমৃত বুঝতে পারছিল না, কে মাকুন্দ, কে তা নয়, তা বাইরে থেকে দেখে কী করে বোঝা যাবে? যেমন, তার বাবার দাড়ি-গোঁফ নেই। রোজ সকালে বাবা সযত্নে গাল পরিষ্কার করে। কিন্তু বাইরের লোক তো সেটা দেখার সুযোগ পায় না। তারা কেন বাবাকে মাকুন্দ ভাবে না?

বাড়িতে এসেও ভাবনাটা মাথা থেকে যায়নি। সন্ধের সময় মা আগে ফেরে, বাবা একটু রাত্রে। তখন তো কথা বলার সময় নেই। ঠিক ছ'টায় অঙ্কস্যার আসেন। পৌনে আটটায় চলে যান। আটটায় ইংরেজিস্যার। এঁরা সপ্তাহে তিনদিন। বাকি তিনদিন অন্য সাবজেক্টের স্যাররা পড়ান। দশটার পর ব্যাগ গুছিয়ে ডিনার খেতে খেতে সাড়ে দশটা। তারপর মায়ের তাগাদা শুরু হয় শুয়ে পড়ার জন্য। সকালে তো কারও কথা বলার অবসর নেই। ঠিক সাড়ে

আটটায় অমৃতকে ব্যাগ নিয়ে নীচে নামতে হয়।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে কথাটা তুলেছিল অমৃত। বাবা আজ একটু দেরি করে ফিরেছে ক্লাব থেকে। একটু আগে মা বাবাকে ওই কারণে বকাবকি করেছিল। এই সময় মা মিসদের মতো হয়ে যায় আর বাবা তাদের মতো। বাবা কী দোষ করেছিল, তা সে বুঝতে পারেনি। খাওয়ার টেবিলে বাবা তাই গম্ভীর, মুখ লাল। অমৃত খাবার মুখে নিয়ে বাবার মুখ খুঁটিয়ে দেখল, "বাবা!"

বাবা কোনও জবাব দিল না। বোধহয় মায়ের উপর রেগে যাওয়ায় কথা বলছিল না।

উলটে মা জিজ্ঞাসা করল, "কী বলছ?"

"তোমাকে নয়, বাবাকে প্রশ্নটা করব।"

"আঃ, এমন কী প্রশ্ন যা বাবাকে করা যায়, আমাকে নয়!" মা বিরক্ত।

"কী করে করা যাবে, তোমার তো দাড়ি-গোঁফ নেই!"

কথাটা শোনা মাত্র বাবার এমন হেঁচকি উঠল যে জল খেতে হল। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

জল খেয়ে বাবা বলল, "তা হলে তোমার প্রশ্ন শোনা যাক।"

মাঝে-মাঝে রাত্রের দিকে বাবার গলা গম্ভীর হয়ে যায়।

অমৃত বলল, "যে লোক মাকুন্দ আর যে লোক রোজ দাড়ি কামায়, রাস্তায় দেখলে তাদের আলাদা করে কি বোঝা যায়?"

বাবা বলল, "ইনটারেস্টিং কোয়েশ্চন!"

মা বলল, "তোর মাথায় এসব কে ঢোকাল?"

অমৃত বলল, "কে আবার ঢোকাবে? আমরা গল্প করছিলাম, শোভন বলল।"

"শোভন! ওঃ, আমি এই ছেলেটাকে একদম পছন্দ করি না। বয়সের তুলনায় বেশি পাকা। শোনো মিত, তুমি শোভনকে অ্যাভয়েড করবে।" মা হুকুম দিল।

"বাট হোয়াই?"

"একটা রটন পোট্যাটোর পাশে যদি একটা ভাল পোট্যাটো থাকে, তা হলে কী হয় জানো? ভালটাও রটন হয়ে যায়।"

"কেন? মাকুন্দ শব্দটা কি খারাপ?"

"পৃথিবীতে আলোচনা করার মতো বিষয়ের অভাব নেই, তাই না?"

বাবা চুপচাপ শুনছিল, এবার বলল, "মাকুন্দ মানে জানো না?"

"হ্যাঁ। যাদের দাড়ি-গোঁফ বের হয় না।"

"গুড। যারা রোজ শেভ করে তাদের গালের চামড়া শক্ত হয়ে যায়, দেখেই

www.boiRboi.blogspot.com

বোঝা যায়। রংও বদলে যায়। দাড়ি-গোঁফ না বের হলে সেটা হয় না।" বাবা বলল।

"মাকুন্দ হওয়া কি খারাপ?" অমৃত জিজ্ঞাসা করল।

"কে বলল? কক্ষনও নয়। আমি যদি মাকুন্দ হতাম, তা হলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম। কত অ্যাডভান্টেজ, রোজ সকালে দাড়ি কামাতে হত না। শীতকালে, ধরো দার্জিলিং-এ দাড়ি কাটার সময় এলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, সেটা হত না।"

"তাই? এম্মা! শোভনটা খুব বোকা!"

"আমার তো মনে হয় না।" মা গম্ভীর গলায় বলল।

"হ্যাঁ মা। ও রোজ ওর বাবার রেজারে গোঁফ চেঁচে চেঁচে এর মধ্যে কালচে গোঁফ তৈরি করে ফেলেছে। সারা জীবন ওকে রোজ কামাতে হবে। ও বোকা না?"

"কী? ওইটুকু ছেলে দাড়ি-গোঁফ কামায়? ইটস টু মাচ!" মা মাথা নাড়ল, "কাল থেকে তুমি ওর পাশে বসবে না! যাও, খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এবার উঠে পড়ো। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে উঠতে হবে।"

"কেন? কাল তো আমার ছুটি!"

"এই এক হয়েছে। ছুটি কেন?"

"স্কুলের এক্স-প্রিন্সপাল মারা গিয়েছেন।"

"আশ্চর্য! তার জন্য ছুটি দিতে হবে?"

"আমার আর একটা প্রশ্ন ছিল।"

মা কিছু না বলে তাকাল। বাবা বলল,"ইয়েস!"

"আমাকে তোমরা ধানগাছ কবে দেখাবে?"

মা অবাক, "ধানগাছ! ধানগাছ দেখার কী আছে? ওটা গ্র্যান্ডিফ্লোরা? টিভি খুললেই তো ধানগাছ দেখা যায়।"

"বাবা আ[illegible] বলেছিল, দেখাবে। আজ ক্লাসে আমি বলেছিলাম, ধানগাছে যেহেতু ফু[illegible] হাড়া পাতা, ডাল, কাঠ হয় না, তাই ওকে গাছ বলা উচিত নয়। কিন্তু আমি তো ছবি দেখে বলেছি। নিজের চোখে তো দেখিনি!" বলে টেবিল থেকে উঠে গেল অমৃত।

সে যতক্ষণ বেসিনে হাত ধুয়ে নিজের ঘরে চলে না গেল, ততক্ষণ মা চুপ করে থাকল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি এখন কথা বলতে পারবে?"

"সিওর।" বাবার গলা শুনতে পেল অমৃত পরদার এপাশে দাঁড়িয়ে।

মা বলল, "আজকাল মিতের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ভয় হয়, কী উলটোপালটা বলবে!"

www.boiRboi.blogspot.com

"কেন?"

"আশ্চর্য! শুনলে না? মাকুন্দ শব্দটা এ-বাড়িতে কেউ কখনও বলেছে? আমার মনে হয়, ওর স্কুলে শোভনের ব্যাপারটা জানানো উচিত।" মা বলল।

বাবা হাসল, "এমন কিছু ব্যাপার নয়। তুমি অযথা সিরিয়াস হচ্ছ। তবে হ্যাঁ, বাঙালির ছেলে হয়ে তেরো বছর বয়স পর্যন্ত কেউ ধানগাছ দেখেনি, এটা আমরা আমাদের ছেলেবেলায় ভাবতে পারতাম না। ওকে নিয়ে গোয়া সিমলায় গিয়েছি এসি স্লিপারে। বাইরের পৃথিবীটা ও দেখেছে যেখানে গিয়ে, সেখানে বাংলাদেশের মাটি ছিল না। ভাবছি এবার কোথাও নিয়ে যাব।"

"নিয়ে যেতে চাও, যাও। সকালে গাড়ি নিয়ে কলকাতার বাইরে গেলেই অনেক ধানগাছ দেখতে পাবে। যত ইচ্ছে দেখাও।" মা উঠে পড়ল।

ভাল করে পরদা টেনে পোশাক বদলে বিছানায় যাওয়ার আগে মনে পড়ল, দাঁত মাজা হয়নি। ছেলেবেলায় ঘুমোবার আগে মা কিসি দিতে আসত যখন, তখন জিজ্ঞাসা করত, "ব্রাশ করেছ?" এখন আর কিসি দেয় না, কিন্তু প্রশ্নটা করে। অমৃত আবার টয়লেটে গেল। দ্রুত ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে হাত চালাল। তারপর রিমোট নিয়ে টিভি অন করল।

তার টিভি দেখার সময় বরাদ্দ হয়েছে বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে ঠিক এক ঘণ্টা। তখন কমিকস দেখতে পারে সে। আগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক দেখতে দিত মা। কিন্তু হঠাৎ কী কারণে সে জানে না, সেটা দেখা বারণ হল।

শব্দ যতটা সম্ভব কমিয়ে সে টিভির চ্যানেল ঘুরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এম টিভি আসতেই সে খাটের উপর লাফিয়ে বসল। অদ্ভুত ভঙ্গিতে মেয়েরা নেচে যাচ্ছে। শোভন তাকে বলেছিল যে স্যান্ডারা এম টিভি রোজ দ্যাখে। শোভনকে ওর মা এম টিভি দেখতে দেয় না। তা হলে স্যান্ডাকে দেয় কেন? মেয়ে বলে? সে দেখতে দেখতে বেশ মুগ্ধ হল।

"ওঃ মাই গড! তুমি টিভি দেখছ?"

আচমকা মায়ের প্রশ্নটা কানে আসতেই সে হকচকিয়ে গেল।

"দেখি, রিমোটটা দেখি!" মা হাত বাড়াল।

অমৃত সেটা বাড়িয়ে ধরতে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে মা বলল, "এ কী দেখছ তুমি? এসব দেখতে তোমাকে কে শিখিয়েছে? ছি ছি ছি!" টিভি অফ করল মা।

অমৃত চটপট শুয়ে পড়লেও মা ছাড়ল না, "কী হল? চুপ করে আছ যে?"

"কী বলব?"

"কে শিখিয়েছে?"

"কী?"

"ওঃ! তুমি কি ইচ্ছে করে আমাকে টিজ করবে? এরকম করলে আমি তোমার টিভি দেখা একেবারে বন্ধ ক .র দেব, তা জেনো। বলো, কে তোমাকে এম টিভি দেখতে বলেছে? শোভন?" মা সামনে এসে দাঁড়াল।

"না। কেউ বলেনি।"

"তা হলে তুমি দেখছিলে কেন?"

"আমি কী করে বুঝব এম টিভি খারাপ? চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে এসে গেল যখন, তখনই তুমি ঢুকলে!" গম্ভীর গলায় বলল অমৃত।

হঠাৎই মা নরম হল। রিমোটটা টিভির পাশে রাখতে রাখতে বলল, "এইসব চ্যানেল ছোটদের দেখার জন্য নয়।"

"কেন? দেখলে কী হয়?"

"ছোটদের জন্য অনেক ভাল সিনেমা, ভাল বই আছে। সেগুলো শেষ করার পর তারা বুঝতে শেখে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। তাদের পছন্দ তৈরি হয়। তখন তারা বড় হয়ে ঠিক করতে পারে, কী দেখবে, কী পড়বে। বড় হলে তুমিও বুঝবে এইসব নাচের মধ্যে কোনও রুচি নেই।" মা বলল।

"তা হলে টিভিতে দেখায় কেন?"

"বললাম তো, বড়দের জন্য দেখায়।"

"তা হলে লিখে দেয় না কেন, এই অনুষ্ঠান প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।"

"আমি এত কেনর জবাব দিতে পারব না।" মা চলে যাওয়ার আগে বলল, "কথাটা মনে না রাখলে স্কুল থেকে এসে চুপচাপ বসে থাকতে হবে।"

নাইট ল্যাম্প জ্বেলে জানলার দিকে তাকাল অমৃত। আটতলার উপর থেকে আকাশটাকে খুব কাছে দেখায়। হঠাৎ মাঝরাত্রে যদি ঘুম ভেঙে যায়, তখন সে জানলার কাছে চলে যায়। মেঘ না থাকলে মনে হয়, নীচের কলকাতার যত আলো, তার বহুগুণ বেশি আকাশে আলো জ্বলছে। বাবা তাকে কয়েকটা তারা চিনিয়েছিল। চেনানোর সময়টা ছিল সন্ধেবেলা। মাঝরাত্রে সেই চেনা তারাগুলো কেমন অচেনা হয়ে যায়। খুঁজে বের করতে হয়, কোথায় গেল সপ্তর্ষি অথবা কালপুরুষ। এই যে নামগুলো, তার বন্ধুরা কেউ শোনেনি। বাই ওদের ইংরেজি নাম জানে।

অমৃত দেখল আজ আকাশে কোনও আলো নেই। নির্ঘাত মেঘ জমেছে। বৃষ্টি হলে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু ঝড় উঠলেই খুব ভয় লাগে। জানলা বন্ধ করলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তখন মনে হয়, মায়ের ঘরে গিয়ে শুলে ভাল হয়।

চোখ বন্ধ করল অমৃত। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটা মনে এল, হাই বেবি।

আচ্ছা, স্যান্ডারা ওকে 'বেবি' বলে ডাকে কেন? ওর গোঁফ নেই বলে? যদি

কখনও ওর গোঁফ বের না হয়, তা হলে? বড় হলেও কি ওরা ওকে বেবি বলে ডাকবে? একসঙ্গে পড়লেও অমৃতের মনে হয়, স্যান্ডারা ওর চেয়ে অনেক বেশি বোঝে, অনেকটাই বড়। নইলে ওরা যখন এম টিভি দ্যাখে, তখন ওদের বাড়ির গার্জেনরা কিছু বলে না কেন? প্রশ্নটা মাথায় আসতেই অস্বস্তি বাড়তে লাগল।

বিছানা থেকে নেমে দরজার পরদাটা সরিয়ে উঁকি মারল সে। ড্রয়িং-রুমে আলো জ্বলছে। তার মানে বাবা জেগে আছে। সে নিঃশব্দে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে দেখল, বাবা সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে। ওয়াকম্যানের তার ওঁর দুই কানে। সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাবা চোখ খুলল। যন্ত্রটা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, "এনি প্রবলেম?"

"স্যান্ডারা, মানে আমার সঙ্গে যে মেয়েরা পড়ে, তারা এম টিভি দেখলে ওদের বাড়ির লোক কিছু বলে না কেন? ওরা কি মেয়ে বলে বড়?"

"স্যান্ডা কী?"

"স্যান্ডা ডাট, মানে, সন্ধ্যা দত্ত।"

"ও। সমবয়সি মেয়েরা একটু বড় হয় বটে।" বাবাকে একটু চিন্তিত দেখাল।

"ও। থ্যাঙ্ক ইউ। আমার কি সিডনি শেলডন পড়া উচিত?"

"তুমি কি ঠিক বুঝতে পারবে?"

"পারব না কেন? আমার একটা লাইন খুব ভাল লেগেছে। লাইনটা ওঁর বইয়ের উপর লেখা ছিল। বলব? 'আই ড্রিম থিংগ্‌স দ্যাট নেভার ওয়্যার অ্যান্ড সে, হোয়াই নট?"

"এর মানে তুমি বোঝো?" বাবা অবাক।

"আই অ্যাম ট্রায়িং বাবা। গুড নাইট।"

৩

আওয়াজটা এমন আচমকা কানে ঢুকল যে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল অমৃত। আর তখনই আকাশটা ঝলসে উঠল। মারাত্মক ভয় পেয়ে গেল সে। কখন যে প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তা ঘুমিয়ে থাকায় টেরই পায়নি। সে তাড়াতাড়ি বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। এই ফ্ল্যাটের প্রতিটি জানলার বাইরে এমনভাবে শেড লাগানো আছে যে, বৃষ্টির ছাট সহজে ভিতরে আসার সুযোগ পায় না। কিন্তু জানলা বন্ধ না করে ঘরে থাকার সাহস হচ্ছিল না অমৃতের। এইসময় আবার বাজ পড়ার শব্দ হতেই সে বিছানা থেকে নেমে

www.boiRboi.blogspot.com

ড্রয়িং কাম ডাইনিং-রুমে চলে এল। বাবার ঘর অন্ধকার, পরদা ঝুলছে। মায়ের দরজা ভেজানো, কোনও আলো নেই। অমৃত কী করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। এখন এইসময় একা শোওয়ার কথা মনে এলেই হাত-পা শিরশির করছিল।

সে প্রথমে মায়ের দরজায় হাত রাখল। দরজা খুলে গেল। ঘরের হালকা নীল আলোয় মাকে পরীদের মা বলে মনে হচ্ছিল। সেই নীলচে আলো মায়ের নীল নাইটিতে পড়ায় মনে হচ্ছিল, আকাশের সমস্ত নীল মা যেন শরীরে জড়িয়ে নিয়েছে। সে ধীরে ধীরে কাছে গেল। এবং তখনই তার মনে হল কথাটা। শোভন বলেছিল, 'জানিস, আগে মা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমার সামনেই শাড়ি চেঞ্জ করত, এখন বলে, বাইরে যাও।' অমৃতের মনে পড়ল, ইদানীং মাও তার সামনে নাইটি পরে বের হয় না। রাতের সব কাজ শেষ হওয়ার পর তার ঘরে ঢুকে বকাঝকা শেষ করে নিজের ঘরে এসে চেঞ্জ করে। এই অবস্থায় এই ঘরে তাকে দেখলে মা নিশ্চয়ই রেগে যাবে। সে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল।

বাবার ঘরে যাবে? বাবা তার উপর রাগ করবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তখনই সে যেন স্যান্ডার গলা শুনতে পেল, 'হাই বেবি!' সে কি এখনও বেবি? ভয় পেয়ে বাবা-মায়ের কাছে শুতে চাইছে? এটা জানতে পারলে ওরা নিশ্চয়ই খুব হাসাহাসি করবে। পিছিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরে পৌঁছে গেল অমৃত।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। ঘড়িতে এখন রাত আড়াইটে। বাইরের কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এমন রাত্রে নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ক্রিমিনালরা ক্রাইম করছে। একটা কথা প্রায়ই মনে হয়, ঝড়বৃষ্টি বা গভীর রাতে ক্রিমিনালরা যখন ক্রাইম করে, তখন তাদের কষ্ট হয় না? তাদের এই ফ্ল্যাটটা যেহেতু এইট্‌থ ফ্লোরে, তাই কোনও ক্রিমিনালের এখানে আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কমপ্লেক্সের গেট বন্ধ। মূল বাড়ির কোল্যাপসিবল্ গেটে তালা পড়ে গিয়েছে। সেই তালা খোলাতে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের ফোন করতে হবে কেয়ারটেকারকে। অতএব ক্রিমিন্যালরা উপরে উঠতেই পারবে না। তা হলে সে ভয় পেল কেন? বাজ পড়লে আওয়াজ হবেই। মেঘের সঙ্গে মেঘের সংঘর্ষের আওয়াজ। হাওয়া জোরে বইলে সোঁ সোঁ শব্দ হবেই। বেশি জোরে বইলে লোকে ঝড় বলে। এর মধ্যে ভয়ের তো কিছু নেই।

এরকম ভাবতেই অনেক সহজ হয়ে গেল অমৃত। সে ঘরের দরজাটা বন্ধ করল। ঘুম আসছে না। রিমোট দিয়ে টিভি অন করে ওটাকে মিউট করে দিল। কোনও শব্দ নেই, সুতরাং বাড়ির কেউ জানতেই পারবে না। মা কি টিভি অফ করার সময় চ্যানেল ঘুরিয়ে দিয়েছিল? সে একটার পর একটা চ্যানেল

www.boiRboi.blogspot.com

ঘোরাতে লাগল। কয়েকটা চ্যানেল এখন নিস্তব্ধ কিন্তু বেশির ভাগই পুরোদমে চলছে। তার মানে এখন এই রাতে প্রচুর লোক টিভি দেখছে। না দেখলে এগুলো এখন চলবে কেন? এই যে বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে, তা কেন দেখাবে বিজ্ঞাপনদাতারা? নাকি যারা রাত জেগে কাজ করে তাদের জন্যই টিভি চলে? ঘোরাতে ঘোরাতে ও একটা চ্যানেল পেয়ে গেল। অন্তত শ'খানেক মেয়েপুরুষ খোলা আকাশের নীচে প্রবল উদ্যমে নেচে চলেছে। জায়গাটা উঁচুনিচু বাগান আর পুকুর ঘেরা। ছেলেমেয়েদের পোশাক যতটুকু না থাকলে নয়, ততটুকুই। হঠাৎ অমৃতের মনে হল, এই প্রোগ্রামটা নিশ্চয়ই স্যান্ডা বা ইশা দেখতে পাচ্ছে না। বেচারারা! মনে মনে হাসল সে।

ঘুম থেকে উঠতে আজ দেরি হয়ে গেল। ঘড়ি দেখে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামতেই মনে পড়ে গেল স্কুল বন্ধ। এক্স-প্রিন্সিপালের মৃত্যুর জন্য ছুটি দেওয়া হয়েছে। দাঁত মাজতে মাজতে অমৃতের মনে প্রশ্ন এল, মানুষ কবে মারা যায়? এক্স-প্রিন্সিপালের বয়স হয়েছিল সত্তর। তিনি মারা গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বয়স সাতাশি, তিনি এখনও বক্তৃতা করেন। জ্যোতি বসুর ছবি সে কাগজে দেখেছে, বয়সটা মায়ের মুখে শুনেছে। মা বাবাকে বলছিল, 'দ্যাখো, এই বয়সেও উনি কত স্মার্ট, স্পষ্ট কথাবার্তা।' বাবা বলেছিল, 'আমি অতদিন বাঁচার কথা ভাবি না।' বাবা তা হলে কতদিন বাঁচার কথা ভাবে?

পরিষ্কার হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই অমৃত দেখল, মা আর বাবা খাওয়ার টেবিলে, ব্রেকফাস্ট দিচ্ছে যমুনাদি। মা গম্ভীর মুখে বলল, "এতক্ষণে মহারাজের ঘুম ভাঙল?"

বাবা বলল, "আহা, একটা ছুটি পেয়েছে আচমকা, অত নিয়ম মানলে চলে?"

মা বলল, "তুমি থামো তো। এখন থেকে তৈরি না হলে জয়েন্টে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে থাকতে পারবে? কেরিয়ারের বারোটা বেজে যাবে।"

বাবা বলল, "কী যা তা বকছ? জয়েন্টের এখনও পাঁচ বছর দেরি।"

মা বলল, "ভিত, ভিতটাই হল আসল। এসো, বোসো। আজ তো সাপের পাঁচ পা দেখবে, তাই না?"

অমৃত অবাক হল, "সাপের তো পা নেই!"

বাবা হেসে উঠল শব্দ করে। মা চোখ পাকিয়ে বলল, "নেই, তা জানি। তুমি সেগুলো বের করে ছাড়বে। আজ আমরা কেউ বাড়িতে থাকব না বলে যা ইচ্ছে তাই করবে বলে ভেবো না। কীভাবে দিনটা কাটাবে?"

"পড়ব," নিচু গলায় বলল অমৃত।

"মন দিয়ে শোনো। ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেলা এগারোটা পর্যন্ত পড়বে। তারপর স্নান-খাওয়া শেষ করে এক ঘণ্টা রেস্ট। রেস্ট মানে শুয়ে থাকা। ঘুমোবে না। ঠিক একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অঙ্ক আর কোয়েশ্চেনের অ্যানসার লিখবে। ওটা যদি ঠিকঠাক করো, তা হলে পাঁচটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত কমিক্স দেখতে পারো টিভিতে। তারপর তো টিচার এসে যাবে। মনে থাকবে কথাগুলো?" মা টেনে টেনে বলছিল।

মাথা নাড়ল অমৃত।

যমুনাদি ওকে খাবার দিল। মা বলল,"যমুনা, যা বললাম তুই তো শুনলি। ও যদি ভুলে যায়, তা হলে মনে করিয়ে দিবি।"

যমুনাদি বলল, "আচ্ছা!"

পাউরুটিতে কামড় দিয়ে অমৃত বাবার দিকে তাকাল। বাবা চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

সে বলল, "বাবা!"

"ইয়েস," বাবা তাকাল।

"তোমার এখন বয়স কত?"

বাবা তো বটেই, মা-ও অবাক হয়ে ওকে দেখল।

বাবা বলল, "ফর্টি ফাইভ।"

"তুমি কতদিন পরে মারা যাবে?"

"মিত!" চিৎকার করে উঠল মা।

অমৃত অবাক হয়ে গেল। সে তো অন্যায় কিছু বলেনি, তা হলে মা চেঁচাচ্ছে কেন?

বাবা চায়ের কাপ প্লেটে রাখল, "কোনও মানুষ জানে না, সে কবে মারা যাবে। ওটা নির্ভর করে শরীরের কন্ডিশনের উপর।"

"তা হলে তুমি সেদিন বলেছিলে কেন, এইট্টি সেভেন ইয়ার্স বাঁচবে না?"

"আমি বলেছিলাম?" বাবার কপালে ভাঁজ পড়ল।

"হ্যাঁ। মা জ্যোতি বসুর বয়সের কথা বললে তুমি বলেছিলে অতদিন বাঁচবে না।"

"ও, হ্যাঁ, ওটা একটা কথার কথা। আগে ভারতীয়দের গড় আয়ু ছিল পঞ্চাশের নীচে। এখন শুনছি, সেটা বেড়ে হয়েছে ষাট। যাঁরা আশির উপর বাঁচেন, তাঁরা হলেন ব্যতিক্রম। এই যেমন, বিখ্যাত লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী বেঁচে ছিলেন একশো বছরের উপর। তাই বলে তো সবাই অতদিন বাঁচে না। অ্যাভারেজ ধরলে, আমি ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত বয়সের মধ্যেই মারা যাব।"

www.boiRboi.blogspot.com

[illegible] হাসল।

"আমাদের এক্স-প্রিন্সিপাল সত্তর বছরে মারা গিয়েছেন।"

"তোর মাথায় এসব প্রশ্ন কে ঢোকাল? শোভন?" মা মুখ খুলল।

"শোভন কেন ঢোকাবে? আমি নিজে ভাবতে পারি না?"

"তোর কি আর কোনও ভাবার বিষয় নেই?"

বাবা বলল, "আঃ, প্রশ্নটা মাথায় এসেছে, করেছে। তা ছাড়া এই তথ্যগুলো ওর জানা দরকার। আর কিছু জানতে চাও?"

"জন্তু-জানোয়াররা বেশিদিন বাঁচে না কেন? আমার ক্লাসের একটা মেয়ে দু'দিন স্কুলে আসেনি, কারণ তার স্পিৎজ মরে গিয়েছিল। স্পিৎজটার বয়স হয়েছিল পনেরো।"

"হ্যাঁ। কুকুরেরা ওই বয়স পর্যন্ত বাঁচে। মাংস খায় যে সব প্রাণী, তারা দীর্ঘজীবী হয় না যেমন, তেমনি ঘাস-পাতা খাওয়া হরিণও বেশিদিন বাঁচে না। তবে বড় বড় প্রাণীরা সাধারণত পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে মারা যায়।"

"তার মানে মানুষ ভেজ আর ননভেজ খেয়েও ওদের চেয়ে বেশিদিন বাঁচে?"

"হ্যাঁ। তবে কাছিমের মতো নয়। আমাদের চিড়িয়াখানায় একটি কাছিম আছে, যার বয়স দু'শো বছরের বেশি।"

"ও বাবা! তা হলে কাছিম তো মানুষের চেয়েও গ্রেট।"

"এ সব কথা তুমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট চ্যানেল দেখলেই জানতে পারবে বাবা।" বাবা বলল।

"মা নিষেধ করেছে ওগুলো দেখতে।"

মা বলল, "হ্যাঁ। নিষেধ করেছি। সেন্সর না করে দেখায়।"

বাবা বলল, "ওসব আবার সেন্সর করার কী আছে?"

"তুমি বুঝবে না। আজকাল ওদের মেটিং ডিটেলসে দেখায়।" মা নিচু গলায় বলতেই অমৃত বলল, "এ সব তো আমরা জানি।"

চমকে উঠল মা, "তার মানে?"

"মিস তো বলেছে, দুটো সেম টাইপের প্রাণী মিট করলে তবে তাদের বাচ্চা হয়। সেই বাচ্চা সেই শ্রেণীরই হবে। কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের দুটো প্রাণী মিট করলে নতুন প্রাণী জন্ম নেয়। যেমন, অনেক অনেক আগে হর্স আর অ্যাস মিট করেছিল বলে মিউল জন্মেছিল। এগুলো এবার আমাদের পড়তে হবে।"

"মাই গড!" মা চোখ বন্ধ করল।

"এবার আমি উঠতে পারি?" বাবা জিজ্ঞেস করল।

"ওয়ান মোর!" অমৃত বলল।

"এটাই কিন্তু শেষ।" মা উঠে দাঁড়াল।

"ছেলেরা বেশিদিন বাঁচে, না মেয়েরা?"

বাবা হাসল, "ওটাও শরীরের কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে। তবে অ্যাভারেজ নিয়ে দেখা গেছে মেয়েরাই বেশিদিন বেঁচে থাকে।"

অমৃত মায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। মা বিরক্ত হল, "হাসির কী আছে?"

"তুমি বেশিদিন বাঁচবে?"

"হ্যাঁ। নইলে আমার হাড়ে দুব্বো গজাবে কী করে?"

"দুব্বো? দুব্বো কী মা?"

"যে দিন তোমার বাবা তোমাকে ধানগাছ দেখাতে নিয়ে যাবে, সে দিন দুব্বো দেখিয়ে দেবে।" মা উঠে চলে গেল নিজের ঘরে।

ন'টার সময় ফোনটা বাজল। যমুনাদি ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হান্ড্রেড মিটার স্প্রিন্টারের মতো ক্ষিপ্রতায় অমৃত রিসিভারের কাছে পৌঁছে গেল। সেটাকে কানে তুলে বলল, "হ্যালো! হুম ডু ইউ ওয়ান্ট?"

"কী করছিস?" শোভনের গলা।

"পড়ছি। তুই?"

"আর্চি পড়ছি। আর্চিটা একটা হাঁদা। ডু ইউ নো 'হাঁদা'?"

"ইয়েস। মা যমুনাদিকে বলে। ইডিয়ট।"

"ইয়েস। ভেরোনিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দূর থেকে জানলায় ওর বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর বাড়িতে ঢুকল না।" শোভন বলল।

"ওর বাবা আর্চিকে পছন্দ করেন না।"

"তা জানি। বাট ইট ওয়াজ নট হি, ইট ওয়াজ হিজ ফোটোকাট আউট। আর তাই দেখে আর্চি ভেবে নিল। ছবি আর মানুষের ডিফারেন্স বুঝতে পারে না। হি হি হি।" শোভন হাসল।

"তোর বাড়িতে এখন কে আছে?"

"কেউ না। বাবা-মা অফিসে, মেড-সার্ভেন্ট বাজারে। তোর?"

"শুধু যমুনাদি আছে।"

"আজ দুপুরে স্টার টিভিতে স্ট্যালোনের একটা ফিল্ম আছে। ঠিক একটায়, দেখিস। টিসুম টিসুম। তোর স্ট্যালোনেকে ভাল লাগে না?"

"আমি কখনও দেখিনি।"

"আজ দেখিস, ভাল লাগবে।"

"এই শোন, কাল মেট্রোতে ইশা আর স্যান্ডা আমাকে টিজ করেছে।"

"আচ্ছা! কী বলেছে?"

www.boiRboi.blogspot.com

"হাই বেবি!"

"বলবেই তো। আমাদের চেয়ে অনেক বড় বয়ফ্রেন্ড আছে ওদের।"

"যাঃ!"

"হ্যাঁ রে। আমি দেখেছি, মোটর বাইকে আসে, চিঠি দেয়।"

"মিস জানে না, না?"

"না।"

"বলে দিবি?"

"দুর! তুই এক কাজ কর। আমাকে ফলো করলে ওরা আর তোকে বেবি বলে টিজ করবে না।"

"কী করব?"

"তোর বাবার রেজারে গোঁফ চাঁচ। আস্তে আস্তে, নইলে কেটে যাবে।"

ঢোঁক গিলল অমৃত, "মা যদি জানতে পারে?"

"তুই কি বাথরুমের দরজা খুলে স্নান করিস?" হাসল শোভন।

"না।"

"তা হলে ওরা দেখবে কী করে?" শোভন বলল, "বি স্মার্ট। গোঁফ বের হলে ওই স্যান্ডারা দূরের কথা, মিসও সমীহ করে কথা বলবে।"

এইসময় যমুনাদি বলল, "মিত, এখন তোমার পড়ার সময়।"

"জানি। তুমি তোমার কাজ করো না।"

"আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলে দেব, তুমি ফোনে অনেকক্ষণ গল্প করেছ।"

যমুনাদির কথা বোধহয় শুনতে পেয়েছিল শোভন, খিক খিক করে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, "বল না, আমরা পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করছি।"

রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে অমৃত বলল, "আমরা পড়াশোনা নিয়ে কথা বলছি। তুমি যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলবে না।"

যমুনাদি মুখ বেঁকিয়ে সরে গেল সামনে থেকে। শোভন বলল, "এই, একটা দারুণ গিফট পেয়েছি। বাবা দিয়েছে।"

"কী?"

"লা মেসিরের জাঙ্গিয়া। পরলেই নিজেকে ফ্যান্টম ফ্যান্টম বলে মনে হবে।"

"ফ্যান্টম!" অবাক হয়ে গেল অমৃত।

"না, ঠিক ফ্যান্টম নয়। ধরে নে হৃতিক রোশন।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। মেড ইন প্যারিস।"

উদয়শঙ্কর পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত-১৯১৭

"কোথায় পেল?"

"মেট্রো প্লাজা থেকে কিনেছে। এটা আমার ফার্স্ট জাঙ্গিয়া। আগে আমি ফুলপ্যান্টের নীচে আন্ডারপ্যান্ট পরতাম। এই, অনেকক্ষণ কথা বলেছি। মা মাঝেমাঝে অফিস থেকে ফোন করে দ্যাখে, ফোনটা এনগেজড আছে কি না। এখন বাই।"

"বাই।"

রিসিভার রাখার পর মন খারাপ হয়ে গেল অমৃতের। বাবা জাঙ্গিয়া পরে, 'পি-থ্রি'-র জাঙ্গিয়া পরে। মা কিছু একটা পরে, কী পরে তা সে জানে না। মায়ের বাথরুমে তার ঢোকা নিষেধ। মা বলে, 'তোমার তো নিজের বাথরুম আছে, আমারটার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছ কেন? নিজের বাথরুম নিজে পরিষ্কার করা যায়। অন্য কেউ ব্যবহার করলে সেটা ইচ্ছে করে না। মনে রেখো।"

ছেলেবেলায় সে প্যান্টি পরত। যমুনাদি বলে, 'ইজের'। স্কুলে যাওয়া শুরু করলে মা তাকে কতগুলো পাতলা কাপড়ের শর্টস কিনে দিয়েছিল। ফুলপ্যান্টের নীচে পরলে বোঝা যায় না। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এসব নিয়ে কোনও কথাই বলেনি। হঠাৎ নিজেকে খুব ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল অমৃতের। সে আবার টেলিফোনের কাছে ফিরে গেল। বাবার নম্বর ডায়াল করল। ফোন বাবার টেবিলে।

বাবাই ধরল,"হ্যালো।"

"আমি বলছি।"

"ও। কী ব্যাপার? এনি প্রবলেম?"

"না। আচ্ছা, তোমার অফিস থেকে মেট্রো প্লাজা কতদূর?"

"ওয়াকিং ডিসট্যান্স। কেন?"

"তুমি আজ আমার জন্য লা মেসির জাঙ্গিয়া, মেড ইন প্যারিস কিনে আনতে পারবে ওখান থেকে?" এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল অমৃত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বলল, "ওয়েল, নিয়ে আসব। বাই।"

৪

ঠিক এগারোটা পর্যন্ত মন দিয়ে পড়ল অমৃত। বাবার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর থেকেই মন এত ভাল হয়ে গিয়েছিল যে, পড়তে খুব আনন্দ হল। বই-খাতা বন্ধ করতেই বেল বাজল। এই সময় কারও আসার কথা নয়। শোভনদের ফ্ল্যাটের দরজায় হুটহাট সেল্‌সম্যান বা গার্লরা পৌঁছে যায়, কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

এখানে তার কোনও সুযোগ নেই। গেটের দারোয়ান ঢুকতেই দেবে না।

যমুনাদির গলা কানে এল, "কে?"

উত্তরটা ঠিক বুঝতে পারল না সে। কিন্তু যমুনাদির গলা শুনতে পেল, "মিত।"

অমৃত ঘর থেকে বের হতেই ওদের দেখতে পেল। তিন এবং চারতলার ছেলেদুটো। কী রকম জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সে কাছে যেতেই যমুনাদি বলল, "ওরা তোমাকে ডাকছে।"

অমৃত তাকাল। ছেলেদুটোর একজন বলল, "আমার নাম টুকাই আর ও বাবলু। তুমি তো মিত?"

"অমৃত।" গম্ভীর গলায় বলল সে।

"আমাদের সঙ্গে খেলবে?" বাবলু জিজ্ঞেস করল।

"কী খেলা?"

"ক্রিকেট। নীচে খেলব। মোট ছ' জন লাগে, একজন কম পড়েছে। আজ তো তুমি স্কুলে যাওনি, তাই ডাকতে এলাম।" বাবলু বলল।

"তোমাদের স্কুল নেই?"

"আজ বৃহস্পতিবার, তাই স্কুল বন্ধ।" টুকাই বলল।

"তোমাদের বাংলা মিডিয়াম?"

"না, ইংরেজি।"

"ও। কিন্তু আমি তো কখনও ক্রিকেট খেলিনি।"

"খেলা দ্যাখোনি?"

"টিভিতে দেখেছি।"

"তা হলেই হবে। খেলতে খেলতে শিখে ফেলবে।"

"ঠিক আছে। চলো।" হঠাৎ বেশ উত্তেজনা বোধ করল অমৃত।

পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছিল যমুনাদি। প্রতিবাদ করল, "এ মা, তুমি নীচে গিয়ে খেলবে কী? এখন তোমার চান করে খাওয়ার সময় না?"

"সেটা তো বারোটার সময়।" বলে ছেলেদুটোকে বলল, "দাঁড়াও, কেড্‌স পরে আসছি।"

যমুনাদির চেঁচামেচি উপেক্ষা করে সে টুকাই আর বাবলুর সঙ্গে লিফ্‌টের দিকে এগোল। লিফ্‌টের ভিতর ঢুকে সে জিজ্ঞেস করল, "আমার সঙ্গে দেখা হলে তোমরা কথা বলতে না বলে ভেবেছিলাম, বাংলা মিডিয়ামে পড়ো।"

টুকাই বলল, "না, না। তোমার বাবা-মা এই বিল্ডিং-এর কারও সঙ্গে কথা বলে না বলে আমরা তোমাকে এড়িয়ে যেতাম।"

"আজ কেন ডাকতে গেলে?"

"ওই যে, একজন কম পড়ে গিয়েছে, তাই চান্স নিলাম।"

ওরা নীচে নেমে আসতেই এই বিল্ডিং-এর চারজন ছাত্র হাততালি দিল। এদের সবাই তার বয়সি নয়। দেখতে বেশ বড়, গোঁফ আছে যার, সে বলল, "দ্যাখ, আমি তোদের বলেছিলাম, ওকে ডেকে আন, ঠিক আসবে। তুমি মিড অনে দাঁড়িয়ে যাও। এই খেলার নিয়ম হল, প্রত্যেকে তিন ওভার করে ব্যাট করবে। তার মধ্যে আউট হলে ব্যাট ছেড়ে দিতে হবে। মিড অন কাকে বলে, জানো?"

মাথা নেড়ে না বলল অমৃত।

ছেলেটি জায়গাটা দেখিয়ে দিল। তারপর চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল, কে কার পরে ব্যাট করবে। অমৃত শুনল, তার নাম সব শেষ বলা হল। আর এই বড় ছেলেটাও তার ডাক নাম জানে। এই কমপ্লেক্সের একপাশে খানিকটা জায়গা খোলা। তার দেওয়ালের সামনে উইকেট পোঁতা আছে। উইকেট কিপার বল মিস করলে দেওয়ালে লেগে ফিরে আসবে। একজন স্লিপে, দু'জন দু'পাশে আর বল করবে একজন, এই পাঁচজন ফিল্ডার।

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। বাবলু প্রথমে ব্যাট করছে। প্রথম দুটো বলে ও ব্যাট ছোঁয়াতে পারল না, সোজা উইকেট কিপারের হাতে চলে গেল। তৃতীয়টা ব্যাটে বলে হল। সোজা বোলারের মাথার উপর দিয়ে গেটের দিকে চলে গেল। বড় ছেলেটার নাম ইতিমধ্যে শুনে ফেলেছে অমৃত, রুণকা। সবাই রুণদা বলে ডাকছিল। রুণকা বলল 'চার'।

দ্বিতীয় ওভার চলছে, এখনও কোনও বল আসেনি অমৃতের কাছে। সে দেখতে পাচ্ছিল, চারতলা পর্যন্ত ফ্ল্যাটগুলোর ব্যালকনিতে মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে খেলা দেখতে। ওদের বেশির ভাগই মহিলা বা অল্পবয়সি মেয়ে। হঠাৎ বাবলু ব্যাট বাড়াতেই বলটা উপরে উঠে তার দিকে এগিয়ে এল।

রুণকা চেঁচাল, "সাবধানে মিত, মিস যেন না হয়।"

বলটা কী করে যেন ওর দুই হাতের তালুতে পৌঁছে স্থির হয়ে গেল।

"আউট, আউট!" চিৎকার প্রবল হল। অমৃত দেখল, সবাই তার দিকে ছুটে এসে দুটো হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। টিভিতে দেখা খেলোয়াড়দের নকল করে সেও দুটো হাত বাড়াতে দু' জোড়া হাতে ঠোকাঠুকি হল। রুণকা কাছে এসে বলল, "সাবাস। অভিনন্দন!"

অমৃত খুব লজ্জা পেল। জীবনে এই প্রথমবার সে ক্যাচ ধরল। আর ক্যাচ ধরার পর সবাই এমন করছে, যেন সে হিরো হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, মা যদি দৃশ্যটা দেখতে পেত! বাবলু আউট হতে যে ছেলেটা ব্যাট করতে নেমেছে, তার নাম নীল। নেমেই সে প্রথম বলে যে ক্যাচ তুলল, তা উইকেট কিপার

www.boiRboi.blogspot.com

ধরতে পারল না। সবাই এখন হা-হুতাশ করছে। উইকেট কিপার ছেলেটির মুখ গম্ভীর। অমৃতের মনে হল, সে যদি কিপিং করত, তা হলে অবশ্যই ক্যাচটা ধরতে পারত।

পাঁচজনের ব্যাট করা হয়ে গেলে রুণকা অমৃতকে ডাকল। এখন পর্যন্ত হায়েস্ট স্কোর করেছে টুকাই। তিন ওভারে বত্রিশ রান। সে ব্যাট হাতে নিয়ে দাঁড়াতে রুণকা এগিয়ে এল। রুণকা করেছে কুড়ি । বলল, "কীভাবে ব্যাট ধরতে হয়, শিখিয়ে দিচ্ছি। ওটা হল উইকেট। তুমি মিডল স্টাম্প গার্ড করবে। এইভাবে। ব্যাটের হাতলের এখানে একটা হাত রাখবে, অন্য হাত এখানে। বোলার যখন বলটা ছাড়বে, তখন থেকেই ওর হাতের উপর নজর রাখবে। ও যদি হাত মোচড় দেয়, তা হলে বুঝবে স্পিন করাতে চাইছে। সেক্ষেত্রে ব্যাকফুটে খেলে বলটা থামানো উচিত। ব্যাকফুট মানে এইভাবে। কিন্তু তিন ওভারের খেলায় তাতে তোমার রান বাড়বে না। তাই স্পিন করাবে বুঝলেই এক পা এগিয়ে গিয়ে মাটিতে বল পড়ার আগেই মারবে। বুঝলে? সব সময় বলের উপর চোখ রাখবে আর মারার সময় বলের লাইনে শরীর নিয়ে যাবে, যাতে হিটটা জোরে হয়। গুড লাক।"

অমৃত বুঝতে পারছিল না। রুণকা যদি এত জানে, তা হলে মাত্র কুড়ি কেন করল! টুকাই-এর চেয়ে বেশি রান তো ওর করা উচিত ছিল।

যে ছেলেটি তাকে বল করল, সে নিশ্চয়ই নিয়মিত খেলে। বলটাকে অমৃত দেখতেই পেল না। স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল। বল ছোড়ার সময় হাতের ভঙ্গি দেখে বুঝতেই পারল না, স্পিন করাতে চাইছে কিনা। বলটা যখন বেরিয়ে গেল, তখন ছেলেটি এমনভাবে দু' হাতে মাথা আঁকড়ে ধরল যে মনে হল, সে একটুর জন্য আউট হল না। দ্বিতীয় বলটাকেও দেখতে পেল না অমৃত। নিজেকে কীরকম অসহায় লাগছিল। এই বলটাও তার উইকেট উড়িয়ে দিতে পারত। অমৃত পরের বলটাকে কোনও মতে ব্যাট দিয়ে আটকাল।

ওপাশ থেকে রুণকা চেঁচাল, "গুড।"

এই শব্দটা কানে যেতে মনে জোর এসে গেল। পরের বলটা মাঝখানে পড়ায় উপরে উঠে আসতেই সে ব্যাট তুলে সজোরে মারল। সঙ্গে সঙ্গে বলটা উপরে উঠে গিয়ে তিনতলার ব্যালকনিতে চলে গেল। ওরা চিৎকার করল, "সিক্স, সিক্স, ওভার বাউন্ডারি!"

এই সময় তিনতলার ব্যালকনিতে দাঁড়ানো মহিলা নীচের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে বললেন, "এই, এ সব কী হচ্ছে? বলটা যদি গায়ে লাগত, তা হলে কী হত? এটা কি খেলার জায়গা? খেলতে হলে মাঠে গিয়ে খেলো।"

"এখানে তো আমাদের খেলার জন্য মাঠ নেই।" টুকাই চেঁচিয়ে বলল।

"কেন? পার্ক আছে তো। পার্কে তো খেলা হয়।" মহিলা রীতিমতো বিরক্ত।

"ওখানে বড়রা খেলে। বড়দের ক্লাব। বলটা দিন।" রুণকা চেঁচাল।

"ঠিক আছে, বল দিচ্ছি। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি আমার ফ্ল্যাটে বল ঢোকে, তা হলে আমি কমপ্লেইন করব। এ কী অত্যাচার! এই ছেলেটা, তোমার নাম কী?"

অমৃত দেখল, ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করছেন। ঘাবড়ে গেল সে। নাম জানতে চাইছেন কেন? বাবা-মাকে বলে দেবেন?

সে জবাব দেওয়ার আগেই রুণকা চেঁচাল, "মাপ করে দিন ওকে। ও ইচ্ছে করে তো মারেনি! হঠাৎ বলটা উপরে উঠে গেছে। বলটার মধ্যে ভূত আছে।"

"ভূত আছে মানে?" ভদ্রমহিলা অবাক।

"নিজে নিজেই মাঝে মাঝে লাফায়।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনতলা থেকে বলটাকে ফেলে দিলেন মহিলা। যেন ফেলে দিয়ে বেঁচে গেলেন, এমন ভাব। অমৃত বুকে হাত দিল। শেষ পর্যন্ত উনি নাম জানার জন্য জেদ ধরেননি। সে দেখল, অন্য ফ্ল্যাটের মহিলা বা মেয়েরা এই ঘটনায় বেশ মজা পেয়েছে। ওপাশের তিনতলার একটা মেয়ে তাকে বুড়ো আঙুল তুলে কাঁচকলা দেখাল।

রুণকা বল নিয়ে এগিয়ে এল তার সামনে, "ওভার বাউন্ডারি মারার দরকার নেই। কমপ্লেইন হলে খেলা বন্ধ হয়ে যাবে।"

যে ছেলেটি বল করছিল, সে বলল, "ওভার বাউন্ডারি মারা অত সস্তা! একবার আনাড়ির মতো ব্যাট চালিয়েছে বলে হয়ে গেছে।"

রুণকা বলল, "যাই হোক, বল উপরে তুলে মারবে না।"

আবার খেলা শুরু হল। পরের বলটা ব্যাটের মাঝখানে লেগে ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল গেটের দিকে। বোলার দৌড়ে গিয়ে কোনও মতে যখন ধরতে পারল, তখন তিনটে রান হয়ে গিয়েছে। রুণকা চিৎকার করল, "নাইন।" কিন্তু তার পরের বলেই বোল্ড হয়ে গেল। বলটাকে দেখতেই পায়নি অমৃত। আন্দাজে ব্যাট চালিয়েছিল, কানে এল উইকেট ছিটকে পড়ার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল উল্লসিত হয়ে। খেলা শেষ। টুকাই চ্যাম্পিয়ন।

রুণকা বলল, "প্রথমদিনের পারফরম্যান্স খুব ভাল। প্র্যাকটিস করলে আরও ভাল হবে। প্র্যাকটিস না করলে বল চোখে দেখতেই পাবে না।"

বাবলু বলল, "ও তো আমাদের সঙ্গে মেশেই না।"

রুণকা জিজ্ঞেস করল, "কেন? বাড়ির আপত্তি আছে?"

"না, মানে সকালে স্কুলে যাই, বিকেলে ফিরে হোমওয়ার্ক করতে করতে

www.boiRboi.blogspot.com

স্যাররা এসে যান। তাই একদম সময় পাই না।" প্রায় সত্যি কথা বলল অমৃত।

"কিন্তু ছুটির দিন? সানডে? এখন থেকে প্রত্যেক সানডে আমরা বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এখানে খেলব।"

টুকাই বলল, "তুমি বলেছিলে, আমাদের নিয়ে একটা ক্লাব করবে!"

"হ্যাঁ। কী নাম দেওয়া যায়, বল তো? ভাল নাম ভাব।"

বাবলু বলল, "সানডে ক্লাব।"

টুকাই উড়িয়ে দিল, "দুর! তা হলে অন্যদিন খেলতে পারব না।"

রুণকা বলল, "মিত, তোমার সাজেশন কী?"

অমৃত বলল, "আমি ভেবে বলব।"

"মিত!"

চিৎকারটা কানে আসতেই অমৃত দেখল লিফটের পাশে যমুনাদি দাঁড়িয়ে আছে। ও যদি উলটোপালটা কথা এদের সামনে বলে, এই ভয়ে সে বলল, "আজ আমি যাচ্ছি, হ্যাঁ? পরে দেখা হবে।"

সে দৌড়ল। কাছে যেতেই যমুনাদি বলল, "ক'টা বাজে, খেয়াল আছে? চলো, আজ তোমার হচ্ছে।"

"ক'টা বাজে?"

"সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।"

"তো কী হয়েছে?" লিফটে উঠল ওরা।

স্নান করার পর খেতে বসতেই যমুনাদি গজর গজর করতে লাগল, "তোমার মা জানলে আমাকেই বকবেন। একেই উনি এই বাড়িটাকে পছন্দ করেন না, তার উপর এখানকার ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গিয়েছ।"

"মা জানবে কী করে? তুমি মুখ বন্ধ করে থাকলেই তো হল!"

"ও মা! আমাকে তুমি মিথ্যে কথা বলতে বলছ?"

"না তো! আমি কোনও কথা না বলতে বলেছি।"

"ওই এক হল। তারপর যদি উনি কারও কাছ থেকে শোনেন, তখন আমার কী হবে? বিশ্বাস করবেন আমাকে?" যমুনাদি চিন্তিত।

"কার কাছ থেকে শুনবে? মা তো এখানকার কারও সঙ্গে কথা বলে না।"

"ওই তিনতলার গিন্নি খুব দজ্জাল, যার ঘরে তুমি বল ফেলেছিলে। সে যদি মায়ের কাছে এসে নালিশ করে দেয়? ওরে বাবা! না না, যা সত্যি, তা আমাকে বলতেই হবে।" যমুনাদি সরে গেল।

খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে সোফায় বসে একটু ভাবল অমৃত। যমুনাদি মাকে বললে মা রিজার্ড হয়ে যাবে। কনকনে ঠাণ্ডা কথা ছুড়ে ছুড়ে মারবে।

তার চেয়ে সে যদি নিজেই জানিয়ে দেয়, তা হলে কেমন হয়? ব্রিজার্ডের বদলে অনেকটা সময় চলে যাওয়ায় স্টর্ম বইবে রাত্রে।

সে টেলিফোনের বোতাম টিপল। কানে 'হ্যালো' শব্দটা আসতেই সে বুঝল, ভুল করে ফেলেছে। মায়ের নম্বর টিপতে গিয়ে বাবার নম্বর টিপেছে।

দ্বিতীয়বার বাবা হ্যালো বলতে সে জানান দিল, "বাবা, আমি!"

"ইয়েস।"

"আজ অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স হল। তুমি শুনে রাগ করবে না, বলো?"

"কী এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, তার উপর নির্ভর করছে সেটা।"

"আমি খেলেছি। ক্রিকেট।"

"তাই! কোথায়?"

"নীচে। এখানকার ছেলেদের সঙ্গে। বাবা, তুমি যাদের বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট ভাবতে, তারা ইংলিশ মিডিয়ামেই পড়ে। খুব ভাল ওরা। আমি একটা ওভার বাউন্ডারি মেরেছি। তুমি রাগ করছ, বাবা?"

"না তো। রাগ করব কেন? ইট্‌স গুড। পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধুলাও দরকার। ও কে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, বাবা।"

লাফাতে লাফাতে নিজের ঘরে চলে এসে বিছানায় ডিগবাজি খেল অমৃত। তারপর চোখ বন্ধ করে খেলার দৃশ্যগুলো ভাবতে লাগল। প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিল বলগুলো ফেস করতে। কিন্তু যখন ওভার বাউন্ডারিটা মারল, তখন নিজেকে সচিন বলে মনে হচ্ছিল। এত আনন্দ কখনও পায়নি সে। স্যান্ডারা যদি দৃশ্যটা দেখত, তা হলে আর 'বেবি' বলে ডাকত না। কিন্তু ওই মেয়েটা তাকে কাঁচকলা দেখাচ্ছিল কেন? ওকে সে চেনে না, নামও জানে না। দুম করে কাঁচকলা দেখিয়ে দিল? ভদ্রমহিলা ধমকাচ্ছিলেন বলে ব্যঙ্গ করল? সে যে ছয় মেরেছে, তার জন্য হাততালি নিশ্চয়ই দেয়নি।

জীবনে এই প্রথমবার নিজের জন্য বেশ গর্ব হচ্ছিল। পরীক্ষায় সেকেন্ড হলেও এত লোক একসঙ্গে হাততালি দেয় না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে দৃশ্যটা ভাবতেই আচমকা ইডেনে চলে গেল। অবশ্য ওই মাঠ ইডেন হতে পারে, অথবা লর্ডস, কিংবা সিডনির মাঠ। ওয়ান ডে ম্যাচের ফাইনাল। অপোনেন্ট ইংল্যান্ড অথবা অস্ট্রেলিয়া। আগে ওরা ব্যাট করে তিনশো দশ তুলেছে। ইন্ডিয়া খেলতে নেমে পাঁচ উইকেট হারিয়েছে একশো রানে। ওভার গিয়েছে পঁয়ত্রিশ। হার অনিবার্য। সৌরভ ছুটে এল তার পাশে, "মিত, তুই এখন ভরসা, যা হোক করে ম্যাচ বাঁচা। নইলে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। সবাই ছি ছি করবে। মিত প্লিজ। সিক্স উইকেটের পর তুই নামবি।"

www.boiRboi.blogspot.com

বলতে বলতে রাহুল দ্রাবিড় আউট হয়ে গেল। অনেকক্ষণ লড়েছিল। এখন আর কোনও স্বীকৃত ব্যাটসম্যান নেই। প্যাড পরাই ছিল, ব্যাট নিয়ে মাঠে নামতেই রবি শাস্ত্রী কমেন্ট্রি বক্সে বসে মাইক্রোফোনে বললেন, "এবার ইন্ডিয়ার সবচেয়ে ইয়ং প্লেয়ার মাঠে নামছে। হি ইজ মাচ জুনিয়র দ্যান পার্থিব পটেল। দাদারা যেখানে মাথা নিচু করে ফিরে গেছে, সেখানে ওর কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারি না। অবশ্য ইন্ডিয়ান টিমে ওকে সিলেক্ট করা নিয়ে অনেক অভিযোগ উঠেছে। সুতরাং আমরা অমৃতকে সহানুভূতি জানাচ্ছি।"

প্রথম বলটা একটু শর্টপিচ ছিল। দু' পা এগিয়ে গিয়ে সজোরে মারতেই ছয়। সামান্য হাততালি বাজল। ইন্ডিয়া একশো ছয়, ছ' উইকেটে। পরের বল গুড লেংথে ছিল, ব্যাকফুটে সজোরে মারতেই আবার ছয়। ইন্ডিয়া একশো বারো। প্রতিটি লাস্ট বলে সে এক রান নিয়ে আবার বল ফেস করছিল। পাঁচ ওভার, অর্থাৎ ম্যাচের একচল্লিশ ওভারে অমৃতের রান একশো একুশ, ইন্ডিয়া দু'শো একুশ।

রবি শাস্ত্রী এখন চেঁচাচ্ছেন, "ইট্‌স আ মির‍্যাকল্, মির‍্যাকল্!"

পাঁচ ওভার বাকি থাকতে ইন্ডিয়া জিতে গেল। অমৃত দু'শো দশ নট আউট। সারা মাঠ হাততালিতে ফেটে পড়ছে। ইন্ডিয়ার প্লেয়াররা মাঠে ছুটে এল। সচিন আর সৌরভ অমৃতকে কাঁধে তুলে নিল।

ঘুম ভাঙতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এটা তা হলে স্বপ্ন ছিল? কিন্তু আজকের স্বপ্ন কাল তো বাস্তব হতে পারে। সে আয়নার দিকে তাকাল। কী রকম বাচ্চা দেখাচ্ছে তাকে! স্যান্ডারা বলে 'বেবি'। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল। একদম ভুলে গিয়েছিল সে। স্নানের আগেই শোভন ওটা করতে বলেছিল।

দ্রুত বাবার ঘরে চলে এল অমৃত। ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকেই তার নজর পড়ল সেফটি রেজরের সেটটার উপর। দ্রুত জল দিল ঠোঁটের উপরে, তারপর একটু সাবান বুলিয়ে আয়নায় ঝুঁকে দেখতেই মনে হল, তার এই সাবান ব্লেড দিয়ে কাটতে গেলে যদি চামড়া কেটে যায়? মায়ের মুখ সামনে ভেসে উঠতেই কল খুলে সাবান ধুয়ে ফেলল ঠোঁটের উপর থেকে।

এই সময় বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে যমুনাদি জিজ্ঞেস করল, "কী করছ?"

এক গাল হাসল অমৃত, "কিছু না।"

৫

সন্ধের মুখে টেলিফোনটা এল। ওপাশে মা।

"মিতসোনা, কী করছ এখন?" মায়ের গলায় অনেক আদর।

খুব ঘাবড়ে গেল অমৃত। মা তাকে শেষ কবে সোনা বলে ডেকেছে? সে বলল, "পড়তে বসব। এখনও স্যার আসেননি।"

"বেশ। শোনো, আজ আমি আর তোমার বাবা একটু দেরি করে বাড়ি ফিরব। তুমি পড়াশোনা শেষ করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে, ঠিক আছে?"

"কোথায় যাবে তোমরা?"

"একটা ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। কিছুতেই অ্যাভয়েড করতে পারলাম না। তুমি যমুনাকে ফোনটা দাও তো।" মা বলল।

"যমুনাদিকে কী বলবে?"

"আঃ! সবসময় প্রশ্ন কোরো না। যমুনাকে যা বলা দরকার, তাই বলব।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে চিৎকার করল অমৃত, "য-মু-না-দি!"

"চেঁচাচ্ছ কেন?" যমুনাদি এগিয়ে এল রিসিভার তুলতে। সরে এল অমৃত ব্যালকনিতে। তাকে বাড়িতে একা রেখে মা-বাবা পার্টিতে যাচ্ছে মজা করতে। আশ্চর্য! সে কোথাও যেতে চাইলেই ওদের হাজারটা কাজ পড়ে যায়।

যমুনাদি কাছে এল, "তোমাকে ফোন নিতে বলছেন।"

"কথা তো শেষ হয়ে গিয়েছে।" অমৃত শক্ত হল।

"আমি কী করে জানব? যা বলেছেন, তাই জানালাম।" যমুনাদি চলে গেল।

রিসিভার তুলে অমৃত বলল, "হ্যালো!"

"ওরকম বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে যমুনাকে ডাকলে কেন? কী ভেবেছ তুমি? কোনও ভদ্রতা-সভ্যতা মানবে না, শিখবে না? চুপ করে আছ কেন? কথা বলো!" মায়ের গলায় খুব ঝাঁঝ। এখন কথা না বললে ওটা আরও বাড়বে।

"কী বলব?"

"কেন চেঁচালে, তার ব্যাখ্যা করো। যমুনা তো পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল!"

"আই অ্যাম সরি।"

"অদ্ভুত।" মা লাইনটা কেটে দিল।

ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই টুকাই আর বাবলুকে দেখতে পেল। গেটের দিকে যাচ্ছে। যদিও এখনও অন্ধকার তেমনভাবে নেমে আসেনি, শুধু ছায়া পড়েছে ঘন হয়ে, তবু এই সময় ওরা কেমন দিব্যি বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টুকাই মুখ ফিরিয়ে উপরের দিকে তাকাতেই অমৃত প্রবলভাবে হাত নাড়তে লাগল। অত দূর থেকেও ওরা শেষ পর্যন্ত দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে নীচে যেতে বলল।

www.boiRboi.blogspot.com

চট করে ঘড়িটা দেখে নিল সে ঘরে ঢুকে। অঙ্কের স্যারের আসতে এখনও ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি। একেবারে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে আসেন।

গম্ভীর মুখে অমৃত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। যমুনাদি এখন ধারে কাছে নেই। নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই সমস্যায় পড়ল। ভিতর থেকে খোলার সময় শব্দ হয় না, বাইরে থেকে চেপে বন্ধ করলেই ওটা হবে। অমৃত প্রথমে লিফ্‌টের বোতাম টিপল। সেটা উপরে উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। লিফ্‌টের দরজা খুলতেই সে দৌড়ে গিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজা জোর করে টেনে বন্ধ করে আবার লিফ্‌টে ঢুকে পড়তেই ওটা নীচে নামতে লাগল। মনে-মনে যমুনাদির বিস্মিত মুখটা এঁকে ফেলল অমৃত। দরজা খুলে কাউকে দেখতে পাবে না। তারপর ফ্ল্যাটের ভিতর তাকে খুঁজতে যাবে। খুঁজে না পাওয়ার পর ওর যা অবস্থা হবে — ! খুক করে হেসে ফেলল সে।

লিফ্‌ট থেকে নেমে একছুটে টুকাইদের কাছে পৌঁছে গেল অমৃত। গিয়ে বলল, "কী?"

"কী মানে? তুমি হাত নাড়ছিলে দেখে আসতে বললাম।" বাবলু বলল।

"তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

"পার্কে। ওখানে নাকি একটা ভালুককে রাখা হয়েছে।" টুকাই বলল, "যাবে দেখতে?"

পিছন ফিরে ফ্ল্যাটের দিকে না তাকিয়েও অমৃত বুঝতে পারছিল, তাদের ব্যালকনিতে যমুনাদি এর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তাকালেই হাত নেড়ে চলে আসতে বলবে। অতএব পিছন না ফিরে সে বলল, "চলো। তবে স্যার আসবেন চল্লিশ মিনিটের মধ্যে। তার আগে ফিরে আসতে হবে। খুব পাঙ্কচুয়াল তো! অঙ্কের স্যার।"

টুকাই বাবলুকে বলল, "দেখলি তো!"

"হ্যাঁ রে। তুই ঠিক বলেছিলি।" বাবলু মাথা নাড়ল।

"কী বলেছিলে?" টুকাইকে জিজ্ঞেস করল অমৃত হাঁটতে-হাঁটতে।

টুকাই বলল, "ওই ভদ্রলোক যে টিচার, তোমাকে পড়াতে তিনদিন আসেন, তা আমরা অনুমান করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, নিশ্চয়ই ম্যাথ্‌স-এর টিচার। মিলে গেল।"

"কী করে বললে?"

"কপাল থেকে ঘাড় পর্যন্ত টাক, আবার দুই কানের উপর দু'গোছা চুল। নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করতে হয়। চিন্তা করতে-করতে মাথার মাঝখানটা রেড রোড হয়ে গিয়েছে। আর চিন্তার সাবজেক্ট হল ম্যাথ্‌স। লোকটা খুব রাগী?" টুকাই প্রশ্ন করল।

"একদম না। ভুল হলে হেসে বলেন, 'মনঃসংযোগ করো'।"

"'মনঃ'?"

"হ্যাঁ।"

বাবলু বলল, "যাঃ, এটা মেলাতে পারিসনি।"

টুকাই বলল, "আমি মনঃ," একটু থামল, তারপর, "সংযোগ করিনি, তাই।"

ওরা হেসে উঠল। গেটের কাছে পৌঁছতেই শিউচরণের গলা ভেসে এল, "আরে! তোমরা এই সময় বাইরে যাচ্ছ?"

টুকাই চাপা গলায় বলল, "জোরে হাঁট, কথা বলবি না।"

বিস্মিত শিউচরণ সামনে আসার আগেই ওরা রাস্তায় পা রাখল। দ্রুত ফুটপাথ ধরে হেঁটে ওরা চলে এল পার্কটার কাছে। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে অথবা মা-বাবার সঙ্গে কোথাও যাওয়ার সময় চলন্ত গাড়ি থেকে অমৃত পার্কটাকে অনেকবার দেখেছে। এই প্রথমবার সে ঘোরানো গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। মাঝখানের মাঠে বেশ কিছু মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হবে, এটাই তাদের ঘরবাড়ি। মাঠ এবং পার্কের রেলিং-এর মাঝখানে বাঁধানো পথটা ধরে মেয়েরা, ছেলেরা হেঁটে যাচ্ছে। ভিড় হয়েছে পূব দিকে। টুকাইরা সেদিকে পা বাড়াতে অমৃত সঙ্গী হল।

খাঁচা নয়, খোলা আকাশের নীচে লোহার রডের বেড়া দিয়ে ভালুকটাকে রাখা হয়েছে। বেশ মোটাসোটা ভালুক। বেড়ার উপরে লেখা আছে, 'বিজ্ঞপ্তি। দয়া করিয়া ভালুককে কোনও খাবার দিবেন না, অথবা ঢিল ছুড়িয়া বিব্রত করিবেন না।"

বিজ্ঞপ্তির দিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, "এইরকম ভাষায় লিখেছে কেন রে?"

টুকাই বলল, "সাধুভাষায় লেখাই বোধ হয় নিয়ম।"

"দুর! বাংলা স্যার বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের পরে সাধুভাষায় লেখালেখি করা মানে অনেকটা পিছিয়ে যাওয়া। এরা বোধ হয় সেটা জানে না।" বাবলু বলল।

"তুই লেখা দেখবি, না ভালুক?" টুকাই বিরক্ত হল।

ভালুকটা তখন অত্যন্ত নিরীহ মুখ করে আকাশ দেখছিল। আকাশে একটু-একটু মেঘ। ও যখন জঙ্গলে বাস করত, তখনও হয়তো মেঘের দিকে তাকাত। অমৃতের মনে হল।

"এই ভালুক? খাবি শালুক?" একটা কচি গলা ভিড়ের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

অনেকেই হেসে উঠল। টুকাই বলল, "ওকে এখানে একা না রেখে চিড়িয়াখানায় রাখা উচিত। সেখানে বন্ধুবান্ধব পেত, কী বলিস?"

www.boiRboi.blogspot.com

"ভালুকের সঙ্গে ভালুকের বন্ধুত্ব হয়? আমি টিভিতে দেখেছি, দুটো ভালুক পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। খুব ভয়ংকর।" অমৃত বলল।

"ভয়ংকর? হা হা হা! এ কি সেই ভালুক? এর শিকার ধরে খাওয়ার ক্ষমতাই নেই।" পাশ থেকে গলা ভেসে এল।

টুকাই বলল, "ঠিক ঠিক। জানিস, সার্কাসে যেসব বাঘ-সিংহ খেলা দেখাত, তাদের গভর্নমেন্ট মুক্তি দিয়ে অভয় অরণ্যে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু দিলে কী হবে? ওরা শিকার ধরতে ভুলে গেছে, জঙ্গলের জীবনের সঙ্গে পরিচয় নেই, ফলে খুব অসহায় ওরা।"

"কারেক্ট। একেবারে ঠিক।"

যে লোকটি পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, তার মুখ দেখতে মাথা ঘোরাতেই যেন বিদ্যুতের শক খেল অমৃত। ভ্রু থেকে কান পর্যন্ত কাটা দাগের সেই লোকটা, যাকে মেট্রোতে দেখেছিল। এই লোকটাই তাকে পাশে বসতে বলেছিল।

লোকটা হাসল, "তোমরা কাছেই থাকো, তাই না?"

বাবলুরাও ততক্ষণে লোকটার কাটা দাগ দেখতে পেয়ে গেছে। টুকাই বলল, "আমরা যেখানেই থাকি, তাতে আপনার দরকার কী?"

লোকটি আবার হাসল, "তোমরা আমাকে ভুল বুঝছ। আমার মুখের এই কাটা দাগটাই তোমাদের ভুল বুঝতে সাহায্য করছে, তা আমি জানি।"

এতক্ষণে অমৃত কথা বলল, "এই চলো, বাড়ি যাই।"

"নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু তোমরা কি এই পার্কে প্রায়ই আসো?"

"না। আমরা আমাদের ওখানেই খেলি।" বাবলু বলল।

"খুব ভাল করো। এখানে এসো না। বিশেষ করে সন্ধের মুখে। যাও।"

'যাও' শব্দটা শোনার পর টুকাই একটু সাহসী হল, "এ-কথা কেন বলছেন?"

"এখানে একটা লোক আসে অন্ধকার নামলেই। তোমরা তার খপ্পরে পড়লেই খুব বিপদে জড়িয়ে যাবে। আমি সেই লোকটাকে খুঁজছি।" কাটা দাগ বলল।

"কেন?" বাবলু জানতে চাইল।

"ওকে দিয়ে জেলের ঘানি টানালে অনেক ছেলে বেঁচে যাবে।"

টুকাই জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী করে জেলের ঘানি টানাবেন? আপনি কি পুলিশ?" ওর কথা বলার ধরনে অবিশ্বাস ছিল।

লোকটা হাসল, "থাক ও-কথা। ওই যে মন্দিরটা দেখছ, তার পাশের গলিতে ঢুকে বাঁ হাতের দ্বিতীয় বাড়িটায় আমি থাকি। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে আমার ভাল লেগেছে। এবার বাড়ি যাও, সন্ধে হয়ে আসছে।"

"আপনি যাকে খুঁজছেন, তাকে দেখতে কেমন?" বাবলু জানতে চাইল।

"গাঁট্টাগোট্টা। বাঁদিকের গালে বড় আঁচিল আছে। চেহারাটা খাটো।"

অমৃত বলল, "চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

বেশ জোরে পা চালিয়ে ওরা পার্ক থেকে বেরিয়ে এল। বাবলু বলল, "বুঝতে পেরেছি।"

টুকাই জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"ইনি একজন গোয়েন্দা। আই মিন ডিটেকটিভ।"

অমৃত জিজ্ঞেস করল, "কী করে বুঝলে?"

"পুলিশ নয়, কিন্তু অপরাধী ধরতে এসেছে! তা হলে তো গোয়েন্দাই।" বাবলু বলল।

টুকাই বলল, "কে জানে! হয়তো ও নিজেই অপরাধী। মুখের দিকে তাকালেই বুক ছ্যাঁত করে ওঠে। আমাদের কাছে গুল মারল বোধ হয়।"

"না। অপরাধী হলে বাড়ির ঠিকানা দিত না।" বাবলু বলল।

ওর কথায় যুক্তি আছে বলে মনে হল অমৃতের। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে যে কয়েকটা গোয়েন্দাকাহিনী পড়েছে, তাদের কারও চেহারা ওইরকম ভয়ংকর নয়। এমনকী, টিনটিন, যে বেঁটেখাটো, এটুসখানি, তবু ওর মুখের দিকে তাকালে মুগ্ধ হতে হয়।

গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই টুকাই বলল, "এই, তোমার ম্যাথ্‌স স্যার।"

দূর থেকে টাক দেখা যাচ্ছিল। ধীরেসুস্থে এগিয়ে চলেছেন লিফ্‌টের দিকে। ম্যাথ্‌স স্যার ফ্ল্যাটে পৌঁছবার আগেই ওকে পৌঁছতে হবে।

"যাচ্ছি," বলে অমৃত দৌড়ল।

কিছুটা দূরত্ব রেখে ম্যাথ্‌স স্যারকে পিছনে ফেলে সে লিফ্‌টের কাছে পৌঁছে দেখতে পেল, ওটার নীচে নামতে দেরি আছে। সে সময় নষ্ট না করে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

এইট্‌থ ফ্লোর, মানে ন'তলা। লোডশেডিং হলেই জেনারেটর চলে। কখনও সিঁড়ি ভাঙতে হয় না। চারতলা পর্যন্ত একটানা উঠে হাঁফাতে লাগল সে। হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে আসছিল। দম নিতে-নিতে সে লিফ্‌টের বোর্ডের দিকে তাকাল। লিফ্‌ট আরও উপরে গিয়ে থেমেছে। আবার দৌড়তে লাগল সে। হঠাৎ কানে এল, "এম্মা!"

দাঁড়াতে গিয়ে পড়তে-পড়তে সামলে নিল অমৃত।

"লিফ্‌ট থাকতে কেউ এভাবে ওঠে নাকি?" সেই মেয়েটি হাসল, যে তাকে জিভ ভেঙিয়েছিল। ওর সঙ্গে একটা বাচ্চা কাজের মেয়ে।

অমৃত জবাব না দিয়ে আবার উঠতে লাগল। পিছন থেকে মেয়েটার গলা

www.boiRboi.blogspot.com

ভেসে এল, "কী অসভ্য।"

খুব রাগ হল। মেয়েটা তাকে অসভ্য বলে গালাগাল দিল? নীচে নেমে ওকে চ্যালেঞ্জ করার ইচ্ছে হলেও সে উপরে উঠে গেল। এখন সময় নষ্ট করা যাবে না। এইট্‌থ ফ্লোরে ওঠার পর দেখল লিফ্‌ট নীচে নেমে গেছে। সে জোরে বেল টিপল।

দরজা খুলে যমুনাদি গালে হাত দিয়ে বলল, "ওম্মাগো! কোথায় গিয়েছিলে?"

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে দ্রুত বাথরুমে চলে গেল। মুখে জল দিয়ে জোরে-জোরে শ্বাস নিল। যমুনাদি এসে দাঁড়াল, "কোথায় গিয়েছিলে? আবার নীচে নেমে ওদের সঙ্গে খেলেছ? আসুক ওরা, সব বলে দেব, বুঝবে তখন মজা। এই বয়সেই এত পা বেড়ে গেছে!"

ঠিক তখনই বেল বাজল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ধীরেসুস্থে দরজা খুলল অমৃত, "গুড ইভনিং, স্যার।"

"গুড ইভনিং।"

রোজ যেমন যান, তেমনই আজও তার পড়ার টেবিলে চলে এলেন ম্যাথ্‌স স্যার। টেবিলের দু'পাশে দু'জন বসতেই স্যারের মাথার দিকে তাকাল অমৃত। আর অমনি কথাটা মনে পড়ে যেতে প্রচণ্ড হাসি পেয়ে গেল। টুকাই বলেছিল, স্যারের মাথার মাঝখানটা রেড রোড। অনেক কষ্টে হাসি চাপতে গিয়ে মুখ লাল হয়ে গেল।

"তুমি কি অসুস্থ?" ম্যাথ্‌স স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

"না তো!" গম্ভীর হওয়ার ভান করল অমৃত।

"তা হলে তোমাকে অ্যাবনর্মাল দেখাচ্ছে কেন?"

"কই না! আমি ঠিক আছি।" এবার সত্যি ভয় পেল অমৃত।

পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

৬

ম্যাথ্‌স স্যার অমৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, তুমি কি একটু আগে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলে?"

"আমি?" সত্যি কথা বলবে কি না, ঠাওর করতে পারছিল না অমৃত।

"হঠাৎ মনে হল, একটি ছেলে, অলমোস্ট তোমার মতো দেখতে, দৌড়ে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। অবশ্য ন' তলা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা কম কথা নয়। লিফ্‌টটা উপর থেকে নেমে আবার ন' তলায় পৌঁছতে, যদি ননস্টপ

ওঠানামা করে, তা হলে ধরো তিন মিনিট সময় লাগবে। ছেলেটি কত মিনিটে ছাব্বিশ তলায় সিঁড়ি ভেঙে যাবে? ধরে নাও, আমি ন' তলায় লিফ্‌টে উঠে ছেলেটিকে দেখিনি। সে আমার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। কুইক!" ম্যাথ্‌স স্যার মন্ত্র পড়ার মতো অঙ্কে চলে এলেন।

অমৃত মাথা নাড়ল, "অঙ্কটা করা যাবে না স্যার।"

"কেন?"

"ছেলেটা ছাব্বিশ তলায় উঠতেই পারবে না।"

"কেন?"

"লিফ্‌টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেউ অত উঁচুতে উঠতে পারে না।"

"আঃ। আমি তোমাকে বলেছি, 'ধরো'। তার মানে, কল্পনা করে নাও।"

"কিন্তু স্যার, ছেলেটা যে স্পিডে প্রথম চারতলা উঠেছিল, সেই স্পিড কমে গিয়েছিল পরের পাঁচতলায় উঠতে। অতএব, ছাব্বিশ তলায় উঠতে তো আরও গতি কমে যাবে। তা হলে হিসেব ঠিক করব কী করে?"

"আমি তোমাকে কোনও মানুষের ক্ষমতা জাজ করতে বলিনি। ধরো, মানুষ না হয়ে সে রোবট ছিল। তা হলে?" ম্যাথ্‌স স্যার মাথা নাড়লেন।

"ন' তলা যদি তিন মিনিটে হয়, তা হলে সাতাশ তলা নয় মিনিটে। তিন মিনিটে ন' তলা হলে একতলা কুড়ি সেকেন্ডে। তা হলে ছাব্বিশ তলায় আর কুড়ি সেকেন্ড কম হবে। তা হলে নয় মিনিট থেকে কুড়ি সেকেন্ড বাদ দিলে আট মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড। কিন্তু স্যার, এটা ঠিক উত্তর হল না।"

"কেন?"

"ধরুন, প্রথম দশ ওভারে ইন্ডিয়া কুড়ি রান করল। শেষের দশ ওভারে, যাকে বলে ডেথ ওভার, একশো রান করল। টোটাল দু'শো পঞ্চাশ। অ্যাভারেজ পাঁচ। তা হলে ওই পাঁচ অ্যাভারেজ তো প্রথম দশ ওভারের উপর অ্যাপ্লাই করা যাবে? না যাবে না?" অমৃত বলল।

"তুমি আজকাল খুব ক্রিকেট দেখছ মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ স্যার। আমি ক্রিকেট প্লেয়ার হতে চাই।"

"কেন? সচিন হতে চাও?"

"না স্যার, সহবাগ। দারুণ খেলে।"

"কেন ক্রিকেট প্লেয়ার হতে চাও?"

"বিখ্যাত হওয়া যায়। প্রচুর টাকা পাওয়া যায়। সচিন তো বেশি দূর পড়াশোনা করেনি, কিন্তু ও রাষ্ট্রপতি ভবনে গেলে রাষ্ট্রপতি ওর সঙ্গে দেখা করবেনই। আমার বাবা বি. ই. পাস করার পর আরও পড়েছে। কিন্তু বাবাকে ওঁর অফিসের বাইরে কেউ চেনে না। ঠিক কি না, বলুন?" অমৃত জিজ্ঞেস

www.boiRboi.blogspot.com

করল।

"অমর্ত্য সেনের নাম শুনেছ? তাঁকে পৃথিবীর যে-কোনও শিক্ষিত মানুষ শুধু চেনেই না, শ্রদ্ধা করে। খাতাটা বের করো। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে আজ একটা পরিবর্তন এসেছে। সেটা ডেস্ট্রাকটিভ হলে বিপদ।" স্যার হাত বাড়ালেন।

মুখ করুণ করে অমৃত বলল, "স্যার, আজকে আমাকে ছুটি দেবেন? আমার পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে!"

ম্যাথ্‌স স্যার যতটা জেরা করেছিলেন, ইংলিশ স্যার তার ধারে কাছেই গেলেন না। পেটে ব্যথা হয়েছে শোনা মাত্র গম্ভীর গলায় বললেন, "জোয়ানের আরক বাড়িতে আছে? এক চামচ জলে গুলে খেয়ে শুয়ে পড়ো। টেক রেস্ট।" বলে চলে গেলেন।

ম্যাথ্‌স স্যার চলে যাওয়ার পর যমুনাদি এসে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হল? উনি আজ তোমাকে পড়ালেন না কেন?"

"কী করে পড়াবে? পেটে ব্যথা হলে পড়াতে পারে নাকি?" অমৃত বই গোছাচ্ছিল।

"নিশ্চয়ই উলটোপালটা খেয়েছেন!" বিড়বিড় করল যমুনাদি।

"ফুচকা। ভেলপুরি!"

"অ্যাঁ! অত বড় টাকওয়ালা মানুষ ফুচকা খেয়েছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে?"

"চুল উঠে গেলে উনি কী করবেন?"

"কোনও টাকওয়ালা মানুষকে ফুচকা খেতে আমি কখনও দেখিনি," বিড়বিড় করল যমুনাদি। তার পরেই মনে পড়ে যাওয়ায় বলল, "খিদে টিদে পায়নি আজ, না? তা পাবে কেন? আমাকে ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গেটের বাইরে গিয়ে পেট ভরিয়েছ যে! আসুক মা, আজ তোমার হবে!" বলে ঘুরে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, "কর্নফ্লেকস খাবে?"

"না।" রাগ হয়ে গিয়েছিল খুব, তাই খিদে পাওয়া সত্ত্বেও অমৃত না বলল।

ইংলিশ স্যার চলে যাওয়ার পর আবার এল যমুনাদি, "এ কী কাণ্ড! আজ কী হয়েছে? ইনি এলেন, এসেই চলে গেলেন?"

অমৃত কোনও কথা না বলে কালকের রুটিন নিয়ে বসল।

যমুনাদি নাছোড়বান্দা, "এঁর কী হয়েছে? পেট খারাপ?"

"না। বিয়ে বাড়িতে যাবেন।" গম্ভীর গলায় বলল অমৃত।

"ও মা! ভাদ্রমাসে বিয়ে হয় নাকি?"

"জানি না।"

"যত উদ্ভট কাণ্ড! তা যাবেন যাবেন, আসার কী দরকার ছিল? ফোন করে

দিলেই তো হত। মা শুনলে খুব রাগ করবে।" যমুনাদি বলল।

"ফোন করেছিলেন।"

"অ্যাঁ! কখন?"

"আমি যখন বাইরে গিয়েছিলাম, তুমি ধরোনি?"

"ও মা! কী মিথ্যে কথা!" চোখ কপালে উঠল যমুনাদির।

"আমি যখন বাইরে গিয়েছিলাম, তুমি তখন কী করছিলে?"

"ওই বারান্দায় গিয়ে তোমাকে হাত নেড়ে ডাকছিলাম।"

"ঠিক তখনই ফোন বেজেছে, শুনতে পাওনি।"

"তুমি জানলে কী করে?"

"বাঃ! উনি সময়টা বললেন। হয়তো বাবাও ফোন করেছিল, বেজে বেজে থেমে গেছে। তুমি তো এমনিতেই কানে কম শোনো।" হাসল অমৃত।

"কী হবে? এখন মনে হচ্ছে, একটা ফোনের শব্দ হচ্ছিল যেন, আমি ভেবেছিলাম হয়তো পাশের ফ্ল্যাটে বাজছে।" খুব ঘাবড়ে গেল যমুনাদি।

"মা শুনলে খুব বকবে।"

"বকবেই তো! আমি এখন কী করি!" বাঁ হাত নাড়তে লাগল যমুনাদি।

"ঠিক আছে, আমি ম্যানেজ করে নেব।" গম্ভীর হল অমৃত।

"কী করে?"

"বলব, এখানে ফোন বাজেনি। ফলস রিং-এর আওয়াজ শুনেছ তোমরা।"

"না, না। মিথ্যে বলা ঠিক হবে না।" যমুনাদি মাথা নাড়ল।

"মিথ্যে কেন? তুমি তো ঠিকঠাক মনেই করতে পারছ না, রিং হয়েছিল কি না। হয়তো হয়নি। তাই তোমার কোনও দোষ নেই।" অমৃত বুঝিয়ে বলল।

"তা অবশ্য।" যমুনাদি চলে গেল। কিন্তু ফিরে এল চটপট। ওর হাতে টিনেমাটির বাটিতে কর্নফ্লেকস আর চামচ।

"নাও। তিন বার চামচ মুখে দাও। খালি পেটে থাকতে নেই।"

"না, আমি খাব না।"

"আঃ! কথা শোনো। যত বড় হচ্ছ, তত তুমি অবাধ্য হচ্ছ!"

"বাঃ! বাড়ি ফিরে মা তোমার কাছে শুনে আমাকে বললে তুমি খুশি হবে আর এখন খেতে বলছ, খেতে ইচ্ছে হয় কারও?"

"এমন কাজ না করলেই হয়!"

"আমি কি এখনও ছোট আছি? ওরা নীচে ঘুরতে পারে আর আমার বেলায় সেটা দোষের হয়ে যায়? আমি তো কোনও অন্যায় করছি না!"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবার থেকে মাকে

www.boiRboi.blogspot.com

না বলে তুমি নীচে ওদের সঙ্গে খেলতে যাবে না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

যমুনাদির কথা বলার ধরনে অমৃত বুঝতে পেরে গেল, মায়ের কাছে অভিযোগ পৌঁছবে না। এমনকী, স্যারদের আসাযাওয়ার ব্যাপারটাও নয়। খুব খুশি হয়ে সে বইপত্র গুছিয়ে তাড়াতাড়ি ফোনের কাছে চলে গেল। বাবা-মা ফেরার আগেই শোভনকে ফোন করতে হবে। সে নম্বর টিপতেই শোভনের মা রিসিভার তুললেন, "হ্যালো!"

"আমি অমৃত, শোভন আছে?"

"ও এখন পড়ছে।" শোভনের মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী দরকার?"

"হিস্ট্রির ব্যাপারে জানার ছিল।"

"সারাদিনে আর সময় পাও না? পড়ার সময়েই ফোন করতে হবে! ধরো।"

একটু পরেই শোভনের মিনমিনে গলা, "বল।"

"খুব পড়ছিস, না?"

"হিস্ট্রির ব্যাপারে? হ্যাঁ। তৈমুর লং আর চেঙ্গিজ খান একসঙ্গে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। বুঝতে পারলি?" শোভন বলল।

ঘরের কোনও জায়গা থেকে ওর বাবা কিছু বললেন বলে মনে হল অমৃতের। সঙ্গে সঙ্গে শোভন বলল, "সরি। একসঙ্গে নয়, পর পর। ঠিক আছে, রাখছি।"

ফোনটা রেখে দিল শোভন। অবাক হয়ে গেল অমৃত। এরকম তো কখনও করে না! উলটে স্বাধীন স্বাধীন ভাব দেখায়। কিন্তু তৈমুর লং আর চেঙ্গিজ খানের কথা বলল কেন? ওদের কথা তো সে জানতে চায়নি! মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না অমৃত। আর শোভন ভাল করেই জানে, ওরা একসঙ্গে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেনি, তবু বলল। তারপর ওর বাবা সংশোধন করিয়ে দিলে — !"

এবার মানেটা বুঝতে পারল। ঘরে এখন শোভনের মা এবং বাবা দু'জনেই আছে। শোভন পড়ছে। হয়তো দু'জনেই পড়াচ্ছে। তাই দু'জনকে তৈমুর আর চেঙ্গিজ বলল শোভন। দু'জনে একসঙ্গে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা মানে ওকে পড়ানো।

হো হো করে হেসে উঠল সে। শোভনের মুখটা কল্পনা করলে হাসি আরও বেড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওই অবস্থায় ওর খেয়াল হল, শোভন ঠিকই বলে। সে সত্যি একটা টিউব লাইট। সুইচ টিপলেই আলো জ্বলে না, একটু দেরি হয়।

রাত দশটার মধ্যেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মা বলেছে, বাড়ি ফিরতে দেরি

হবে। যমুনাদি বলল, "তুমি শুয়ে পড়ো, আমি জেগে আছি।"

নিজের ঘরে চলে এসে মশারির মধ্যে ঢুকে রিমোট টিপল সে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এম টিভি বের করল। উরিব্বাস! মেয়েটা কীরকম ভয়ানক ভাবে শরীর মোচড়াচ্ছে! এটা কী নাচ? দ্বিতীয় মেয়েটার শরীরে অত কম জামা কেন? স্যান্ডা এরকম নাচ নাচতে পারবে? অসম্ভব। তাদের ক্লাসে সানু নামের একটা ছেলে নাকি খুব ভাল নাচে। শোভন বলে, 'সানুটার ফান্ডা আছে। একেবারে মাইকেল জ্যাকসন। মেয়েদের মতো নাচ নয়।'

মাইকেল জ্যাকসনের নাচ অমৃত কখনও দেখেনি। ওদের ক্লাসের কিছু ছেলেমেয়ে এমনভাবে কথা বলে যে মনে হয়, গত সপ্তাহে যে সব গানের সিডি আমেরিকায় বেরিয়েছে, তা ওদের শোনা হয়ে গিয়েছে।

মুগ্ধ হয়ে নাচ দেখতে দেখতে ঘুম পেয়ে গেল ওর। রিমোট টিপে টিভি অফ করে বালিশে মাথা রাখতেই বেল বাজল। অর্থাৎ ওরা ফিরল। এখন চটপট ঘুমিয়ে পড়লে কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না।

"মিত খেয়েছে?" মায়ের গলা যেন একটু অন্যরকম।

"হ্যাঁ। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।" যমুনাদি জবাব দিল।

"তুমি নিজে দেখেছ? টিভি চালায়নি তো!"

মায়ের জুতোর আওয়াজ তার দরজা অবধি এসে থামল। এই সময় বাবার জড়ানো গলা কানে এল, "হোয়াট ননসেন্স! তুমি কি কাউকে বিশ্বাস করতে পারো না?"

"না। আজকের পর থেকে তো নয়ই।" মায়ের গলায় হিসহিসে শব্দ।

"দেন, ওকে ঘুম থেকে তুলে জিজ্ঞেস করো, ঘুমিয়েছে কি না!"

"আমি কী করব, তা তোমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই শিখব না। যমুনা!"

"বলুন।"

"মিতের স্যারেরা এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"কেউ ফোন করেছিল?"

"না তো।"

"মিতকে কেউ ফোন করেছে?"

"না। আমি দেখিনি।"

"যাও, খেয়ে শুয়ে পড়ো। আমরা খেয়ে এসেছি।"

মা বোধহয় নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিল। বাবা ডাকল, "শোনো। আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলতে চাইছি।"

"যা বলার কালকে বোলো।"

"নো। এখন, এই সময়েই বলব।"

"স্পষ্ট কথা তুমি এখন চেষ্টা করেও বলতে পারবে না।"

"ঠিক আছে। তুমি আমার সঙ্গে মিসবিহেভ করছ কেন?"

"পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে ঘেন্না করি মিথ্যে কথা বলাকে। আজ তুমি আমার কাছে ধরা পড়ে গেছ। তুমি মিথ্যেবাদী!"

"বাট হাউ? কীসে প্রমাণিত হল, আমি মিথ্যেবাদী?"

"বেশ। তুমি আমাকে বলেছিলে, টিউলিপের চাকলাদারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না। লোকটা যে কত নোংরা, তা তুমি জানো। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু আমাকে মিথ্যে বলে তুমি ওর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছ।" মা বলল।

৭

বাবা বলল, "ওঃ! আমি নিজে ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি। ও যেচে ক্লাবে এসে আমার টেবিলে বসলে আমি ওকে বলতে পারিনি উঠে যেতে। আমার পক্ষে অভদ্র হওয়া সম্ভব হয়নি।"

"কিন্তু মিলন দত্ত বললেন, তুমি যখন দিল্লি গিয়েছিলে তখন তোমার সঙ্গে ওই চাকলাদার ছিল। উনি একই ফ্লাইট থেকে তোমাদের নামতে দেখেছেন। বলো, এটাও কাকতালীয়? হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে প্লেনে? তাই তো?"

"হ্যাঁ, তাই। একেবারে সত্যি কথা।"

এই সময় ফোন বাজল। মায়ের গলা শুনল অমৃত, "হ্যালো! কে বলছ? এত রাত্রে তুমি ফোন করছ, তোমার গার্জেনরা কি বাড়িতে নেই?"

বাবার গলা কানে এল, "দেখি, আমাকে দাও, আমি কথা বলব।"

তারপর বাবার গলা, "কে? শোভন? ও, হ্যাঁ, শোভন! কী সমস্যা বাবা? মিত তো ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ। তুমি কাল সকালে কথা বলো। কী? হিস্ট্রি? ইউ মিন, ইতিহাস। চেঙ্গিজ খানের বউয়ের নাম কী? দাঁড়াও, এক মিনিট।"

বাবার গলার স্বর পালটাল, "চেঙ্গিজ খানের বউয়ের নাম তুমি জানো?"

মায়ের গলায় বিস্ময়, "নিশ্চয়ই অনেকগুলো বউ ছিল!"

বাবা আবার টেলিফোনে বলল, "বাবা শোভন, তখন তো ওরা অনেক বিয়ে করত, তাই নাম বলা সম্ভব নয়। কী বললে? তৈমুর লং-এর বউয়ের নাম? একই ব্যাপার। অনেক বউ, তাই জানা যায় না। অ্যাঁ! হ্যাঁ! যুক্তি আছে।"

বাবার গলার স্বর বদলাল, "শোভন বলছে, শাজাহানের অনেক বউ থাকা

www.boiRboi.blogspot.com

সত্ত্বেও নূরজাহানের নাম সবাই জানে। কারেক্ট।"

"দেখি, রিসিভারটা আমাকে দাও তো।" মায়ের গলা।

তারপরই মা কড়া গলায় জানতে চাইল, "শোভন, এত রাত্রে তৈমুর-চেঙ্গিজের বউয়ের নাম জেনে তোমার কী হবে? ও, তাই নাকি, মিত জানে? ঠিক আছে, কাল সকালে টেলিফোন কোরো। গুড নাইট।"

রিসিভার নামিয়ে মা বলল, "কী আশ্চর্য!"

বাবা জানতে চাইল, "কী রকম?"

"শোভন বলছে, তৈমুর আর চেঙ্গিজ নাকি দেশে ফিরে গিয়ে যে যার বউয়ের হাতে খুন হয়েছিলেন। তাই তাদের নাম জানা দরকার। আর আমি এ সব জানিই না।"

"জানবে কী করে? সব সময় আমার ছিদ্র অন্বেষণ করার চেষ্টা করলে সময় পাবে কী করে? কিন্তু যারা ভারতবর্ষ লুটেপুটে শেষ করে দিয়ে গেল, তারাও শেষ পর্যন্ত বউয়ের হাতে খুন হল?"

"নিশ্চয়ই অত্যাচার করত খুব, বউরা প্রতিশোধ নিয়েছে।" মা বলল।

"আহা, প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে কী করে নেবে?"

"হয়তো ঘুমের মধ্যে ছুরি মেরেছে অথবা বিষ খাইয়েছে। ওইরকম লোকের যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে। মাঝরাতে তুমি সিমপ্যাথি জানাতে বসবে নাকি?"

"না, শোব। তবে দরজা বন্ধ করে।" বাবা চলে গেল।

কিছুক্ষণ মায়ের গলা পাওয়া গেল না। তারপর চিৎকার ভেসে এল, "তুমি কী বললে? আমার ভয়ে দরজা বন্ধ করে শোবে?"

বাবার গলা শোনা গেল, "আমি ও কথা বলিনি।"

"আলবত বলেছ। বলে বলছ, বলিনি। তোমার পক্ষে তো এটাই স্বাভাবিক। বুঝলে, তুমি কী শ্রেণীর মিথ্যেবাদী!"

মায়ের কথা শুনে হেসে ফেলল অমৃত। মা তার চেয়েও বেশি টিউবলাইট, অনেক দেরিতে বুঝতে পারে।

সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই মা ঘরে এল, "তাড়াতাড়ি করো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

অমৃত ঘড়ি দেখল। এখনও একঘণ্টা দেরি। তাড়া দেওয়া মায়ের স্বভাব। সে টয়লেটে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই মনে পড়ল, গতরাত্রে মা-বাবা ঝগড়া করছিল। বাবা মিথ্যে কথা বলে মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেছে। তখন মায়ের

www.boiRboi.blogspot.com

গলা অন্যরকম শোনাচ্ছিল। সে ব্রাশে পেস্ট লাগাতেই মায়ের গলা শুনতে পেল, "মিত, কাল তুমি আবার টিভি খুলেছিলে?"

"কেন?" সে বুঝতে পারল না, মা কী বলতে চাইছে।

"এম টিভি দেখেছ আবার?" মায়ের গলা চড়ল।

সে জবাব না দিতে মা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে, "দয়া করে মিথ্যে বলতে যেয়ো না। তোমাদের মিথ্যে শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

অগত্যা বলতেই হল, "হ্যাঁ। বন্ধ করার আগে একটু খুলেছি।"

"টিভিটাকে তা হলে ঘর থেকে সরিয়ে দিই?"

"ঠিক আছে, আর দেখব না।"

মা চলে গেল।

স্নান সেরে এসে অমৃত দেখল তার খাটের উপর একটা প্যাকেট রাখা হয়েছে। নিশ্চয়ই মা রেখেছে। প্যাকেটটা খুলে সে অবাক হয়ে গেল। দারুণ সুন্দর একটা জাঙ্গিয়া। টিভিতে এই রকম জাঙ্গিয়ার বিজ্ঞাপন দেখায়। বাবা নিশ্চয়ই মাকে বলে দিয়েছিল। সে দ্রুত টয়লেটে ঢুকে গিয়ে জাঙ্গিয়াটা পরে নিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতেই বেশ খুশি হল। খুব স্মার্ট লাগছে নিজেকে।

"খাবার দেওয়া হয়েছে।" যমুনাদির গলা।

তৈরি হয়ে খাবার টেবিলে আসতেই বাবাকে দেখতে পেল। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে টেবিলে আসছে। এখন বাবার মুখটা বেশ ফোলা ফোলা। সে বলল, "গুড মর্নিং।"

"গুড মর্নিং। যা চেয়েছিলে, তা পেয়েছ?"

"পরে ফেলেছি।" টোস্টে কামড় দিল সে।

"বাঃ। গতকাল কেমন কাটল? ক্রিকেট?"

"খুব ভাল। আমি মাঝেমাঝে ওদের সঙ্গে খেলব।"

মা এসে দাঁড়াল, "কাদের সঙ্গে?"

"এই কমপ্লেক্সের অন্য ছেলেদের সঙ্গে।" সে বলল।

"আমাকে ভাবতে হবে। ও হ্যাঁ, তুমি কি চেঙ্গিজ আর তৈমুরের স্ত্রীদের নাম জানো?" মা ওর দিকে তাকাল।

"না। কী নাম?"

"আমিও জানি না। স্কুলে জিজ্ঞেস করে এসো তো!" মা বলল।

"কেন?"

"কেন, তুমি জানো না? জানবেই বা কী করে? তোমার বন্ধু শোভনেরও খেয়াল হয়েছে মাঝরাত্রে। তবু আমার ওর একটা কথা ভাল লেগেছে।" মা বলল।

www.boiRboi.blogspot.com

"কী কথা?" বাবা জিজ্ঞেস করল।

"বলল, 'না জানলে সারা রাত ঘুমোতে পারব না বলেই এত রাতে ফোন করলাম।' ছেলেটা আর যাই হোক, পড়াশোনার ব্যাপারে সিরিয়াস।"

পাউরুটির টুকরো গলায় আটকে গেল অমৃতের। কাশতে কাশতে চোখে জল এসে গেল। মা পিঠে হাত বোলাতে লাগল। কাশি কমলে বাথরুমের টয়লেটে ঢুকে পড়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

চেঙ্গিজ খানের বউয়ের নাম তো সহজ। মিসেস চেঙ্গিজ খান। শোভনটা যা দিল — !

আজ স্কুলে যাওয়ার সময় অমৃত বলল, "যমুনাদি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না।"

যমুনাদি বলল, "কেন?"

"আমি এখন বড় হয়ে গিয়েছি।" ব্যাগের জন্য হাত বাড়াল সে।

মা এসে দাঁড়াল, "কত বড়?"

"আমি এখন নিজের ব্যাগ নিজেই ক্যারি করতে পারি।"

"তুমি ওর সঙ্গে যেয়ো না, পিছন পিছন যাও। শিউচরণ না আসা পর্যন্ত থাকবে।"

মুখ গম্ভীর করে নিজের স্কুলব্যাগটা কাঁধে চাপিয়ে লিফ্‌টের দিকে পা বাড়াল অমৃত। ব্যাগটা বেজায় ভারী। লিফ্‌টের দরজা খুলে ভিতরে পা দিতেই দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় এল। যমুনাদি একটু পিছিয়ে ছিল। সে লিফ্‌টের দিকে পা বাড়াবার আগেই বোতাম টিপতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। যমুনাদির চিৎকার শুনতে না পাওয়ার ভান করে সে নীচে নেমে এল। এই লিফ্‌ট উপরে উঠে আবার নামতে নামতে সে গেটের কাছে পৌঁছে যাবে।

গেটের দিকে হাঁটার সময় সে জানে, মা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। মাঝামাঝি পথ গিয়ে পিছন ফিরে তাকে হাত নাড়তে হয়। হাত নাড়লে মা ভিতরে চলে যায়। আজ সে পিছন না ফিরে হাত নাড়ল। মায়ের কাছে এর জন্য কথা শুনতে হবে। তবু ইচ্ছে হল বলেই করল।

শিউচরণ দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "আজ যেন দুষ্টুমি কোরো না। কিন্তু তুমি একা কেন?"

"তাতে তোমার কী?"

"সে কোথায়?"

"আসবে না।"

শিউচরণ ব্যাগটা নিয়ে হাঁটা শুরু করল। মুখ ফিরিয়ে অমৃত দেখল, যমুনাদি দৌড়ে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে পড়ল। শিউচরণ সেটা দেখতে পায়নি। জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

এই সময় পিছন থেকে চিৎকার ভেসে এল, "অমৃত!"

সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, বাবলু আর টুকাই আসছে। স্কুলে যাচ্ছে ওরা।

শিউচরণ বলল, "দাঁড়ালে কেন? ট্রেন মিস হয়ে যাবে।"

"হবে না।" অমৃত নড়ল না।

ওরা কাছে এলে সে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের স্কুল কোথায়?"

"হাঁটলে পনেরো মিনিট। আমরা দু'জনে যাই বলে হাঁটি।"

"কেন?"

"রিকশা-ভাড়া দেয় বাড়ি থেকে। একটা দিক আমাকে, আর একটা ওকে। আমরা সেই টাকা বাঁচিয়ে অন্য খরচ করি।" টুকাই বলল।

"তোমার স্কুল দূরে?" বাবলু জানতে চাইল।

"অনেক দূরে। মেট্রো করে যেতে হয়।"

শিউচরণ তাড়া লাগাল, "এখন কি গল্প করার সময়? চলো।"

"রুনকা বলছিল কয়েকদিন প্র্যাকটিস করে কাদের সঙ্গে যেন ম্যাচ খেলবে আমাদের নিয়ে। এখন প্র্যাকটিস কামাই কোরো না।" টুকাই বলল হাঁটতে হাঁটতে।

হঠাৎ মনে পড়তেই অমৃত বলল, "এই জানো, আমাদের এই কমপ্লেক্সে একটা মেয়ে থাকে, খুব ফাজিল। খেলার পর আমাকে ভেঙিয়েছিল। আর কাল আমাকে অসভ্য বলে গালাগাল দিয়েছে।"

"কত বড়?" বাবলু জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের মতো। শার্টপ্যান্ট পরে।"

"অ। নিশ্চয়ই আপা।" টুকাই বলল।

"আপা!" এরকম নাম কখনও শোনেনি অমৃত।

"হ্যাঁ। ওর বাবা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। জানো, ওর কোনও মেয়ে-বন্ধু নেই।"

"কেন?"

"ও মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চায় না। উলটে আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে চায়। রুনকা রাজি হচ্ছে না বলে খুব রাগ।" টুকাই বলল।

"তা হলে মেয়েদের মতো 'কী অসভ্য' বলল কেন?"

"যাঃ, আপা কী অসভ্য বলতেই পারে না।" বাবলু প্রতিবাদ করল, "কীরকম দেখতে বলো তো? আমাদের মতো চুলের ছাঁট? ফরসা?"

"না তো। কাঁধ অবধি চুল। হ্যাঁ, চিবুকে তিল আছে।" মনে করে বলল

অমৃত।

"ও হো!" বাবলু হাসল, "বুঝতে পেরেছি। ওর সঙ্গে বেশি কথা বোলো না।"

"কেন?"

"মা বলে, ও নাকি বারমুখী।"

"সেটা কী জিনিস?"

"জিনিস না, বাইরে যেতে চায়।"

"ওর নাম কী?"

"তিল।"

একটা মোড়ের কাছে চলে এসেছিল ওরা। এখন বাঁদিকে যেতে হবে ওদের। বিদায় নিয়ে মেট্রোর দিকে হাঁটছিল অমৃত শিউচরণের সঙ্গে। শিউচরণ গম্ভীর গলায় বলল, "খুব বুরা বাত। তোমরা এই বয়সেই মেয়েদের নিয়ে গল্প করছ।"

"কোথায় মেয়েদের নিয়ে গল্প করলাম?"

"এতক্ষণ তো করছিলে। আমি শুনিনি ভেবেছ?"

"করেছি তো করেছি। তুমিও তো যমুনাদির কথা জিজ্ঞেস করছিলে।"

শিউচরণ আর কথা বাড়াল না।

মান্থলি টিকিট কাটাই থাকে। একটা টিকিটে অনেকগুলো রাইড। ওরা টিকিট পাঞ্চ করে টানেল দিয়ে উলটো প্ল্যাটফর্মে উঠে দেখতে পেল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। জায়গা ছিল। ডানদিকের থ্রি-সিটারে বসল ওরা। ট্রেন ভর্তি হয়ে যাওয়ার ঠিক পরেই এল স্যান্ডা আর ইশা। সঙ্গে দুটো বড় ছেলে। জায়গা না পেয়ে ওরা দুটো আলাদা দল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগল। ইশার ভাবভঙ্গি এখন বড়দের মতো। টিভিতে নায়িকারা এমন ভাব করে, যখন নায়ক কথা বলে।

ট্রেন ছাড়ল। মেট্রোর শব্দ প্রবল হলে কথা শোনা যায় না। কিন্তু অমৃত লক্ষ করছিল, ওরা কথা বলে যাচ্ছে। কী কথা বলছে ওরা? এ পাশে স্যান্ডা খুব হাসছে। হাসতে হাসতে ছেলেটার পেটে আঙুলের খোঁচা মারল। তখন চোখে পড়ল অমৃতর। ছেলেটা বেশ বেঁটে। লম্বা হিলওয়ালা জুতো পরায় স্যান্ডার মাথায় মাথায় হয়েছে। ওর জামাপ্যান্টে অনেক কায়দা, অনেক স্টিকার। তুলনায় ইশার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটা বেশ লম্বা এবং সাধারণ। নেতাজি ভবনে নেমে গেল ছেলেদুটো। নেমে গিয়ে ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত হাত নাড়তে লাগল। ট্রেনের বয়স্ক যাত্রীরা সেটা দেখেও না দেখার মতো মুখ করে বসে রইল। চাঁদনি চক স্টেশনে গাড়ি খালি হয়ে যেতেই ওরা অমৃতকে দেখতে পেল। ওই

www.boiRboi.blogspot.com

ছেলে দুটো নেমে যাওয়ার পর ওরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন বসার জায়গা হয়েছে একটা, তবু ওরা বসল না।

স্যান্ডা ওকে দেখে বলল, "হাই!"

৮

স্যান্ডার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল অমৃত কিন্তু হাসল না, ঠোঁট টিপে থাকল। ইশা সেটা লক্ষ করে হেসে স্যান্ডাকে কিছু বলতেই স্যান্ডা চোখ বড় করে অমৃতকে দেখল। ইশা কী বলল, তা ট্রেনের শব্দের জন্য শুনতে পেল না অমৃত। পাশে বসা শিউচরণ প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, "এদের সঙ্গে কথা বোলো না।"

উত্তর না দিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল অমৃত। পরের স্টেশনেই তাকে নামতে হবে। স্যান্ডাদের এড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে সে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগল। এই সময় শিউচরণ পড়ি কি মরি করে তার পিছনে ছোটে। সে স্কুলের গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলে তার ছুটি।

স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ছিল শোভন। অমৃত কাছে যেতে শোভন শিউচরণকে ডাকল, "তোমার মাথায় বুদ্ধি কম কেন?"

শোভনকে শিউচরণ চেনে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বলছ?"

"স্কুলের গেট তো পাতালরেলের উপরেই। তুমি কেন আবার টিকিট পাঞ্চ করে উপরে উঠে আসো? সিঁড়ি অবধি ব্যাগ পৌঁছে দিয়ে যদি ফেরার ট্রেন ধরো, তা হলে একটা টিকিট বেঁচে যায় তোমার। তার মানেটা ভাবতে চেষ্টা করো।" শোভন মাথা দোলাল।

"কিন্তু উপরে উঠে স্কুলে ঢোকার সময় কিছু যদি হয়?" শিউচরণ চিন্তিত।

"কিছু হবে না। আমরা সবাই আছি না?"

শিউচরণের মুখে এবার হাসি ফুটল। সে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে স্যান্ডা এবং ইশা স্কুলে ঢুকে গেছে। অমৃত জিজ্ঞেস করল, "তুই কাল রাত্রে ফোন করেছিলি কেন? কী দরকার ছিল?"

প্রশ্ন করা মাত্র শোভন হাসি শুরু করল। হাসতে হাসতে দু'বার লাফিয়ে নিল সে। বিরক্ত হল অমৃত, "এতে এত হাসির কী হল?"

"তোর বাবা", বলেই হাসল শোভন, "ইতিহাসে কত নম্বর পেয়েছিল রে?"

"মানে?"

"শাজাহানের বউয়ের নাম জানে না। আমি ইচ্ছে করে ভুল বললাম কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

উনি ধরতে পারেননি। চেঙ্গিজ খানের বউয়ের নাম কী, তৈমুর লং-এর বউয়ের নাম কী, জিজ্ঞেস করতে বললেন ওদের অনেক বউ ছিল। তাই জানা যায় না। যেই বললাম, শাজাহানের অনেক বউ থাকা সত্ত্বেও নূরজাহানের নাম সবাই জানে, অমনি মেনে নিলেন। অথচ নূরজাহান যে জাহাঙ্গিরের বউ, তা ওঁর জানা নেই।" শোভন কথা বলতে বলতে স্কুলে পৌঁছে গিয়েছিল।

অমৃত জিজ্ঞেস করল, "ওদের বউদের নাম তোর দরকার হল কেন?"

"এমনি। ভাবলাম তোর সঙ্গে কথা বলি। অত রাত্রে তোকে তো ফোন দেবে না, তাই প্রশ্নগুলো তৈরি করে ফেললাম।" শোভন হাসল।

"সর্বনাশ, মা বলেছে তৈমুর আর চেঙ্গিজের বউদের নাম স্কুল থেকে জেনে নিতে।"

"হিস্ট্রি স্যারকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবি।" শোভন জানাল।

তৃতীয় পিরিয়ডে ইতিহাস ছিল। দু'দিন ধরে মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পা পড়াচ্ছেন কে বি। খুব কড়া মানুষ। আধঘণ্টা পড়িয়ে, নোট লিখিয়ে বলেন, নেক্সট দশ মিনিট তাঁকে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু একজন একটা প্রশ্ন করলেই তার উত্তর এত ডিটেল্‌সে দেন যে, ঘণ্টা পড়ে যায়। আজ পড়ানো শেষ হলে তিনি গম্ভীর গলায় জানালেন, "নাউ ইউ ক্যান আস্ক মি কোয়েশ্চেন।"

শোভন হাত তুলতেই তিনি মাথা নাড়লেন, "ইয়েস মাই বয়।"

শোভন উঠল, "স্যার, তৈমুর লং আর চেঙ্গিজ খান আমাদের দেশ আক্রমণ করে লুটপাট করেছিল। ওদের স্ত্রীরা কি সঙ্গে এসেছিলেন?"

"আসাটাই স্বাভাবিক।" মাথা নাড়লেন কে বি।

"তা হলে নিশ্চয়ই তাদের নাম আপনি জানেন!"

"আমি কি আজ তোমাদের এই বিষয়ে পড়িয়েছি?"

"না স্যার। কিন্তু খুব প্রবলেম হয়ে গিয়েছে। আমার ঠাকুরদা নামগুলো জানতে চান। জানি না বললে শুনছেন না।" অম্লানবদনে বলল শোভন।

কে বি মাথা চুলকোলেন, "আমাকে একটা দিন সময় দাও। এখনই তো কোনও নাম মনে আসছে না। তোমার ঠাকুরদা নিশ্চয়ই বেশ বয়স্ক মানুষ, কিন্তু এখনও এসব নিয়ে চিন্তা করছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুশি হব।"

"না স্যার। ঠাকুরদার কথা বলা নিষেধ। একটু উত্তেজিত হলেই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে বলে ডাক্তারের নির্দেশে তিনি যা জানতে চান, তা লিখে দেন আর আমরাও লিখে তার জবাব দিই। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না।"

"ও। তা হলে থাক।"

ঘণ্টা পড়ে গেল। অমৃত কোনওমতে হাসি চেপে ছিল। কে বি বেরিয়ে যাওয়া মাত্র শব্দ করে হেসে উঠল। ব্যাপারটার মধ্যে একটা কিছু মজা আছে আন্দাজ করে কয়েকজন সহপাঠী কাছে এসে জানতে চাইল, কী হয়েছে? আর তখনই ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল। এ সময় এখানে ঘণ্টা বাজে না। সবাই কৌতূহলী হয়ে বাইরে আসতেই জানা গেল, সদ্য অবসর নেওয়া একজন শিক্ষক মারা গিয়েছেন খবর আসায় ছুটি দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে হইহই করে স্কুল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কিছু ছেলেমেয়ে। যাদের গার্জেনরা নিতে আসেন, তারা অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে থাকল। স্কুলের একমাত্র টেলিফোন বুথের সামনে এখনই লম্বা লাইন, বাড়িতে খবর দিতে চায় ওরা। শোভন বলল, "একটু অ্যাডভেঞ্চার করবি? তোর পাহারাদারের তো আসতে এখনও অনেক দেরি, এর মধ্যে আমরা একটা সিনেমা দেখে আসতে পারি।"

"সিনেমা?" হাঁ হয়ে গেল অমৃত।

"আমার কাছে দশ টাকা আছে। সামনের দিকে বসলে হয়ে যাবে।" শোভন বলল।

"দূর! বাড়িতে জানলে হাড় ভেঙে দেবে।" অমৃত মাথা নাড়ল।

"জানতেই পারবে না। ঠিক ছুটির আগে ফিরে আসব।"

"যাঃ। আমার কেমন ভয় করছে।"

"তুই ব্যাটা এক নম্বরের ভিতু। কাছেই একটা হলে হেভি ফাইটিং পিকচার হচ্ছে। নুন শো-তে দেখে নিই চল।" ঘাড় নাড়ল শোভন।

"এই বইয়ের ব্যাগ নিয়ে সিনেমা দেখতে যাব?" শেষ চেষ্টা করল অমৃত।

"দাঁড়া।" শোভন সোজা দারোয়ানের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। এখন দারোয়ান খুব ব্যস্ত। বড় ছেলেদের বাইরে যেতে দিচ্ছে কিন্তু ছোটদের আটকে রাখছে। শোভন লোকটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিল।

"হাই!"

অমৃত দেখল স্যান্ডা আর ইশা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ঠোঁট টিপল।

"তুই কি এখনও বাচ্চা ছেলে?" স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল।

"মানে?" তাকাল অমৃত।

"কাল তোর সঙ্গে একটু জোক করছিলাম, সেটা বুঝতে পারলি না?" স্যান্ডা হাসল, "এখনও রাগ করে আছিস?"

"কে বলল?"

"বাঃ, ট্রেনে দেখা হল কিন্তু কথা বললি না।" ইশা বলল।

"টিউব ট্রেনে কথা বলা যায় না। তা ছাড়া — "

www.boiRboi.blogspot.com

"তা ছাড়া?"

"তোদের সঙ্গে তো দু'জন ছিল, আমার সঙ্গে কথা বলার কী দরকার?"

"ওম্মা!" ইশা চেঁচিয়ে উঠল, "তার মানে তুই জেলাস?"

"বয়ে গেছে জেলাস হতে!" অমৃত নিষ্কৃতি চাইছিল।

"ও কে বয়! নো মোর ফাইটিং! বাড়ি যাবি না? তোর এসকর্ট তো এখন আসবে না। কী করবি?" স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল।

এই সময় শোভন ফিরে এল, "উঃ, অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি।"

"কী বললি?"

"বললাম তোর আন্টির বাড়ি পাশেই, সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করব। অত ভারী ব্যাগ নিয়ে যেতে অসুবিধে, তাই কিছুক্ষণ ওর ঘরে রেখে দিতে চাই। প্রথমে রাজি হচ্ছিল না, শেষে হয়েছে। চল।" শোভন বলল।

"কোথায় যাচ্ছিস রে তোরা?" স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল।

শোভন স্যান্ডার মুখের দিকে তাকাল, "সিনেমায়।"

"সত্যি!" চিৎকার করে উঠল দু'জনেই। তারপর নিজেদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল, "আমরাও যাব। কী সিনেমা রে?"

"যাবি, যা, আমাদের বলার কী আছে! আয় মিত।" শোভন ঘুরে দাঁড়াল।

"অ্যাই শোভন। তুই না একটা যাচ্ছেতাই!"

"মানে?" শোভন ঘুরে দাঁড়াল

"তুই এমনভাবে কথা বলছিস, যেন আমরা শত্রু। কী ছবি রে?"

"হিন্দি। ফাইটিং পিকচার।"

"এ রাম!" ইশা মুখ বেঁকাল, "ঋত্বিক রোশন?"

"নাঃ।"

"তা হলে চল, ইংরেজি ছবি দেখি।"

"তোরা যা। অ্যাই মিত, যাবি না?"

"তোরা যদি আমাদের নিয়ে না যাস, তা হলে কমপ্লেন করব।" স্যান্ডা বলল।

অবাক হয়ে গেল অমৃত। কমপ্লেন করা মানে প্রিন্সিপাল বাড়িতে জানাবেন। সে শোভনের দিকে তাকাল। বুঝল, শোভনও ঠিক করতে পারছে না কী করবে! সে শোভনকে বলল, "থাক, যেতে হবে না সিনেমায়।"

ইশা হাসল, "কেন? আমাদের সঙ্গে যেতে তোদের আপত্তি কীসের?"

শোভন বলল, "ঠিক আছে, চল। তবে নিজেদের টিকিট নিজেরাই কাটবি। আয় মিত।" সে এগিয়ে গেল দারোয়ানের ঘরের দিকে।

মেয়েরা ব্যাগ রাখল না। অমৃত শোভনের সঙ্গে দারোয়ানের ঘরে ব্যাগ

www.boiRboi.blogspot.com

রেখে বাইরে এসে দেখল, ওরা দু'জন নিচু গলায় কথা বলছে। ওরা কাছে যাওয়া মাত্র ইশা বলল, "বাজে হিন্দি সিনেমা না দেখে ইংরেজি সিনেমা দেখলে হয় না?"

"ইংরেজি ছবিও বাজে হয়। দেখতে ইচ্ছে হলে হিন্দি দেখতে হবে।"

শোভন আগে হাঁটছিল, অমৃত মাঝখানে, শেষে স্যান্ডা আর ইশা। এদিকে এর আগে কখনও যায়নি অমৃত। ভাঙাচোরা ফুটপাথে বেশ ভিড়। তারপর একটা বাজার এলাকা এবং সেখানেই সিনেমা হল। উপরের হোর্ডিং-এ মারপিটের ছবি এবং একটি স্বাস্থ্যবান যুবকের পাশে লেখা 'ফাইটওয়ালা'। নুন শো আরম্ভ হতে চলেছে, কিন্তু সামনে তেমন ভিড় নেই।

এবার স্যান্ডা বলল, "আর ইউ সিওর, আমরা এই ছবিটা দেখব?"

শোভন বলল, "ইয়েস! দশ টাকা দে, তোদের টিকিটের দাম।"

"মাই গড! দশ টাকায় দু'জন? অত সস্তার টিকিটে আমি কখনও সিনেমা দেখিনি! যত আজেবাজে লোক পাশে বসবে।" প্রতিবাদ করল ইশা।

ইশার কথা শেষ হওয়া মাত্র স্যান্ডা এগিয়ে গেল টিকিট কাটতে। ব্যাগ থেকে একশো টাকার নোট বের করে কিছু বলল। তারপর চারটে টিকিট নিয়ে ফিরে এল, "চল, বলল এখনই শুরু হবে।"

"কত টাকার টিকিট?" শোভন জিজ্ঞেস করল।

"পঁচিশ।"

"অসম্ভব! অত টাকা আমাদের কাছে নেই।"

"আমি কি টিকিটের দাম চেয়েছি?" স্যান্ডা বিরক্ত।

"বিনা পয়সায় দেখব কেন?"

ইশা বলল, "ঠিক আছে, তুই তোদের দশটাকাই দে।"

ইশার হাতে দশ টাকা দিয়ে শোভন ওদের সঙ্গে হলে ঢুকলে অমৃত অনুসরণ করল। হলের ভিতর অন্ধকার। বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে কিন্তু হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। এই সময় একজন টর্চ নিয়ে এগিয়ে এসে স্যান্ডার হাত থেকে টিকিট নিয়ে খালি সিটগুলোতে আলো ফেলে বলল, "বসে পড়ুন। সব খালি আছে।"

ওরা বসার পর পরদায় প্রতিফলিত আলোয় বুঝল আশেপাশের সব সিট খালি, কেউ নেই। স্যান্ডা বলল, "কীরকম ছবি, বোঝাই যাচ্ছে।"

প্রথমে শোভন, তার পরে স্যান্ডা, ইশা এবং এ পাশে অমৃত বসেছিল। কী রকম গা শিরশির করছিল অমৃতের। এই প্রথম বাবা-মাকে লুকিয়ে সে সিনেমা দেখছে। শেষ ছবি দেখেছিল, 'বর্ন ফ্রি।' বাবার সঙ্গে।

সিনেমা আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথম দৃশ্যে দুটো মেয়ে একটা বাইকে চড়ে

পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। দু'জনের চোখে গগল্‌স, চামড়ার জ্যাকেট আর টাইট প্যান্ট পরনে। চুল উড়ছে। হঠাৎ রাস্তার পাশে দাঁড়ানো ছ'টা ছেলের দল ওদের দেখতে পেয়ে জিপ নিয়ে তাড়া করল। বাইক যত জোরে ছোটে, তত জিপ এগোয়। জিপ যখন ওদের ধরে ফেলেছে, তখন মেয়েদুটো শূন্যে লাফাল এবং ঠিক জিপের মাঝখানে নেমে পড়ে টিসুম টিসুম করে ছেলেগুলোকে মারতে লাগল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছেলেগুলো রাস্তায় ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল। ড্রাইভারকে সরিয়ে নীচে ফেলে একটি মেয়ে স্টিয়ারিং ধরতেই অন্যজন গান শুরু করল এবং পরদায় একের পর এক নাম ভেসে আসতে লাগল।

স্যান্ডা বলল, "ট্র্যাশ!"

শোভন বলল, "শাট আপ।"

পাশে বসা ইশা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর ভাল লাগছে?"

মুগ্ধ হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল অমৃত। নিচু গলায় বলল, "ওই মেয়ে দুটোর মতো তোরা ফাইট করতে পারবি?"

৯

"মেয়েরা ফাইট করলে তুই খুশি হোস?"

প্রশ্নের জবাবটা দিতে পারল না অমৃত। মায়ের কথা বাদ দিলেও যমুনাদি লড়াই করছে, এটা ভাবা যায় না। ওদের হাউজিং কমপ্লেক্সে তিল বা আপা ফাইট করলে কি ভাল দেখাবে? পরদায় তখন দুটি মেয়ের নাচ চলছে। অমৃতর মনে হল, লড়াই করার বদলে মেয়েরা নাচলে অনেক ভাল দেখায়।

"না।" সে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুই নাচতে পারিস?"

"হুম।"

"এরকম?"

"না। কত্থক।"

বলামাত্র সামনের সারিতে কী একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। তারপরেই চিৎকার, দু'দল ছেলে ভয়ংকরভাবে যুদ্ধ শুরু করে দিল। তাদের ভয়ে সামনের দিকের কিছু লোক ছুটে চলে আসতে লাগল পিছনে। যুদ্ধবাজরা চেয়ারের হাতল ভেঙে ছোড়াছুড়ি করছে। ওরা চারজন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এইসময় যে লোকটা ওদের আলো দিয়ে সিট দেখিয়ে গিয়েছিল, সে কাছে এসে বলল, "তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও, পুলিশ ডাকা হয়েছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

শোনামাত্র ওরা ছুটে বেরিয়ে এল হলের ভিতর থেকে। মারপিট দেখার জন্য হলের সামনে বেজায় ভিড়। সেই ভিড়ে দিশেহারা অমৃত রাস্তা খুঁজে বাইরে পৌঁছে হতভম্ব, ওরা কেউ কাছে নেই। ইতিমধ্যে বাইরের কিছু ছেলে মুখে বিকট শব্দ করে হলের দিকে ছুটে যাচ্ছে দেখে ভিড়টা মুহূর্তেই ফাঁকা হয়ে গেল। ভয়ে দৌড়োতে লাগল অমৃত। চৌমাথার মোড়ে গিয়ে সে নিজের নাম শুনতে পেল। বাঁদিকে তাকিয়ে ইশাকে দেখতে পেল, হাত নেড়ে তার নাম ধরে চিৎকার করছে।

সে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওরা কোথায়?"

"জানি না। তুই দেখিসনি?" ইশা ভয়ে কাঁপছিল।

"না।"

"নিশ্চয়ই স্কুলের দিকে গিয়েছে।"

"যদি না যেতে পারে!" অমৃত চারপাশে তাকাল। এর মধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে গিয়েছে হলের সামনে।

ইশা বলল, "এখান থেকে চল। ওরা ঠিক স্কুলে যাবে।"

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে অমৃত বলল, "কী যে হল!"

"ওইজন্যই এইসব বাজে সিনেমা দেখতে চাইনি। যেমন সিনেমা, তেমন ক্রাউড। আমরা উন্ডেড হতে পারতাম, পারতাম না?" ইশা জিজ্ঞেস করল।

মাথা নেড়ে সত্যিটা স্বীকার করল অমৃত।

স্কুলের সামনে কেউ নেই, গেট আধ ভেজানো। মুখ শুকিয়ে গেল ইশার, "কী হবে?"

"যদি ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকে?" অমৃত বলল।

"আমার ভয় করছে, তুই ভিতরে গিয়ে দেখবি?" ইশা একেবারে অমৃতর বুকের সামনে এসে দাঁড়াল।

অমৃত মাথা নাড়ল, "না, না। দরোয়ান বই নিয়ে নিতে বলবে!"

"এই যে! তুমি এখানে?"

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই সেই লোকটাকে দেখতে পেল অমৃত। সেই মুখে কাটা দাগওয়ালা লোকটা, যাকে টিউবরেলে দেখেছিল। লোকটা মিটিমিটি হাসছে।

"এটা আমার স্কুল।"

"অ। তা স্কুল কি ছুটি হয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার লোকের জন্য অপেক্ষা করছ?"

"হ্যাঁ।"

"ছুটি হতে তো অনেক দেরি। সে নিশ্চয়ই জানে না, সাততাড়াতাড়ি তোমার ছুটি হয়ে যাবে। তা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন, এসো আমার সঙ্গে। কাছেই আমার অফিস। সেখানে বসে টিভি দেখে সময় কাটবে।" লোকটা একটু বেশি হাসতেই কাটা দাগটা দুমড়ে গেল।

"না। আমরা এখনই বাড়ি যাব। বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করছি।" অমৃত ঘুরে দাঁড়াল। সে মনে মনে চাইছিল, লোকটা চলে যাক।

"তোমরা একসঙ্গে পড়ো?" লোকটা জিজ্ঞেস করল।

ইশার মুখ লোকটার দিকে ছিল। সে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"দ্যাখো, সময় কত বদলে গিয়েছে। আমাদের সময় এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। আচ্ছা—!" লোকটা চলে গেল।

ইশা বলল, "অদ্ভুত! লোকটা কে রে?"

"চিনি না। ট্রেনে দেখা হয়েছিল।" অমৃত চারপাশে তাকাচ্ছিল, "কিন্তু শোভন কোথায়? আমার খুব চিন্তা হচ্ছে!"

"ওই যে!" চিৎকার করে উঠল ইশা। অমৃত দেখল, শোভন নয়, স্যান্ডা একা হেঁটে আসছে। কাছে এসে রাগে ফেটে পড়ল স্যান্ডা। গণ্ডগোল শুরু হতেই হল থেকে বেরোবার সময় শোভন ওকে বলেছিল, ডানদিকে ছুটে যেতে। ওই ভিড় ঠেলে সে যখন ডান দিকে যায়, তখন শোভনকে দেখতে পায় না। অনেক দূরে যাওয়ার পর সিনেমা হলের সামনে ফিরে আসতে ভয় পেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তার টাকা গেছে, আহত হতে পারত, কিন্তু সবাই তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে, এটা সে কল্পনা করেনি।

ইশা ওকে শান্ত করার জন্য অনেক বোঝাতে লাগল। সে নিজেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং ভাগ্যক্রমে অমৃতর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে বলে এখানে এসে স্যান্ডার জন্য অপেক্ষা করছে। ইশা অনেক বোঝানোর পর স্যান্ডা শান্ত হয়ে বলল, "আমার খুব খিদে পেয়েছে। টেনশনে পেটে ব্যথা করছে।"

"টিফিন খাবি?"

"ধ্যুত! আমি প্রিয়াঙ্কাতে গিয়ে মাদ্রাজি খাব, তুই যাবি?" স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল।

"চল।" ইশা মাথা নাড়ল। তারপরেই খেয়াল হতে অমৃতর দিকে তাকাল, "তুই যাবি?" স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল।

"না। শোভন আসবে।"

"কখন আসবে? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি এখানে?"

www.boiRboi.blogspot.com

"বা রে! ওর ব্যাগ আছে দরোয়ানের ঘরে। ওকে তো আসতেই হবে।"

"তা হলে ও থাক দাঁড়িয়ে। বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর জন্য দরদ উথলে উঠছে।" স্যান্ডা বাঁকা গলায় বলল।

ইশার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল অমৃতর, ওর খারাপ লাগছে। তাকে একা রেখে যেতে চাইছে না। অথচ না যাওয়ারও তেমন কোনও কারণ নেই।

স্যান্ডা তাগাদা দিতে ইশা ঘাড় নাড়তেই একটা পুলিশের জিপ সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা দেখল, একজন অফিসার ড্রাইভারের পাশ থেকে নীচে নেমে পিছনে চলে গিয়ে ডাকলেন, "এসো, নেমে এসো।"

তারপরেই ওরা অবাক হয়ে গেল। শোভনের হাত ধরে একটি সেপাই নেমে এল।

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "এই স্কুল?"

শোভন ততক্ষণে ওদের দেখতে পেয়েছে। তবু ঘাড় শক্ত করে বলল, "হ্যাঁ।"

"তুমি যদি সত্যি কথা বলো, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেব। তোমার প্রিন্সিপাল যদি বলেন, তুমি এই স্কুলের ছাত্র, তা হলেই—।"

অফিসারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শোভন বলল, "আমি এখানেই পড়ি।"

"পড়ো? বলছ স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছে বলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে। তা হলে তোমার বইপত্র কোথায় গেল? এসব স্কুলের স্টুডেন্টরা ভারী ভারী বইয়ের ব্যাগ নিয়ে আসে। চলো, হাতে হাতে প্রমাণ পাওয়া যাবে।"

অফিসার গেটের দিকে এগোতেই অমৃত ছুটে ওঁর সামনে চলে এল, "কী হয়েছে? ওকে ধরেছেন কেন আপনি?"

"তুমি কে হে?" অফিসার অবাক!

"আমরা একসঙ্গে পড়ি। ও আমার বন্ধু।" অমৃত বলল।

"তাই নাকি? ও কোথায় গিয়েছিল, জানো?"

"জানি। আমরা চারজনই সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে একদল ছেলে মারপিট করছে দেখে বেরিয়ে এসে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল আমাদের।" অমৃত বলল।

"তোমরা চারজন মানে? ওই মেয়েরাও গিয়েছিল বলতে চাইছ! নো! আই কান্ট বিলিভ! ওরকম একটা খারাপ ছবি, অত জঘন্য হলে কোনও ভদ্রঘরের মেয়ে দেখতে যেতে পারে না! বুলশিট। তুমি মিথ্যেবাদী।"

"না। আমি মিথ্যেবাদী নই। আপনি আমাকে গালাগাল দেবেন না।"

"আরে! এইটুকুনি পুঁচকে ছোঁড়া আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে!" অফিসার

সেপাইকে বললেন, "ধরো তো ওকে। সিনেমা হলে গিয়ে মারপিট করবে, আবার—!"

সেপাই শোভনকে ধরা অবস্থায় এগিয়ে যেতেই স্যান্ডা চটপট চলে এল সামনে, "ও মিথ্যে কথা বলছে না। আমরা চারজনই সিনেমায় গিয়েছিলাম।" তারপর পকেট থেকে চারটে টিকিট বের করে সামনে ধরল সে।

অফিসার অবাক হয়ে টিকিটগুলো দেখলেন। তারপর বললেন, "স্ট্রেঞ্জ!"

"অবাক হচ্ছেন কেন?"

"ওরকম সিনেমা দেখতে তোমরা গিয়েছিলে?"

"আমরা জানতাম না। ইট ওয়াজ নট প্রি-প্ল্যানড। হঠাৎ ছুটি হয়ে যাওয়ায় মনে হয়েছিল, সময় কাটাতে ওখানে যাওয়া যেতে পারে।" স্যান্ডা বলল।

"তোমরা চারজনই এই স্কুলে পড়ো?" অফিসার ইশার দিকে তাকালেন।

"হ্যাঁ। এক ক্লাসে।" স্যান্ডা জবাব দিল।

"তোমাদের সঙ্গে দেখছি বইয়ের ব্যাগ আছে, এদের নেই কেন?"

"আমি তো আপনাকে বলেছি।" শোভন বলল।

"চুপ করো। কী হে, তোমার বইয়ের ব্যাগ কোথায়?" অমৃতকে জিজ্ঞেস করলেন অফিসার। যেন উত্তরটা মেলাতে চান।

"দারোয়ানের ঘরে রেখে গিয়েছিলাম।" অমৃত জবাব দিল।

"হুম। তা হলে মনে হচ্ছে, এ মিথ্যে বলেনি। শোনো, এটা খুব অন্যায়। হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলে তোমরা লাইব্রেরিতে সময় কাটাতে পারতে। আমি যদি তোমাদের স্কুলকে জানাই, তা হলে তাঁরা কি খুশি হবেন?" অফিসার কথাগুলো বলে হাসলেন, "যাও, তোমাদের বইয়ের ব্যাগ নিয়ে এসো!"

শোভনের হাত ছেড়ে দিল সেপাই। অমৃত আর শোভন গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল। দারোয়ানের ঘর থেকে ব্যাগ নেওয়ার সময় দেখল, অনেক ছেলেমেয়ে তখনও স্কুলের ভিতর অপেক্ষা করছে ছুটির সময়ের জন্য।

অমৃত বলল, "তোকে কীভাবে ধরল?"

"ধরে ফেলল।" শোভন খুব রেগে ছিল।

"যদি না ছাড়ত, যদি বাড়িতে খবর দিত?" অমৃত জিজ্ঞেস করল।

"সবসময় যদি যদি করিস না। আমি বাড়ি যাচ্ছি। তুই কি স্কুলে থাকবি?"

"কী করব, বুঝতে পারছি না।" অমৃত বলল।

"বেশ। বোঝার চেষ্টা কর। আমি চললাম।" শোভন হনহন করে বেরিয়ে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

শোভনকে বেশ জেদি দেখাল চলে যাওয়ার সময়। আর সেটাই আচমকা চিন্তায় ফেলল অমৃতকে। আজ খুবই বাড়াবাড়ি কাজ করা হয়ে গিয়েছে। প্রথমত কাউকে না জানিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা শুনলেই বাড়িতে আগুন জ্বলবে। দ্বিতীয়ত, ওরকম একটা ওঁচা হলে ওরা গিয়েছিল, যেখানে ভদ্রজনেরা খুব একটা যায় না। তৃতীয়ত, ওরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ওখানে। চতুর্থত, পুলিশ শোভনকে গাড়িতে করে স্কুলে নিয়ে এসে অনেক উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। তার বদলে শোভনের বন্ধু বলে জিপে তুলে নিয়ে যেতে পারত তাকেও। এর যে-কোনও একটা কানে গেলে বাবা-মা কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তা অমৃত জানে। কিন্তু এখন যদি স্কুল-কম্পাউন্ডের বাইরে সে না যায়, শিউচরণের আসা পর্যন্ত স্কুলের ভিতরেই অপেক্ষা করে, তা হলে দুপুরের ঘটনাটা কারও কানে না যাওয়ারই সম্ভাবনা। যেন একটা কিছু ভুল লেখা হয়ে গিয়েছিল, বোঝার পর রাবার দিয়ে ইরেজ করা হয়ে গেল। একটু স্বস্তি এল মনে। তার পরেই খেয়াল হল, স্যান্ডারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা খেতে যাবে বলে ঠিক করেছে। কোনও দরকার নেই। দুটো মেয়ের সঙ্গে খেতে গিয়ে আবার যদি কোনও গোলমালে জড়িয়ে পড়ে! বারবার ঘুঘু ধান খায় না। ধান শব্দটা মাথায় আসা মাত্র সে ঠিক করল, এই রবিবারে বাবাকে বলবে গাড়িতে করে এমন কোথাও নিয়ে যেতে, যেখানে ধানগাছ আছে। অমৃত স্কুলবারান্দা থেকে নেমে আসা লম্বা লম্বা সিঁড়ির একটা ধাপে গিয়ে বসল। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল, যারা অপেক্ষা করছে, তাদের মধ্যে কুচো-র সংখ্যাই বেশি।

ব্যাগ থেকে যমুনাদির দেওয়া টিফিনের বাক্স বের করতেই সে দেখতে পেল, স্যান্ডা আর ইশা তার দিকে এগিয়ে আসছে। আসুক, সে কিছুতেই এখন স্কুলের বাইরে যাবে না। মেয়েরা এসে কিছু না বলে ওর কাছাকাছি বসে পড়ল। স্যান্ডা বলল, "খোল, খিদে পেয়েছে। আজ কী দিয়েছে তোকে?"

"কী আর দেবে! এক জিনিস।" ইশা বলল।

স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে অমৃত জিজ্ঞেস করল, "তোরা এখানে টিফিন খাচ্ছিস যে, রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেলি না?"

"খাইনি, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছিস!" স্যান্ডা বলল।

"শোভন চলে গেছে?"

"কেন? তোর বেস্ট ফ্রেন্ড, তুই জানিস না?" স্যান্ডা কড়া গলায় বলল।

আর কথা বলার কোনও মানে হয় না। অমৃত চুপচাপ খেতে লাগল।

তারপর ব্যাগ থেকে ছোট জলের বোতল বের করে মুখে ঢালতে গিয়ে শুনল ইশা বলছে, "একটু আমার জন্য রাখিস, আমি আজ বোতল ফেলে এসেছি।"

"কেন? তোর বেস্ট ফ্রেন্ড তো পাশে বসে আছে, তার কাছে চা!"

স্যান্ডা বলল, "তুই খুব ঝগড়ুটে। এইজন্য তোর কোনও স্টেডি গার্লফ্রেন্ড হবে না!"

"আমার গার্লফ্রেন্ডের দরকার নেই!"

"তাই তো। 'ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়্যার, নট আ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক।' আঙুর ফল কার কাছে টক বলে মনে হয়, জানিস তো?" হাসল স্যান্ডা।

"দ্যাখ, আমরা এখানে পড়তে এসেছি, ওসব করতে আসিনি।"

"তার মানে, তুই এখানে পড়তে এসেছিস বলে টয়লেটে যাবি না?"

"টয়লেট আর এসব ব্যাপার এক হল?"

"একই পার্ট অফ লাইফ। সেদিন মিস বলেছিলেন শুনিসনি? ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট না থাকলে সমস্ত পৃথিবীটা মানুষের কাছে মরুভূমি বলে মনে হত," স্যান্ডা বলল। "তুই এত কম বুঝিস যে, তোর সঙ্গে এসব কথা বলে কোনও লাভ নেই।"

অদ্ভুত ব্যাপার! বাড়িতে মা যখন ধমকায় তখন বলে, বেশি বুঝে গিয়েছ, না? আর স্যান্ডা বলছে, সে কম বোঝে। একদিন মা আর স্যান্ডাকে মুখোমুখি বসাতে হবে। তার হাতে ধরা জলের বোতলটা ইশা তুলে নিতে সে তাকাল। ইশা বলল, "তোরটাই খাচ্ছি।" জল খেয়ে বলল, "তুই চট করে রেগে যাস কেন?"

"আশ্চর্য! আমি রেগে যাই? তোরা বাইরে খেতে যাবি বলছিলি—।"

"খেতে যেতে পারিনি। মানে সাহস পাইনি।"

"যে কেউ দেখে ফেলতে পারত, তাই তো?"

"না। তোরা স্কুলের ভিতর ব্যাগ নিতে এলি, আমরা তোদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ দুটো ছেলে এসে দাঁড়াল সামনে। স্যান্ডাকে জিজ্ঞেস করল, 'আরে, তুমি এখানে! কেমন আছ?' এমনভাবে জিজ্ঞেস করল যে, আমিও মনে করেছিলাম ওরা ওর পরিচিত। কিন্তু স্যান্ডা জানতে চাইল, 'আপনারা কে?'

"উত্তরে একজন বলল, 'আমরা তোমাদের বন্ধু হতে চাই। বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড, মানি ইজ নো প্রবলেম। লাঞ্চ করেছ? চলো, চায়না টাউনে গিয়ে লাঞ্চ করি।'

"শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল," ইশা বলল, "আমি চিৎকার করে বললাম, 'আপনারা কেন বিরক্ত করছেন আমাদের? আমরা এই স্কুলে পড়ি,

www.boiRboi.blogspot.com

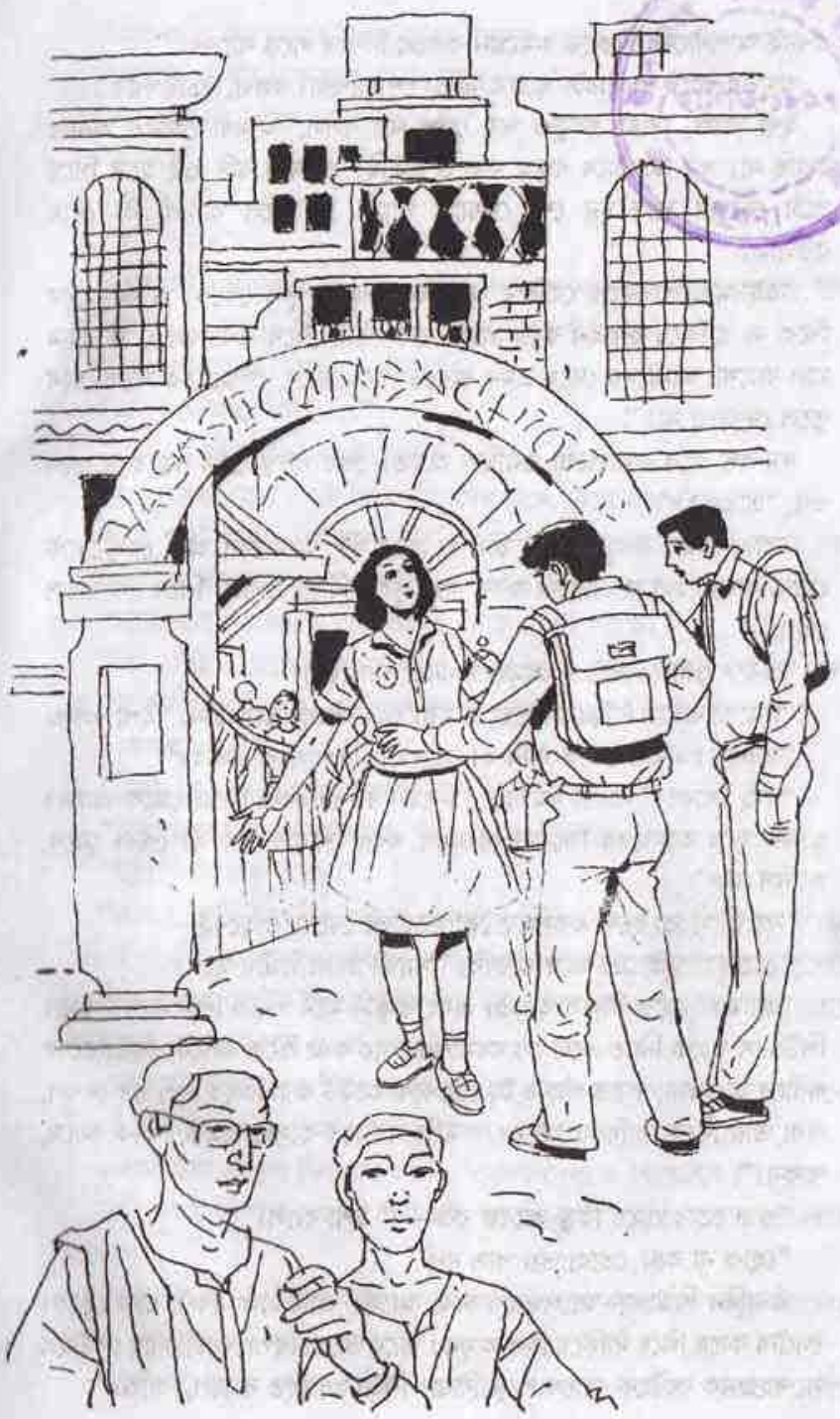

এখনই আপনাদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করলে বিপদে পড়ে যাবেন।'"

অমৃতর কাছে ব্যাপারটা গল্পের মতো শোনাচ্ছিল। বলল, "তারপর?"

ইশা বলল, "ওরা একটুও ভয় পেল না। বলল, 'আমরা কোনও অন্যায় করছি না। খুব ভদ্রভাবে বন্ধুত্ব করতে চাইছি। তোমরা যদি ওই হলে গিয়ে দুটো ছেলের সঙ্গে নুন শো দেখতে পারো, তা হলে আমরা কী দোষ করলাম!'"

"এইসময় শোভনকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম স্কুল থেকে। ও আমাদের দিকে না তাকিয়ে হন হন করে চলে গেল। তাই দেখে ওরা বলল, 'কীরকম মাল দ্যাখো, আমাদের দেখে এমন ঘাবড়ে গিয়েছে যে, তোমাদের দিকে চোখ তুলে দেখলও না।'"

দম বন্ধ করে কথাগুলো শুনছিল অমৃত। শেষ পর্যন্ত চোখ বড় হয়ে গেল ওর, "তারপর?"

এবার স্যান্ডা কথা বলল, "তারপর আর কী! আমাদের আর রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া হল না। টিফিন করব বলে স্কুলে ফিরে এলাম। খিদে পেয়েছিল তো।"

"ওরা? ওরা কোথায়?" অমৃত তখনও আতঙ্কিত।

"হয়তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা আর পিছনে তাকাইনি।" ইশা বলল।

"সর্বনাশ! এখান থেকে যাবি কী করে? প্রিন্সিপালকে বলবি?"

"কচি খোকা!" স্যান্ডা ধমকাল, "নিজের বিপদ কেউ নিজে ডেকে আনে? ওদের মুখে আমাদের সিনেমা যাওয়ার খবর শোনার পর কী স্টেপ নেবে, জানিস না?"

"তা ঠিক। তা হলে একসময় তো তোদের বেরোতে হবেই—!"

"বেরোব। তুই তো সঙ্গে থাকবি।" স্যান্ডা বলল গম্ভীর মুখে।

"আমি?" ঢোঁক গিলল অমৃত। এবং তক্ষুনি মনে পড়ল শিউচরণের কথা। শিউচরণ তাকে নিতে এলে সে বদমাশগুলোর কথা ওকে বলবে। শিউচরণের শরীরে যা জোর, তাতে পাঁচ-ছ'টা ছেলেকে আউট করা কিছুই নয়। সে দেখল, ওরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। অস্বস্তি কাটাতে হাসল অমৃত, "ঠিক আছে, থাকব।"

"ওরা তোর চেয়ে কিন্তু অনেক বড়—!" ইশা বলল।

"হোক না বড়। তোরা ভয় পাস না।"

অন্যদিন শিউচরণ আগেভাগে চলে আসে। আজ এল একটা ট্রেন ছেড়ে। গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অমৃত। ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়ে কিনা। শিউচরণ হাত বাড়াল, "দাও।"

www.boiRboi.blogspot.com

"এত দেরি হল কেন?" প্রশ্ন করেও ওদের খোঁজার চেষ্টা করল অমৃত।

"আগের ট্রেনটা মিস হয়ে গেল। ব্যাগ দাও।"

"তোমার গায়ে কত জোর আছে?"

"মানে?"

"জোর, শক্তি, তাগদ!"

"ও। কেন?"

"কয়েকটা বদমাশ ছেলে আমার বন্ধুদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, ভয় দেখিয়েছে। ওরা যদি ফিরে আসে, তুমি বাঁচাতে পারবে?"

"আলবত পারব। কোথায় ওরা?"

"এখন দেখতে পাচ্ছি না।"

"তোমরা বন্ধুরা তো ভাল ছেলে?"

"ছেলে নয়, মেয়ে। ওই যারা আমাদের সঙ্গে ট্রেনে যায়।"

চোখ ছোট করল শিউচরণ, "তুমি তো ওই মেয়েদের পছন্দ করো না। ওদের সঙ্গে ভালভাবে কথাও বলো না। এখন বন্ধু হয়ে গেল কী করে?"

"হয়ে গেল। একসঙ্গে পড়ি আমরা, তাই হতেই পারে।"

"না। নেহি। ছেলে মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে না।" জোরে মাথা নাড়তে লাগল শিউচরণ। যেন অসম্ভব কিছু শুনেছে।

"কেন হয় না?"

"নিয়ম নেই, তাই হয় না। চলো।"

"দাঁড়াও। আমরা যে একসঙ্গে পড়ি, তা তো জানো?"

"হ্যাঁ। সেটা ঠিক আছে।"

"ওদের আমি ডাকছি। আমরা একসঙ্গে টিউবে উঠব। তুমি পিছন পিছন ওদের গার্ড দিয়ে আসবে। বুঝতে পারলে?" শিউচরণকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অমৃত গেটের ভিতর ঢুকে হাত নেড়ে স্যান্ডাদের ডাকল। ওরা কাছে আসতেই বলল, "এসে গেছে, চল।"

মেয়েরা ফুটপাথে পা দিয়ে দ্রুত হাঁটছিল। ওদের সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে অমৃত জিজ্ঞেস করল, "অ্যাই, দৌড়োচ্ছিস কেন?"

চলতে চলতে ইশা জিজ্ঞেস করল, "ওদের দেখতে পেয়েছিস?"

"কী রকম দেখতে? আমি চিনতেই পারছি না।" অমৃত আবার চারপাশে তাকাল।

পাতালে নামার গেটের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল স্যান্ডারা। অমৃত জিজ্ঞেস করল, "কী হল? দাঁড়ালি কেন?"

ততক্ষণে দুটো ছেলে এগিয়ে এসেছে। একজন বলল, "এতক্ষণ দাঁড়

করিয়ে রাখলে কেন?"

স্যান্ডা বলল, "অ্যাই! গেট লস্ট। সরে যাও।"

দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, "তোমার সঙ্গে কে কথা বলছে? আমরা ওর সঙ্গে কথা বলছি।" সে চোখের ইশারায় ইশাকে দেখাল।

হঠাৎ শিউচরণ তার দেশোয়ালি হিন্দিতে গালাগাল করতে করতে ছুটে এসে ছেলেদুটোর জামার কলার ধরে উপরে টেনে তুলল। ছেলেদুটোর পা শূন্যে ঝুলছে, তাদের শরীরের পাশে অমৃতর স্কুলের ব্যাগ ঝুলছে।

দৃশ্যটি দেখতে ভিড় জমে গেল। দুটো ছেলেকে দু'হাতে উপরে তুলে রেখে শিউচরণ বলল, "অ্যাই, তোদের বাড়িতে মা-বোন নেই? মেয়েদের ইজ্জত দিতে তোরা শিখিসনি? জবাব দে, নইলে তোদের আছাড় মারব।"

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন চিঁচি গলায় আর্তনাদ করল, "আর করব না, কখনও করব না।"

দর্শকরা মজা পেয়ে গেল। তারা শিউচরণকে উৎসাহিত করছিল আছাড় মারতে। কিন্তু শিউচরণ ওদের মাটিতে নামিয়ে শাসাল, "এবার ছেড়ে দিলাম, আর যেন এদিকে না দেখি।"

ছাড়া পাওয়া মাত্র ওরা চোঁ চোঁ দৌড়ল।

১১

বসার জায়গা পাওয়া গেল এসপ্ল্যানেডে এসে। এতক্ষণ ওরা কেউ কোনও কথা বলেনি। পাশাপাশি তিনটে সিট পাওয়ায় ইশা বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

অমৃত কিছু বলল না। সে নিজে তো কিছুই করেনি। থ্যাঙ্কস দিতে হলে সেটা শিউচরণকে দিতে হয়। স্যান্ডা মুখ নামিয়ে বসে ছিল। আর শিউচরণ কালীঘাট পর্যন্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থেকে বসার জায়গা পেয়ে চোখ বন্ধ করে ছিল।

টালিগঞ্জে ট্রেন থামতে ওরা যখন বের হচ্ছিল, তখন শিউচরণ ডাকল, "একটা কথা বলব, যদি তোমরা খারাপ মনে না করো?"

ইশা বলল, "না, না, বলুন!"

"তোমরা স্কুলে যাওয়া-আসার সময় ছেলেদের সঙ্গে কথা বোলো না। ওরা বলতে চাইলেও বলবে না। তোমরা হয়তো মজা পাও, কিন্তু অন্য ছেলেরা তাতে উৎসাহিত হয়। তোমরা তো মিতের সঙ্গে পড়ো, কিন্তু মেয়ে বলে তোমাদের বড় দেখায়। তোমরা যদি গম্ভীর হয়ে থাকো, তা হলে লোকে

www.boiRboi.blogspot.com

তোমাদের সম্মান করবে। ঠিক আছে?" শিউচরণ খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাগুলো বলছিল।

ওরা দু'জন চুপচাপ মাথা নাড়ল।

শিউচরণ বলল, "এখন কি যেতে পারবে?"

ইশা বলল, "হ্যাঁ।"

"কাল থেকে একসঙ্গে ট্রেনে যেয়ো, তা হলে ভাল হবে।"

"ঠিক আছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।" কথাটা স্যান্ডা বলল।

ওরা চলে গেলে অমৃত হেসে ফেলল। শিউচরণ জিজ্ঞেস করল, "হাসি কেন?"

"তুমি কী সুন্দর উপদেশ দিলে!"

"চলো, আজ সব কথা বলে দেব।"

"কেন?"

"তোমার কী দরকার? কোনও মেয়ে যদি বিপদে পড়ে, তা হলে সে স্কুলে মাস্টারদের গিয়ে বলবে। স্কুল পুলিশকে জানাবে। তুমি কেন তাদের মাস্টারদের কাছে যেতে বললে না?"

"স্কুল তো ছুটি হয়ে গিয়েছিল।"

"দরোয়ান তো ছিল। এক হাতে কখনও তালি বাজে? ওরা নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছিল, যা দেখে ওই ছেলেরা সাহস পেয়েছিল? তুমি ওদের কেন ভরসা দিয়েছিলে? তোমাকে নিয়ে যাওয়া-আসা আমার ডিউটি, মেয়েদের বাঁচানো নয়।" শিউচরণ বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল।

"বাঃ! তুমি তো ওদের ভাল ভাল কথা বললে, এসব কথা ওদের বললে না কেন?" অমৃত একটু অসহায় বোধ করছিল।

"ওরা আমার কে? আমি কি ওদের চিনি যে, খারাপ কথা বলব! আমি যা বলার বলেছি, শুনলে ওদের উপকার হবে, ব্যস! কিন্তু তোমার মাকে বলতেই হবে।"

"কেন? আমি কী দোষ করেছি?"

"তোমার কথা আমি বলেছি? এই ঘটনাটা ওই মেয়েদুটোর বাবা-মায়ের জানা দরকার। আজ প্রথম ওরা তোমার সঙ্গে ভয়ে এসেছিল। অন্যদিনের মতো যদি আলাদা যায়, ওই ছেলেরা তখন ওদের ক্ষতি করতেই পারে। বাবা-মায়ের জানা থাকলে তাঁরা সতর্ক হবেন। এই মেয়েরা তো ভুলেও বাড়িতে এসব কথা বলবে না।" শিউচরণ ঘাড় নাড়ল।

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে অনেক সময় নাকি সাপ বের হয়। শিউচরণের কথা শোনার পর মা যে তুলকালাম কাণ্ডটা করবে, তাতে হয়তো জানতে পেরে

যাবে, অমৃত ওদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। ব্যস, তা হলে আর দেখতে হবে না! তাই অনেক অনুরোধ করল সে। শিউচরণকে বলল আর একটা দিন অপেক্ষা করতে। ওরা নিজেরাই মা-বাবাকে সব কথা বলে দিতে পারে। শিউচরণ জবাব দিল না।

ফ্ল্যাটে এসে জুতো-মোজা পরা অবস্থায় কিছুক্ষণ খাটে শুয়ে রইল অমৃত। সত্যি যদি ওই ছেলেগুলো বদলা নেয়, তা হলে কী করবে? স্যান্ডা আর ইশাকে গাড়ি করে তুলে কোনও নির্জন জায়গায় নিয়ে যাবে? হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে ওদের বাবা-মায়ের কাছে টাকা চাইবে টেলিফোনে? এ ছাড়া আর কী করতে পারে? দু'জনকে খুব মারতে পারে। স্যান্ডার মুখের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না, অথচ আজ ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে।

"এ কী! জুতো-মোজা ছাড়োনি?" যমুনাদি ঢুকল।

"ছাড়ব।"

"ছাড়ব মানে? মা শুনলে কী করবে ভাবতে পারছ?"

যমুনাদির দিকে তাকাল অমৃত। তারপর নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ল, যেন কোনও কথা বলছে। চোখ ছোট হয়ে গেল যমুনাদির, "কী বলছ?"

আবার নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ল অমৃত।

"কী বলছ? শুনতে পাচ্ছি না আমি।" দু' হাত কানের উপর রাখল যমুনাদি।

বিছানা থেকে নেমে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অমৃত বলল, "খুব খিদে পেয়েছে, খাবার দেবে?"

"হ্যাঁ। এই তো শুনতে পাচ্ছি।"

"মাঝে মাঝে তুমি শুনতে পাও না। তোমার কান তখন বন্ধ হয়ে যায়।"

হঠাৎ যমুনাদির মুখ খুব করুণ হয়ে উঠল। মাথা নেড়ে বলল, "আমি বোধহয় বদ্ধ কালা হয়ে যাব। তখন তোমার মা আমাকে ছাড়িয়ে দেবে। কী যে করি!"

কথাগুলো বলার সময় গলা ধরে গিয়েছিল যমুনাদির। চোখের জল লুকোতেই দ্রুত সামনে থেকে চলে গেল। হতভম্ব হয়ে গেল অমৃত। সে শুধুই মজা করেছিল, কিন্তু পরিণাম এরকম হবে ভাবেনি। কারও চোখে জল দেখলে যে বুক টনটন করে। নিজের ছাড়া এ বাড়ির কারও চোখে এই প্রথম দেখল।

জামাপ্যান্ট বদলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে কিচেনে চলে এল। যমুনাদি শাড়ির আঁচল মুখের উপর টেনে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সে একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "তোমার কিছুই হয়নি।"

www.boiRboi.blogspot.com

চমকে তাকাল যমুনাদি।

অমৃত হাসল, "শুনতে পেয়েছ? আচ্ছা দাঁড়াও।" চার-পাঁচ পা পিছনে চলে গেল সে, "এবার শোনো, আমি মজা করছিলাম।" ফিসফিসিয়ে বলল আবার।

"সত্যি?" চিৎকার করে হাসল যমুনাদি।

"শুনতে পেয়েছ?"

"হ্যাঁ, স্পষ্ট।"

"তোমার কান একটুও খারাপ হয়নি।"

"তবে যে মা বলে—!"

"রেগে গেলে মা বলে।"

অদ্ভুত আদুরে মুখ হয়ে গেল যমুনাদির। চটপটে ভঙ্গিতে বলল, "এবার টেবিলে গিয়ে বোসো, আমি খাবার দিচ্ছি। সেই সাতসকালে বেরিয়েছ—!"

ভাল লাগল। অমৃত বুঝতে পারল এখন আর যমুনাদির মনে কষ্ট নেই।

খাওয়া শেষ হতে সে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েই চটপটে সরে এল। না, আজ বন্ধুদের সঙ্গে নীচে খেলতে যাওয়া ঠিক হবে না। স্কুলে যা হয়েছে, তা শিউচরণ বলার পর মায়ের যে প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা খেলতে গেলে আরও বেড়ে যাবে। অথচ ব্যালকনিতে দাঁড়ালে বন্ধুদের চোখ পড়বেই, ওরাও নীচে যেতে ইশারা করবে। তখন সেটা এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল হবে।

এই সময় টেলিফোন বাজল। অন্যদিন হলে দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলত, আজ যমুনাদিকে ধরতে দিল। যমুনাদি চিৎকার করল, "মিত, শোভন ফোন করছে!"

ধীরে সুস্থে ফোন ধরল অমৃত, "হ্যালো!"

"কখন এসেছিল?" শোভন জিজ্ঞেস করল।

"একটু আগে।"

"শোন। আজ যে আমরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, তা আমি বাড়িতে বলে দেব। তুই কী করবি, তা নিজে ঠিক কর।" শোভন বলল।

"সে কী!" অবাক হল অমৃত।

"যদি পুলিশ এসে বাড়িতে বলে? তার চেয়ে নিজেই বলে দিই।"

"ধুর! পুলিশ তো ভাল কথা বলে গেল। বাড়িতে বলবে কেন?"

"যদি বলে—!" শোভন শ্বাস ফেলল, "যাকগে। তৈমুর লং আর চেঙ্গিজ খানের বউয়ের নাম পেয়েছি। শুনবি?"

"পেয়েছিস? ওদের নিশ্চয়ই অনেকগুলো বউ ছিল।"

"বয়ে গেল। তৈমুরের বউয়ের নাম তিমিশা খান আর চেঙ্গিজের বউয়ের নাম চিংগিণ্ডা বেগম। নোট করে রাখ।" লাইন কেটে দিল শোভন।

www.boiRboi.blogspot.com

দ্রুত কাগজে নামদুটো লিখল। তিমিশা আর চিংগিণ্ডা। অদ্ভুত নাম তো! অবশ্য অতদিন আগে এরকম নাম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শোভনের ক্যালি আছে, কেউ যা জানে না, শেষ পর্যন্ত ও খুঁজে বের করল তো!

মা এল, যে সময় রোজ আসে। বাইরের ঘরে তাকে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "বিকেলে বের হওনি?"

"না।"

"সে কী! এখন তো তোমার ডানা গজিয়েছে!"

নিজের দু'দিকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে অমৃত বলল, "কই?"

মা কোনও কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কী? শিউচরণ নিশ্চয়ই মাকে গেটে দেখেছে। তখন কি কিছু বলেনি? নাকি বাড়িতে এসে বলবে!

"আজ তোমার স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গিয়েছিল?" ঘরের ভিতর থেকে মায়ের গলা ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে বুক ছ্যাঁত করে উঠল। স্কুল ছুটির কথা মায়ের জানা উচিত নয়, যদি না শিউচরণ বলে থাকে।

"তুমি কী করে জানলে?"

"কতবার বলেছি, প্রশ্নের উত্তরে কখনও প্রশ্ন করবে না।" মা ভিতরে।

"হ্যাঁ।"

মা বেরিয়ে এল। এসে টেলিফোনের সামনে বসল, "ওই মেয়েদুটো যখন তোমার ক্লাসে পড়ে, তখন নিশ্চয়ই ওদের টেলিফোন নম্বর তুমি জানো!"

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে না বলল অমৃত।

"আমি বিশ্বাস করি না। যাদের জন্য ওকালতি করেছ, তাদের খোঁজ রাখো না?"

"আমি মিথ্যে কথা বলছি না।"

"শোনো, তুমি, যদি ওদের ভাল চাও, তা হলে তোমার উচিত ওদের টেলিফোন নম্বর আমাকে দেওয়া। ওদের বাবা-মাকে জানানো উচিত, যাতে ভবিষ্যতে বিপদে না পড়ে। ওরা হয়তো ভয়ে বাবা-মাকে জানাবে না। কিন্তু রোজ রোজ তো শিউচরণ পাশে থাকবে না। তা ছাড়া ওদের রক্ষা করা শিউচরণের ডিউটি নয়।" মা বলল।

"সত্যি বলছি, আমি ওদের টেলিফোন নম্বর জানি না।" অমৃত বলল।

"বেশ। তা হলে কাল তোমাদের প্রিন্সিপ্যালকে বলব ঘটনাটা জানিয়ে দিতে।"

"প্রিন্সিপ্যালকে বোলো না।"

"কেন?"

"উনি খুব রাগী।"

"তা হলে তুমি আর কাউকে ফোন করে ওদের নম্বর জানো। কেন, তোমার বন্ধু শোভন জানে না? সে কোথায় ছিল তখন?"

"শোভন বাড়ি চলে গিয়েছিল।" চোখ বন্ধ করল অমৃত। প্রিন্সিপ্যাল জানলে ওদের ডেকে পাঠাবেন। তখনই সিনেমা যাওয়ার কথা ফাঁস হয়ে যাবে। শুনলে হয়তো তক্ষুনি টি সি দিয়ে দেবেন। হঠাৎ অঞ্জনের কথা মনে এল। ওদের ক্লাসের সবচেয়ে মেয়েলি ছেলে। মেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব।

অমৃত টেলিফোনের কাছে এসে শোভনকে ফোন করল, "তুই অঞ্জনের টেলিফোন নম্বর জানিস?"

"অঞ্জন মানে, অঞ্জনা?" শোভন হাসল।

"হুঁ।"

নম্বরটা বলল শোভন। শুনে আবার বোতাম টিপল। তার গলা শুনে অঞ্জন বলল, "কী হয়েছে ভাই?"

"কিছু না। স্যান্ডা আর ইশার টেলিফোন নম্বর জানো?"

"হ্যাঁ। কেন ভাই?"

"আমার মা চাইছে।"

একটা কাগজে নামদুটো লিখে পাশে টেলিফোন নম্বর লিখল অমৃত। তারপর লেখাটার দিকে তাকাতেই ওর প্রবল হাসি পেয়ে গেল এই সময়েও। স্যান্ডা থেকে চিংগিণ্ডা আর ইশা থেকে তিমিশা?

মা জিজ্ঞেস করল, "হাসির কী হল?"

চট করে গম্ভীর হয়ে গিয়ে অমৃত বলল, "এই নাও।"

১২

বেল বাজল। বেলের আওয়াজের ধরনে বোঝা গেল বাবা এসেছে। বাবার বেল বাজাবার ধরনের সঙ্গে মায়ের বেল বাজানোর কোনও মিল নেই। মা একটু চাপ দিয়েই আঙুল সরিয়ে নেয়, বাবা দু'বার না বাজালে নিশ্চিন্ত হয় না।

সন্ধেবেলায় ওইসব কথাবার্তার পর মা হঠাৎ মন পালটেছিল। অমৃতকে বলেছিল পড়তে বসতে। কারণ স্যারদের আসার সময় হয়ে গিয়েছিল। দু'জন স্যার পরপর পড়িয়ে যাওয়ার সময় মায়ের গলা শোনা যায়নি। দ্বিতীয় স্যার চলে যাওয়ার পর অমৃত যখন চুপচাপ পড়ার টেবিলে বসে ছিল, তখনই বাবা ফিরে এল।

www.boiRboi.blogspot.com

এবার নিশ্চয়ই মা বাবাকে বলবে। সব শোনার পর বাবা তাকে ডাকবেই। তখন কী বলবে সে? কেন ছেলেটা স্যান্ডাদের পিছনে লেগেছিল জানতে চাইলে সে কী জবাব দিতে পারে! সিনেমা হল থেকে ফিরে আসার পর স্যান্ডাদের সঙ্গে ওদের যখন কথা হয়েছে, তখন তো সে সামনে ছিল না। যদিও স্যান্ডা এবং ইশা তাকে টিফিন খেতে খেতে ব্যাপারটা বলেছে। ওটা বললেই তো সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা বলতে হয়। আর সিনেমা দেখার প্ল্যান দিয়েছিল শোভন। মায়ের চোখে শোভন ভাল ছেলে নয়, এটা শুনলে আরও খারাপ হয়ে যাবে। ও-ই সব নষ্টের গোড়া বলে স্কুলে কমপ্লেইন করবে। তা হলে? যতই হোক, শোভনকে বিপদে ফেলা কি বন্ধুর কাজ হবে? অমৃত বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত। এখন যদি রাতের খাওয়া খেয়ে চটপট আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়া যেত, তা হলে বাঁচা যেত।

"মিত!" মায়ের গলা ভেসে এল।

ঢোক গিলল অমৃত নিজের চেয়ারে বসে। সে মনে মনে বলল, ওরা কেউ সত্যি কথা বললে বুঝবে না। শোভন তো শুধু সময় কাটাতে সিনেমা দেখতে চেয়েছিল, কোনও খারাপ মতলব ছিল না ওর। আর সিনেমাটা দেখতে তারও খুব খারাপ লাগছিল না, ইশাও মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ঠিকঠাক সিনেমা হয়ে গেলে ওরা স্কুলে ফিরে আসত। কেউ টের পেত না। আর ব্যাপারটা অন্যায় হলে ওরা মনে মনে নিজেদের দোষী মনে করত। সেটা যখন একবারও মনে হয়নি, তখন—! কিন্তু বাবা মা বুঝবেই না।

"কী হল? মিত? শুনতে পারছ না?" মায়ের গলার স্বর এবার চড়ায়।

অমৃত বেরিয়ে এল। বাবা বলল, "এখানে এসে ওই চেয়ারে বসো।"

"কেন?" অমৃত জিজ্ঞেস করল।

"আশ্চর্য!" মা ঝাঁঝিয়ে উঠল, "তুমি প্রশ্ন করছ? তোমাকে আসতে বলা হচ্ছে, তাই আসবে। এরকম অভদ্রতা কোত্থেকে শিখছ?"

অমৃত চুপচাপ এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল।

বাবা ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, "ওই মেয়েদুটো কি তোমার ক্লাসেই পড়ে?"

স্যান্ডাদের কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে বুঝে নিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল অমৃত।

"যে ছেলেটা ঝামেলা করছে, সে-ও কি তোমাদের স্কুলে পড়ে?"

"না।"

"কী করে চেনাজানা হল?"

"আমি চিনি না। স্যান্ডারাও চেনে না।" অমৃত বলল।

"স্যান্ডা?" বাবা জিজ্ঞেস করল, "অ্যাংলো ইন্ডিয়ান না বিদেশি?"

মা হাসল, "নিজেদের নাম বেঁকিয়ে না বললে মানহানি হয়, আসল নাম কী?"

"সন্‌টা, কিন্তু সবাই স্যান্ডা বলে।" অমৃত বলল।

"সন্‌টা? মাই গড! তুমি সন্ধ্যাকে সন্‌টা বলছ?" মা চেঁচিয়ে উঠল।

বাবা হাত তুলল, "ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওকে যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল, তখনই বিষবৃক্ষের বীজ পোঁতা হয়ে গিয়েছিল।"

"তার মানে? আমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে চেয়েছি ও বিষবৃক্ষ হবে বলে?" মা ঝট করে বাবার দিকে মুখ ফেরাল।

"তুমি কথাটা ধরতেই পারলে না। ও যে মাধ্যমে পড়বে, তার সহপাঠী অথবা টিচারদের প্রভাব ওর উপর পড়বেই। এতদিন শুনে আসোনি? রাম হয়ে গেছে রামা, অশোক অশোকা। সন্ধ্যা স্যান্ডা হলে অবাক হচ্ছ কেন?" বাবা বলল।

"তোমার ইচ্ছে রেখে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করলে একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষায়ও বসতে পারত না।" মা কাঁধ ঝাঁকাল।

"ছেড়ে দাও এই প্রসঙ্গ। হ্যাঁ, মিত, তুমি বলছ, ছেলেটাকে তোমরা কেউ চেনো না, সে গায়ে পড়ে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে এল?" বাবা জিজ্ঞেস করল, "এর আগে ওদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি?"

"আমি জানি না।"

"দ্যাখো, আজ শিউচরণ ওদের বাঁচিয়েছে। কালও যে এমন কাণ্ড ঘটবে না, তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। এইজন্য ওদের বাবা-মাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। ওরা হয়তো ভয় পেয়ে বাড়িতে কিছু বলবে না। তাতে তো বিপদ বাড়বে।" বাবা বলল।

ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠল অমৃত। ছেলেটা যে দুপুরেই ওদের বিরক্ত করেছিল বন্ধুদের নিয়ে, এটা কি বাবাকে বলা উচিত নয়? কিন্তু বললেই তো সিনেমা দেখার কথা বলতে হবে। আর সেটা বললেই মা শোভনের নামে প্রিন্সিপালের কাছে কমপ্লেইন করবেই। মিত মুখ নিচু করল।

মা বলল, "আমি একা সিদ্ধান্ত নিতে চাইনি বলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ওইটুকুনি মেয়ে সব, অথচ ওদের রাস্তায় বিরক্ত করছে যারা, তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। তুমিই মেয়েদুটোর বাড়িতে ফোন করো।"

বাবা ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, "এখন যথেষ্ট রাত হয়েছে। কাল সকালে কথা বলব। তুমি যাও, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।"

মিত উঠে গেলে মা যমুনাদিকে বলল মিতের খাবার দিতে। তারপর নিচু গলায় বাবাকে বলল, "তোমার ছেলের বেশ পরিবর্তন হচ্ছে। কীরকম হার্ড মুখ করে বসেছিল, লক্ষ করেছ?"

কথাগুলো ঠিক নিজের ঘরে ঢোকার সময় শুনতে পেয়ে গেল অমৃত। সে

www.boiRboi.blogspot.com

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার মুখ কি শক্ত হয়ে গেছে? রোজ যেমন দ্যাখে, তেমনই তো! সে গোঁফের উপর আঙুল বোলাল। এবার গোঁফ চাঁচতে হবে। কিন্তু কাল বাবা যদি সত্যি ফোন করে? স্যান্ডারা যদি বাড়িতে সব বলে দেয়, তা হলে খুব ভাল হবে। ওদের বাবা বলবেন, 'আমরা সব জানি, ধন্যবাদ।' বাবা জব্দ হয়ে যাবে তখন।

বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছিল না। কিছুক্ষণ আগে মা প্রতিরাতের মতো এই ঘর ভিজিট করে গিয়েছে। এখন ঘর অন্ধকার। বাইরে কোনও শব্দ নেই। কিছুক্ষণ উশখুশ করার পর অমৃত বিছানা থেকে নামল। নিঃশব্দে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল, বাইরের ঘরের আলোও নিভে গেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন বুঝতে পারল, মা বা যমুনাদির কোনও সাড়া নেই, তখন পা টিপে টিপে বাবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই পরদার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো দেখতে পেল। ঘরের বাঁ দিকের কোনায় রাখা টেবিলে যে ল্যাম্প জ্বলছে, তার আলো ঘরের বাইরে আসে না।

পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকে অমৃত দেখল, বাবা খাটে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কি না বুঝতে না পেরে সে যখন পিছন ফিরল, তখনই শুনতে পেল, "এসো।"

অমৃত আবার ফিরতেই বাবা জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবে?"

মাথা নাড়ল অমৃত।

"এসো এখানে।" হাত রেখে বিছানা দেখিয়ে দিল বাবা।

এভাবে বাবার পাশে অনেকদিন বসেনি অমৃত। অমৃত বসল।

"কী হয়েছে?"

অমৃত বাবার দিকে তাকাল। কিন্তু কীভাবে শুরু করবে? শোনামাত্র বাবা কী করবে? হঠাৎ এভাবে চলে আসাটা কি ঠিক হল?

"কিছু বলবে?" বাবার গলায় এবার বিরক্তি।

অমৃত দ্রুত মাথা নাড়ল। তারপর বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আজ ছুটি। এ বাড়িতে ছুটির দিনে সবাই দেরিতে বিছানা ছাড়ে। যমুনাদি এসে ডাকতে ঘুম ভাঙল। পরিষ্কার হয়ে বাইরে আসতেই দেখতে পেল বাবা আর মা চা খাচ্ছে। মা বলল, "অন্যদিন তো পড়ার সময় পাও না, এখন থেকে ছুটির দিন আর বেলা করে না উঠে পড়তে বোসো।"

অমৃত গম্ভীর মুখে চেয়ার টেনে বসতেই যমুনাদি দুধটা দিয়ে গেল। সঙ্গে টোস্ট।

মা হাসল, "কাল তোর কী হয়েছিল?"

অমৃত মায়ের দিকে তাকাল, ঠিক বুঝতে পারল না।

"এতদিন একা শুচ্ছিস, কাল রাতে কীসের ভয়ে বাবার কাছে শুতে গিয়েছিলি?" মা খুব মজা পেয়েছে বলে মনে হল।

"আমি ভয় পাইনি।"

"তা হলে? বাবার কাছে গেলি কেন?"

"এমনি। ইচ্ছে হল তাই।"

বাবা এতক্ষণ খবরের কাগজে চোখ রেখেছিল। এবার বলল, "তা মিতবাবু, মায়ের কাছে গেলে না কেন?"

"মা রাগ করত।"

"আমি রাগ করতাম?" মা চেঁচিয়ে উঠল, "কী পাজি ছেলে! কেন? আমি কি তোর সৎমা যে, তুই আমার কাছে গেলে রেগে যাব!"

"তুমি শুয়ে পড়লে ঘরে ঢোকা পছন্দ করো না।" অমৃত বলল।

"ও। আমি আর যা যা অপছন্দ করি, সেগুলো নিশ্চয়ই তুমি মনে রাখবে!" মা টেবিল থেকে উঠে পড়ল আচমকাই।

বাবা হাসল, "তা এসেছিলি যখন, তখন চলে গেলি কেন?"

"শুনলে তুমি রাগ করবে।" অমৃত মুখ নামাল।

"রাগ করার মতো কিছু নাকি?" বাবার কপালে এবার ভাঁজ পড়ল।

"আমি জানি না।"

"এই বলছ রাগ করব, আবার বলছ জানি না, কোনটা ঠিক?"

"বড়রা কীসে রাগ করে, তা বুঝতে পারি না।"

"অ। ঠিক আছে, রাগ করব না, এবার বলো।" বাবার মুখে কৌতুক।

"তুমি..." অমৃত ঢোক গিলল, "তুমি স্যান্ডাদের বাড়িতে ফোন করলে ওরা আমার পিছনে লাগবে। স্কুলের সবার কাছে আমি খারাপ হয়ে যাব।"

"কেন? আমি তো ওদের ভাল করতে চাইছি।"

"জানি। কিন্তু ওদের বাবা-মা নিশ্চয়ই প্রিন্সিপালের কাছে যাবেন, সমস্ত স্কুল জেনে যাবে, ওঁরা তোমার কাছে ইনফরমেশন পেয়েছেন। ওরা নিশ্চয়ই খুব বকুনি খাবে। আর তার জন্য আমাকেই দায়ী করবে।" অমৃত তাকাল।

"আশ্চর্য! এতে তো ওদের উপকারই হবে। কাল শিউচরণ ছিল, না থাকলে ওই ছেলেটা তো আরও বদমায়েশি করতে পারত। তোমার প্রিন্সিপাল জানলে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা নেবেন, যাতে এই ঘটনা দ্বিতীয়বার না ঘটে। তাই না?"

www.boiRboi.blogspot.com

"না। প্রিন্সিপাল খুব রাগী। ওদের টি সি দিয়ে দিতে পারেন।" অমৃত অসহায় বোধ করল। প্রিন্সিপাল যে পুলিশকে খবর দিতে পারেন, পুলিশ সিনেমায় যাওয়ার কথা বলতে পারে, এসব তথ্য বাবাকে দিতে পারছিল না সে।

"এসব তুমি কার পরামর্শে বলছ?" মায়ের গলা পিছন থেকে।

"মানে?"

"ওই শোভন তোমাকে নিশ্চয়ই পরামর্শ দিয়েছে?"

"না। শোভনের সঙ্গে আমার কথাই হয়নি।"

মা বলল, "শোনো, ছেলের কথায় কান দিয়ো না। মেয়েদুটোর যদি সর্বনাশ হয়ে যায়, তা হলে আমরাই দায়ী হব। তুমি এখনই ওদের বাড়িতে ফোন করো।"

বাবা কিছুক্ষণ অমৃতর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আজ তো ছুটির দিন। সকালবেলায় ওদের সমস্যায় না ফেলে সারাদিনের যে-কোনও সময়ে জানালেই হবে। আজ জেনে তো স্কুলে যেতে পারবে না। সেটা তো বন্ধ।"

মায়ের মুখ গম্ভীর হল।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল অমৃতর। সে উঠতেই বাবা জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি এখনও ধানগাছ দেখার ইচ্ছে আছে?"

"ধানগাছ!" অমৃত অবাক।

"হ্যাঁ। তা হলে তৈরি হয়ে নাও। এখনই যদি বের হই, তা হলে লাঞ্চের আগেই ফিরে আসতে পারব।" তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করল, "যাবে?"

"কোথায়?"

"এই কলকাতার একটু বাইরে।"

"তোমার মাথা কি খারাপ হয়েছে? ছুটির দিনে বাড়িতে কত কাজ করতে হয়, তা জানো না। রাজ্যের জামাকাপড় এখন ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে বসে থাকতে হবে।" মা একটানা বলে গেল।

"তা হলে যাই, তোমার ছেলেকে ধানগাছ দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

"আর সময় পেলে না? সকালের পড়ার বারোটা বেজে যাবে।"

"একদিনই তো।"

গভীর অন্ধকার থেকে আচমকা আলোয় উঠে এলে কি এমন লাগে? নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল অমৃত, "বাবা!"

বাবা মুখ তুলে তাকাল।

"আমরা বাইরে লাঞ্চ করতে পারি না?"

বাবা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

১৩

বাড়ি থেকে বেরুবার আগে মা বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "কখন ফিরছ তোমরা?"

"বিকেলের মধ্যেই।" বাবা জুতোর ফিতে বাঁধছিল। অমৃত তৈরি।

"বাব্বা! এখন বেরিয়ে বিকেলে ফিরবে? যাচ্ছ কদ্দূরে?"

"এই হাওড়া জেলাতেই তো প্রচুর ধানগাছ দেখা যায়।" বাবা উঠে দাঁড়াল।

"যাও, ধানের উপর বাতাসের ঢেউ খেলে যাওয়া দেখে এসো।" মা অমৃতর দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করল। লাইনটা অমৃত জানে। আরও ছেলেবেলায় বাবাকে একটা গান গাইতে শুনত, তার মধ্যে লাইনটা ছিল। মা বলামাত্র বাবা গানটা গুনগুনিয়ে উঠল, "ধনধান্যপুষ্পভরা!"

ওরা নীচে নামতেই বাবলু আর টুকাইকে দেখতে পেল অমৃত। বাবলুর হাতে ক্রিকেট ব্যাট। বাবার সঙ্গে সেজেগুজে অমৃতকে বেরিয়ে আসতে দেখে বোধহয় অবাক হয়ে গিয়েছিল ওরা, অমৃত হাসল। ওদের পাশ দিয়ে বাবা চলে গেল গাড়ি বের করতে।

"কোথায় যাচ্ছিস রে?" বাবলু জিজ্ঞেস করল।

"ধানগাছ দেখতে।" গম্ভীর মুখে বলল অমৃত।

"ধ্যাৎ! ধানগাছ কেউ দেখতে যায় নাকি!" টুকাই বলল।

"তুমি ধানগাছ সামনে থেকে দেখেছ?" টুকাইকে জিজ্ঞেস করল অমৃত।

"কত!" টুকাই মাথা নাড়ল, "লক্ষ্মীপুজোর সময় ধানসুদ্ধ ডাল নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। দ্যাখোনি? তোমাদের বাড়িতে পুজো হয় না?"

"না।"

"কেন? তোমরা কি খ্রিস্টান?"

বাবাকে গাড়ি নিয়ে আসতে দেখে জবাব দেওয়ার দায় থেকে বেঁচে গেল অমৃত। বাবা দরজা খুলে দিলে উঠে বসল সে। গাড়ি বেরিয়ে এল হাউজিং কমপ্লেক্স থেকে। ছুটির দিন বলেই রাস্তা ফাঁকা। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অমৃত জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবা, আমরা কি খ্রিস্টান?"

বাবা অবাক হয়ে তাকাল, "হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"আমাদের বাড়িতে তো কোনও পুজো হয় না, তাই।"

"আমাদের বাড়িতে কি যিশু খ্রিস্ট বা মাদার মেরির সামনে উপাসনা হয়?"

"না। তা হলে আমরা কি মুসলমান?"

"তা হলে তো আমরা রোজ নমাজ পড়তাম, মসজিদে যেতাম।"

"হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টানের কোনওটাই যদি না হই, তা হলে আমরা কী?"

www.boiRboi.blogspot.com

"আমরা মানুষ।"

"মানুষের তো ধর্ম থাকে।"

"হ্যাঁ। তবে মানুষের সত্যিকারের ধর্ম হল মানবধর্ম।"

"সেটা কীরকম ধর্ম?"

"দ্যাখো, গোরু, ছাগল, ভেড়া, সিংহ ঈশ্বর তৈরি করেছেন। তারা শুধু খায় আর ঘুমোয়। নিজেকে বাঁচাতে যেটুকু ভাবতে হয়, তার বেশি ভাবার সময় নেই। ঈশ্বর মানুষকে তৈরি করেছেন ভাবার শক্তি, হৃদয় দিয়ে। যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন সে শুধু নিজের কথাই ভাববে না, তার চারপাশের মানুষ, পরিবেশের কথাও ভাববে। কেউ বিপদে পড়লে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। নইলে পশুদের থেকে তার ভূমিকা আলাদা হবে কী করে? এটাকেই তুমি মানবধর্ম বলতে পারো।" বাবা গাড়ি চালাতে চালাতে বলল।

"মানবধর্ম করতে হলে পুজোটুজো করতে হয় না?"

"না। শুধু মনে রাখতে হয় প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের জন্য।"

"মা তা হলে মানবধর্ম মানে না।" মন্তব্য করল অমৃত।

"কেন এ-কথা মনে হল তোমার?" বাবা একবার তাকাল।

"আমি যখন আরও ছোট ছিলাম, তখন ক্লাসের কাউকে টিফিন থেকে কিছু দিলে মা খুব বকত। এখনও বলে, অসভ্য ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশবে না। আচ্ছা, মা যাদের চেনে না, জানে না, তাদের অসভ্য বলবে কেন?" রাগী গলায় বলল অমৃত।

"মা তোমাকে এত ভালবাসে যে, তার মনে হয় তোমার ক্ষতি হতে পারে।"

"অথচ মা পুজো করে না, তার মানে, মা হিন্দু নয়।" অমৃত নিজের মনে বলল।

"শোনো মিত, মানুষ যখন জন্মায় তখন তার কোনও ধর্ম থাকে না। সাধারণত একটু বড় হয়ে সে বাবা-মায়ের ধর্মটাই নিজের ধর্ম মনে করে। ধর্ম কোনও এক সময় মানুষকে একটা নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখত। সময় বদলে গিয়েছে, জীবনযাপনের পদ্ধতিরও বদল হয়েছে, কিন্তু ধর্ম অতীতে যা ছিল, তা কি আর মেনে নেওয়া সম্ভব? তাই মানুষ যে যার নিজের মতো করে বেঁচে থাকে। হিন্দুধর্ম এ ব্যাপারে এত উদার যে, কেউ যদি সারাজীবনে একবারও মন্দিরে না যায় বা বাড়িতে পুজো না করে, তা হলেও সে হিন্দু হয়ে থাকতে পারে। ও কে!" বাবা কথা বন্ধ করল।

অমৃত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। ওদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল খ্রিস্টান। স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দ্বারা পরিচালিত।

প্রত্যেকদিন যিশুর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে প্রেয়ার করতে হয়। তা ছাড়া বাইবেলের নির্বাচিত অংশ পড়তে হয়েছিল তাদের। ছাত্রদের মধ্যে খ্রিস্টান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীও আছে। কিন্তু সবাই প্রেয়ারে আসে। ম্যাডাম বলেন, সব ধর্মের সারকথা নাকি এক। তাই যদি হয়, তা হলে আলাদা আলাদা ধর্ম তৈরি হয়েছিল কেন?

গাড়ি তখন ব্রিজের উপর উঠেছে। দূরে ভিক্টোরিয়া দেখা যাচ্ছে। বাবা বলল, "এখানে গাড়ি থামানো নিষেধ। ভাল করে দেখে নাও। আমরা এখন গঙ্গা পার হচ্ছি। এটা দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ। ওপাশে কলকাতা, এপাশে হাওড়া।"

মুগ্ধ চোখে দেখে যাচ্ছিল অমৃত। নীচে জল বয়ে যাচ্ছে খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে। তিনটে নৌকো দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। একঝাঁক পাখি উড়ে গেল ছবি আঁকতে আঁকতে।

"এই রাস্তার নাম বোম্বে রোড।"

"বোম্বে রোড?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এখন মুম্বই রোড বলতে হবে।" অমৃত বলল।

"তা বলতে পারো। এটা হাওড়া জেলা।"

কিছুক্ষণ পরেই বাড়িঘর ছাড়িয়ে দু'পাশে চাষের মাঠ চলে এল। কিন্তু মাঠে কোনও গাছ নেই। বাবা বেশ অবাক হয়ে রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, "স্ট্রেঞ্জ!"

দরজা খুলে নেমে বাবা বলল, "মিতবাবু, তোমার যদি জলবিয়োগ করার ইচ্ছে থাকে, তা হলে করে নিতে পারো। ওপাশটা নির্জন।"

'জলবিয়োগ' শব্দটা প্রথম শুনল অমৃত। শুনেই মানে বুঝতে পারল। বাড়িতে কখনওই বাবা শব্দটা বলেনি। বাইরে আসায় বাবাকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে। সে মাথা নেড়ে না বলল।

এই সময় একটা লোককে দেখতে পেয়ে বাবা জিজ্ঞেস করল, "মাঠের ধান কাটা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। ধান উঠে গেছে।"

"যাঃ।"

"কেন বাবু, ধান কিনবেন? তা হলে মুখার্জিদের গোলায় চলে যান।"

"না, না! আমার ধান কেনার দরকার নেই। আমার ছেলে কখনও ধানগাছ দ্যাখেনি, তাই ওকে দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম।" বাবা সত্যি কথাটা বলল।

www.boiRboi.blogspot.com

লোকটা চোখ কপালে তুলল, "সে কী? অ খোকাবাবু, তোমাকে দেখে তো সাহেব বলে মনে হয় না, তুমি তো বাঙালি!" লোকটা হাসতে হাসতে বলল।

"মানে?" বিরক্ত হল অমৃত।

"বাঙালির ছেলে হয়ে ধানগাছ দ্যাখোনি? কালে কালে কী হল রে বাবা!" বলে লোকটা চলে গেল।

বাবা বলল, "তোমার কোনও অন্যায় হয়নি। আমরা না দেখালে তুমি কীভাবে দেখবে! ও তো জানে না, তাই বলল। চলো।"

"কোথায়?"

"বাড়ি ফিরে যাই।" বাবা বলল।

"না। আমি আজ ধানগাছ দেখবই। না দেখে ফিরব না।"

"কিন্তু মিত, ধানকাটার সময় চলে গেছে। এখন তো ধানগাছ দেখা যাবে না।"

"তা হলে তুমি আমাকে নিয়ে এলে কেন?"

"আমি সময়টা ভুলে গিয়েছিলাম বাবা।"

"না। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ধানগাছ এখনও মাঠে আছে।" জেদ ধরল অমৃত। তার মনে হল, যে গাছগুলো পরে বড় হয়েছে, তাদের একসঙ্গে কাটা হবে কেন?

আবার গাড়ি চলল। একসময় বড় রাস্তা ছেড়ে সরু পিচের পথ ধরে অনেকটা ভিতরে চলে গেল ওরা। মাঠ ন্যাড়া, কোথাও ধানগাছ নেই। একটা গ্রাম সামনে, তার মুখে চায়ের দোকান। দোকানের অবস্থা খুবই করুণ। বাবা তার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, "একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।"

অবাক হয়ে অমৃত জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই দোকানে চা খাবে?"

"বাইরে বের হলে ওসব বিচার করতে নেই। গরম চা তো ক্ষতি করবে না। এসো।"

বয়ামে বাসি কেক, বিস্কুট, কিন্তু নিমকি ভাজা হচ্ছে দোকানে। বাবা এক কাপ চা দিতে বলল। দোকানদার বলল, "খোকাবাবু কিছু খাবে না?"

"ওর খাওয়ার মতো কিছু নেই এখানে।"

"গরম গরম নিমকি ভাজছি — ।"

"না। চা ভাল করে করবেন।"

নিমকি ভাজার গন্ধ এত কাছ থেকে পায়নি অমৃত। দারুণ! যদিও বাড়িতে খেয়ে আসা খাবার এখনও হজম হয়নি, তবু ওই গন্ধটা তাকে টানতে লাগল।

চায়ের গ্লাসে বাবা চুমুক দিলে সে জিজ্ঞেস করল, "কীরকম খেতে?"

"মোটামুটি।"

"আমি একটা নিমকি খাব?"

"এরকম দোকান থেকে খেতে ইচ্ছে করছে?"

"একটা খাই।"

বাবা দুটো নিমকি দিতে বলল। বেশ খেতে এবং অমৃত লক্ষ করল, তার খাওয়া শেষ হওয়ার অনেক আগেই বাবার খাওয়া হয়ে গেল। তার মানে, বাবার খেতে ইচ্ছে করছিল।

বাবা দোকানদারকে বলল, "এখন আর মাঠে ধানগাছ পাওয়া যাবে না, না?"

"এদিকে পাবেন না। তবে..." লোকটি ভাবল একটু, "ওদিকে, ওই হুগলির দিকে গেলে পেতে পারেন। পরশুদিন লোক গেল ধান কাটতে।"

চা-নিমকির দাম মিটিয়ে বাবা আবার গাড়িতে উঠল। অমৃত বলল, "বাবা, যাবে ওখানে? এখান থেকে কতদূর হবে?"

গম্ভীর মুখে বাবা বলল, "গেলে বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

"একটু দেরি হলে কী হয়! আমার আজকে খুব ভাল লাগছে।"

বাবা তাকাল, তারপর হেসে বলল, "বেশ, চলো। কিন্তু মনে রেখো, আজ মায়ের বকুনি খেতে হবে এর জন্য।"

অমৃত তাকাল বাবার দিকে। মা তাকে বকে, যমুনাদিকে বকে, আবার বাবাকেও। তা হলে মাকেই বাড়ির সবচেয়ে বড় বলা উচিত। অথচ বাবার বয়স তো মায়ের চেয়ে বেশি! বাবা মাকে কখনও বকেছে বলে মনে পড়ল না অমৃতর, কিন্তু মা তো প্রায়ই বকে। এরকম হয় কেন?

গাড়ি চলছে বেশ জোরে। জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে খুব। এরকম দিন এর আগে কখনও আসেনি অমৃতর জীবনে। বাবা-মায়ের সঙ্গে গাড়িতে এর আগে অনেকবার বেরিয়েছে সে, কিন্তু সেটা কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। মাঝে-মাঝে বাবা বলত, 'একবার লং ডিসট্যান্সে যেতে হবে।' মা ঠাট্টা করত,'ওই বুড়ি গাড়িতে? তুমি যেয়ো, মাঝ-রাস্তায় পড়ে থাকতে হবে।'

কিন্তু এখন গাড়ি তো ভালই চলছে। এক সময় বাবা বলল, "আমরা হুগলি জেলায় ঢুকে গেলাম। কিন্তু এদিকেও তো ধান কাটা হয়ে গেছে।"

ন্যাড়া মাঠ দেখতে পেল অমৃত। হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল। বাবা বলল, "এই যে বাঁদিকে যে রাস্তা গিয়েছে, এটা ধরে মাইল দু'য়েক গেলে আমার মামার বাড়ি।"

"তোমার মামা?" অমৃত অবাক।

"হুঁ। কলেজে পড়ার সময় পর্যন্ত খুব যেতাম। শীতের সময় কত খেজুরের রস খেয়েছি! দাদু মারা যাওয়ার পর যাওয়া-আসা কমে গেল।" বাবা উদাস।

"কেন?"

"এরকম হয়। তোর ঠাকুমা থাকতে ঘনঘন যাওয়া-আসা ছিল। বিয়ের সময় এসেছিল ওরা। তারপর আর একবার।" বাবার গলা যেন ধরে এল।

"মা যায়নি ওখানে?"

"না। গেলে খুব সমস্যায় পড়ত।"

"কেন?"

"তখনও ওই গ্রামে জলের পাইপ বসেনি। কুয়ো থেকে জল তুলত। কমোড ছিল না টয়লেটে। বালতিতে জল ভরে যেতে হত বাড়ির পিছনে আলাদা করা টয়লেটে। তোর মায়ের তো ওসব অভ্যেস ছিল না।"

"এখনও সেরকম আছে?"

"বোধহয় না। অবশ্য আমি জানি না, অনেকবছর যাওয়া হয়নি।" বাবা একটু ভাবল, "মিত, হঠাৎ যখন এদিকে এসে পড়েছি, তখন একবার দেখা করে যাই, কী বলিস?"

ঘাড় নাড়ল অমৃত। তারপর জিজ্ঞেস করল, "ওরা কি গ্রামে থাকে?"

"হ্যাঁ। এঁদো পাড়াগাঁ।"

দেড় মাইল যাওয়ার পর বাবা উত্তেজিত হল, "মিত, দ্যাখ, দ্যাখ —!"

বাবার হাত লক্ষ্য করে তাকাল অমৃত। মাঠের উপর কোমরসমান গাছগুলো কি ধানগাছ? বাবা গাড়ি থামাতেই সে দরজা খুলল। রাস্তা ছেড়ে বাবা সামনে গিয়ে বলল, "লুক মিত, একেই বলে ধানগাছ। ভাল করে দ্যাখো, থোকা থোকা ধান ফলে আছে।"

সবিস্ময়ে ধানগাছ দেখল অমৃত। বেশি ধান হওয়ায় মাথা নুইয়ে পড়েছে।

বাবা বলল, "এখানে গাছ মানে বৃক্ষ নয়। ডাঁটি, পাতা, ফল থাকায় গাছ বলা হয়। এবার ওরা একেবারে মাটি থেকে মুড়িয়ে কেটে ফেলবে। ধান থেকে চাল হবে, আর গাছ থেকে খড়। আবার বর্ষার সময় নতুন গাছ লাগাবে। এ-সব জমিতে বছরে দু'বার ফসল হয়। সব ধান থেকে অবশ্য একই চাল হয় না।"

"কেন?"

"এক-এক সময় এক-এক রকমের ধান হয়। যেমন, বর্ষাকালে এখানে আউস ধান জন্মায়। খুব তাড়াতাড়ি গাছগুলো বড় হয়। পুজোর পর যে ধান হয়, তাকে বলে আমন ধান। এ ছাড়া আরও অনেক ধান আছে, যার সবগুলোর নাম আমি জানি না।"

"বাবা, এই ধান না হলে আমরা ভাত খেতে পারতাম না, না?"

www.boiRboi.blogspot.com

"হ্যাঁ।"

এই সময় একজন লোক সাইকেলে চেপে পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ব্রেক কষলেন, "কে ও? রন্টি না?"

বাবার চেহারা একদম বদলে গেল, "হ্যাঁ, কেমন আছেন ছোটমামা?"

"তুই? তুই এখানে?" ভদ্রলোক প্রৌঢ়, সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালেন। বাবা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। ছোটমামা বললেন, "থাক, থাক। তা এদিকে কোনও কাজে এসেছিস নাকি?"

"না। এ আমার ছেলে। ওকে ধানগাছ দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম। দেখিয়ে আপনার বাড়িতে যাচ্ছিলাম।" বাবা বলল।

"তোর ছেলে? এসো, কাছে এসো। কী নাম তোমার?"

বাবাকে নকল করে ছোটমামাকে প্রণাম করল অমৃত। তারপর নাম বলল।

"বাঃ, খুব সুন্দর নাম। আমি তোমার ছোটদাদু হই। কখনও তো দেখিনি। তুমি শহরে থাকায় ধানগাছ দ্যাখোনি, আর আমি সভ্যতার শিকার হওয়ায় তোমায় দেখিনি।" প্রৌঢ় অমৃতর মাথায় হাত রাখলেন।

বাবা জিজ্ঞেস করল, "বাড়ির সবাই ভাল?"

"যাচ্ছ যখন, তখন নিজের চোখেই দেখতে পাবে। তুমি যে শেষ পর্যন্ত এলে, তাতেই আমার আনন্দ হচ্ছে। আর এ তো উপরি পাওনা। যাও দাদু — !" প্রৌঢ় আবার সাইকেলে উঠে পড়লেন, "আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। তা দাদু, ধানগাছ তো দেখলে, ধানগাছের তক্তা দেখেছ?"

"না।" অমৃত মাথা নাড়ল।

হো হো করে হাসলেন প্রৌঢ়, "কী করে দেখবে? অসম্ভব বস্তু, সোনার পাথরবাটির মতো। আচ্ছা, চলি।" সাইকেলে চড়ে তিনি উলটোদিকে চলে গেলেন।

১৪

ধানখেতে গিয়ে পুরুষ্টু ধানসমেত গাছ ছিঁড়ে নিল অমৃত। বাবা জিজ্ঞাসা করল, "ওটা নিয়ে কী করবে?" গাড়ির পাশে এসে অমৃত জবাব দিল, "বন্ধুদের দেখাব।" বাবা যেন অনেকটা নিজের মনেই বলল, "কী অবস্থা!"

"কী অবস্থা বললে কেন?"

"কিছু না। উঠে পড়ো।"

অমৃত গাড়িতে উঠে সযত্নে ধানগাছটাকে পিছনের সিটের উপর রেখে দিল।

www.boiRboi.blogspot.com

গাড়ি চালু করে বাবা বলল, "আমরা এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে যাওয়ার কোনও প্ল্যান আগে ছিল না। কিন্তু মামার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার পর না যাওয়াটা অত্যন্ত অসভ্যতা হবে।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"আমার মামার বাড়িতে।"

খাটা পায়খানা ব্যাপারটা কী জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছিল, কিন্তু সেই সময় বাবা গাড়ি দাঁড় করাল। জানালা দিয়ে বাইরের একটা জলাশয় দেখিয়ে বলল, "ওই পুকুর থেকে আমি একদিন দেড় কেজি ওজনের মাছ ধরেছিলাম, জানিস?"

"তুমি মাছ ধরেছিলে?" মুখ-চোখে আলো ফুটেছিল অমৃতের, "কী মাছ?"

"কাতলা। তখন আমি কলেজে পড়ি।" বাবাকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

"যদি জলে পড়ে যেতে? তুমি সাঁতার জানো?"

"ওই পুকুরটা রোজ বারবার পারাপার করতাম।"

"তখন মাছেদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেত?"

"দুর! মানুষের আওয়াজ পেলেই মাছেরা একেবারে জলের নীচে চলে যেত।"

বাবা আবার অ্যাকসেলেটরে চাপ দিল। মাছের প্রসঙ্গ ওঠায় খাটা পায়খানা প্রসঙ্গ অমৃতের মাথা থেকে উড়ে গেল। সে একতলা বাগানওয়ালা বাড়িগুলো দেখতে লাগল। গাড়ি চালাতে চালাতে বাবা বলল, "কত বদলে গেছে গ্রামটা। আগে টিনের ছাদওয়ালা বাড়িই বেশি ছিল। বৃষ্টির সময় দারুণ আওয়াজ হত। কতকাল পরে এলাম।"

"কতকাল পরে?"

"অনেক কাল। সেই তোর মাকে নিয়ে ফিরে যাওয়ার পর আর আসিনি।"

ইতিমধ্যে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে গাড়ির পিছন পিছন দৌড়তে শুরু করেছে। সেটা দেখে অমৃত জিজ্ঞাসা করল, "ওরা দৌড়চ্ছে কেন?"

"মজা পাচ্ছে। গ্রামের ভিতর তো রোজ রোজ গাড়ি ঢোকে না।"

বাবা যে ঠিক বলেনি তা বাঁক ঘুরতেই বোঝা গেল। দু'দুটো মারুতি ভ্যান একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা বলল, "আরে! কালু দত্তরা গাড়ি কিনেছে।"

"কালু দত্ত কে, বাবা?"

"আমাদের সঙ্গে ফুটবল খেলত।" এই সময় একটা টাকমাথা লোক ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই বাবা গাড়ি থামাল। লোকটা গাড়িটাকে থামতে দেখে এগিয়ে এল, "আরে! তুমি! কী খবর? এদিকে আসা তো ছেড়েই

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়েছ।"

"এই কাজের চাপে..." বাবা হাসল।

"এটি কে? পুত্র নাকি?"

"হ্যাঁ। গাড়ি কার? তোমার?"

"ভাড়া খাটাই। এদিকে ভাল ডিম্যান্ড। একটু পরেই বেরিয়ে যাবো। খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে তো।"

"ঠিক আছে, চলি।" বাবা গাড়ি চালু করতেই লোকটা পিছনে-ছোটা বাচ্চাদের এমন জোরে ধমক দিল যে তারা পালিয়ে পথ পেল না।

একটা ছোট্ট পুকুরের পাশে গাড়ি রেখে বাবা বলল, "আয়।"

ধানগাছটার কথা মনে পড়ায় সেটাকে গাড়িতেই রেখে যাওয়া ঠিক হবে সিদ্ধান্ত নিয়ে গাড়ি থেকে নামল অমৃত। বাবা বলল, "ওই যে বড় বাড়িটা, ওটাই আমার মামার বাড়ি। আমার মামা মানে তোর কী হল?"

"দাদু।"

"গুড। সামনে দিয়ে না গিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকি।"

"খিড়কি দরজা কী?"

"ব্যাক ডোর। পিছনের দরজা।" বাবা হাঁটতে শুরু করল।

"আমাদের বাড়িতে ব্যাক ডোর নেই কেন?"

"ফ্ল্যাটবাড়িতে সেটা সম্ভব নয়।" বাড়ির পিছন দিকে অনেক নারকোল সুপুরি গাছ পেরিয়ে বাবার সঙ্গে যে দরজাটার সামনে অমৃত এসে দাঁড়াল, সেটি ভেজানো। ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরে একটা বেশ বড় উঠোন। এই উঠোন শব্দটা পরে শুনেছে অমৃত। উঠোনের তিনপাশে বারান্দাওয়ালা ঘর। এক বৃদ্ধা সেই বারান্দায় মোড়ায় বসে আছেন খিড়কি দরজার দিকে পিছন ফিরে। তাঁর হাতে লাঠি। মাঝে মাঝে সেটা মেঝের উপর ঠুকছেন। সামনে কতগুলো টেঁতে কিছু শুকোচ্ছে।

বাবা চাপা স্বরে বলল, "আমার দিদা। নব্বুইয়ের উপর বয়স। চোখে দেখতে পায় না। দাঁড়া।"

বাবা শব্দ না করে বৃদ্ধার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ডান হাতে বৃদ্ধার কনুই স্পর্শ করল। চমকে মুখ ফেরালেন বৃদ্ধা। মুখের, গলার, হাতের চামড়ায় অজস্র ভাঁজ। বললেন, "কে? কে এল?"

বাবা হাসল, কথা বলল না।

বৃদ্ধা ততক্ষণে বাবার হাতটা দুই হাতে ধরেছেন। লাঠিটা পড়ে গিয়ে ঠকাস শব্দ হল। দু'হাতে বাবার আঙুল থেকে কনুই স্পর্শ করতে করতে বৃদ্ধা যেন কিছু একটা আন্দাজ করছিলেন। বললেন, "দেখি, দেখি, মুখটা দেখি।"

বাবা নিচু হতে আঙুল দিয়ে নাক, চোখ, কপাল, চিবুক পরীক্ষা করতে করতে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে হতভাগা! অ্যাদ্দিনে তোর আসার সময় হল? কী দেখতে এলি? আমাকে যমে নিয়েছে কিনা? দ্যাখ, আমি যমের মুখে আগুন দিয়ে দিব্যি বেঁচে আছি। অ বউমারা—!"

বাবা তখন বৃদ্ধার দুই হাতে আটকে আছে। চিৎকার শুনে ঘর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। বাবাকে দেখে ঘোমটা দিতে গিয়েও থেমে গেলেন, "ওমা! এ কী কাণ্ড!"

বৃদ্ধা বললেন, "টুনির ছেলে। আমার সঙ্গে রঙ্গ করছে। ভেবেছিল চিনতে পারব না!"

বাবা বলল, "সত্যি বলো তো, কী করে চিনলে? কত বছর পরে এলাম!"

"আমার মেয়ের রক্তে তুই তৈরি। গায়ে হাত দিলেই তো মন চিনিয়ে দেয়। আয়, কাছে এসে বোস। হ্যাঁ, তুই একা এলি, না নাতবউ সঙ্গে এসেছে?" বৃদ্ধা বাবাকে তাঁর পাশে মেঝের উপর বসিয়ে দিলেন। হাতটা তখনও ধরে আছেন। তাই দেখে মহিলা একটা মোড়া এগিয়ে দিচ্ছিলেন। বাবা বলল, "থাক।"

এই সময় মহিলার নজর পড়ল অমৃতর দিকে। বললেন, "তুমি কে? এসো এদিকে!"

বাবা বলল, "আমার ছেলে।"

"তাই?" মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম তোমার?"

"অমৃত।"

"বাঃ, কী সুন্দর! এদিকে এসো। মা এসেছেন সঙ্গে?"

মাথা নেড়ে না বলল অমৃত।

"মাকে সঙ্গে নিয়ে আসোনি কেন?"

অমৃত বাবার দিকে তাকাল। বাবা বলল, "ওকে জরুরি কাজে বেরোতে হবে —"

বৃদ্ধা বললেন, "অ ছোঁড়া, কই, এদিকে আয়, আমার কাছে আয়।"

অমৃত এগিয়ে যেতেই খপ করে ওর হাত ধরে ফেললেন বৃদ্ধা, "ওমা, এ যে দেখছি বেশ বড়সড় ছেলে! কখন জন্মালি, এত বড় হয়ে গেলি, কিছুই জানতে পারিনি। আমি কে জানিস?"

"বাবার দিদা।"

"তোর কী হই?"

"আমি জানি না।"

"জানবি কী করে! তোর বাবার মা ছিল আমার মেয়ে। আমি তোর বড়মা। দেখি, চোখ বন্ধ কর।"

অমৃত চোখ বন্ধ করতেই খড়খড়ে আঙুল কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত স্পর্শ করে গেল।

মহিলা বললেন, "খিদে পেয়েছে তোমার?"

বৃদ্ধা বললেন, "ওকে এখন নারকেলের নাড়ু দাও। তাই দিয়ে জল খাক। ভাত নামতে তো দেরি হবে।"

বাবা বলল, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমরা খেয়েই এসেছি।"

অমৃত চট করে তাকাল বাবার দিকে। সেটা লক্ষ করে মহিলা বললেন, "কী রে? তুই নারকেলের নাড়ু খাবি না? খাবি তো আয় আমার সঙ্গে।"

বৃদ্ধা বললেন, "যা রে। ও তোর দিদা হয়। তুই গিয়ে খা, আমি ততক্ষণ তোর বাপের সঙ্গে একটু গল্প করি।" অমৃতকে ছেড়ে দিলেন তিনি।

নাড়কেলের নাড়ু খেতে এত ভাল লাগবে ভাবেনি অমৃত। ওদের বাড়িতে নারকেল আসে না। যমুনাদি একবার দেশ থেকে ফেরার সময় নারকেল এনেছিল দেখে মা খুব বকেছিল। নারকেল নাকি রক্তের কী একটা বাড়িয়ে দেয়। তরকারিতে দিয়েছিল যমুনাদি। বাবা বলেছিল, 'এভাবে অপচয় না করে নাড়ু বানাতে পারতে।' মা হেসেছিল, 'সোনায় সোহাগা! একে নারকেল, তার উপর গাদাখানেক গুড়।'

টপাটপ চারটে নাড়ু খাওয়া হয়ে গেলে দিদা বললেন, "আর খেলে ভাত গলা দিয়ে নামবে না। বিকেলে খেয়ো।"

"ঠিক আছে।"

এই সময় বাইরে থেকে একটা গলা ভেসে এল, "তোমাদের বাড়িতে কে এসেছে গো?"

"ওই যে এলেন।" তারপরেই গলা তুলে দিদা জিজ্ঞেস করলেন, "কে খবর দিল?"

উত্তরের অপেক্ষা করতে হল না। দরজায় এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে, যার বয়স অমৃতর সমানই হবে। মেয়েটির মাথায় বিশাল লম্বা একটা বেণী। ফরসা নয় আবার কালোও নয়। চোখদুটো খুব মিষ্টি। দিদা বললেন, "এ হল রিনি।"

"ভাল নামটা বলে দাও!" রিনি বিরক্ত হল।

"তুই বল।"

"প্রজ্ঞাপারমিতা। তুমি?"

"আমি অমৃত।"

দিদা বললেন, "যাও, রিনির সঙ্গে গ্রামটা ঘুরে দেখে নাও। এখন আমার হাতে অনেক কাজ। বেশি দেরি করবে না কিন্তু।"

www.boiRboi.blogspot.com

"বাবা —" অমৃত উঠে দাঁড়িয়েছিল পিড়ি থেকে।

"বাবাকে আমি বলে দেব।"

অমৃত বাইরে বেরিয়ে এল রিনির সঙ্গে। রিনি বলল, "তোমাকে আমি তুমি বলছি। তুমি তো আর বড় ছেলে নও। কলকাতায় থাকো?"

"হ্যাঁ।"

"যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তিনি তোমার বাবা?"

"হ্যাঁ।"

ওরা খিড়কি দরজা দিয়েই বাইরে বেরিয়ে এল। রিনি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?"

অমৃত বলামাত্র রিনি চেঁচিয়ে উঠল, "আমিও তো তাই। বাঃ! আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। কিন্তু তোমাদের ওখানে তো অনেকগুলো মিডিয়ামে পড়ানো হয়, তাই না?"

"মিডিয়াম?"

"বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি। তুমি কোন মিডিয়ামে?"

"ইংলিশ।"

রিনি একটু তাকিয়ে থেকে বলল, "তার মানে তোমরা খুব বড়লোক।"

"এ কথার মানে কী?"

"ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ার খরচ অনেক বলে শুনেছি। সবাই করতে পারে না।" রিনি বলল, "কিন্তু তোমার তো নাক উঁচু নয়।"

"নাক কেন উঁচু হবে?"

"ডাঁটে। ভাল ইংরেজি বলতে পারো, তাই।"

"দুর! কী বোকা বোকা কথা!"

"না গো। গতবছর মণ্ডলবাড়িতে একটা ছেলে এসেছিল। ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ে। সে এমন ফটাফট ইংরেজি বলত যে, গ্রামের কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি।" কথা বলতে বলতে রিনি একটা পুকুরঘাটে এসে দাঁড়াল। সেখানে কয়েকজন মহিলা কাপড় কাচছেন। একজন চেঁচিয়ে বললেন, "অ রিনি! এটিকে কোথায় পেলি?"

"আমি কেন পাব? নীরজাদিদা বলল, 'রিনি যা, ওকে গ্রাম দেখিয়ে নিয়ে আয়। তাই সঙ্গে রয়েছি।" রিনি কথা শোনাল।

"অ! ওই বাড়িতে এসেছ তুমি!" মহিলারা অমৃতকে এমনভাবে দেখতে লাগলেন যে, সে বেশ লজ্জা পাচ্ছিল।

রিনি জিজ্ঞেস করল, "এই পুকুরটা তুমি সাঁতরাতে পারবে?"

"না। আমি সাঁতার জানি না।"

www.boiRboi.blogspot.com

"কী কাণ্ড! ইংলিশ মিডিয়ামে সাঁতার শেখায় না?"

"মা বলেছিল, সুইমিং-এ ভর্তি করিয়ে দেবে। সময়ই পাওয়া যায় না।"

"তা হলে খবরদার জলে নেমো না, নৌকোয় উঠো না। ডুবলেই মৃত্যু। চলো।"

আর একটু এগোতেই একটা ঝাঁকড়া এবং লম্বা গাছ দেখাল রিনি, "আমি ওই মগডাল পর্যন্ত উঠতে পারি। ওখানে উঠলে পুরো গ্রামটাকে দেখা যায়। উঠবে?"

"আমি কখনও গাছে উঠিনি।" অমৃত বলল।

হাঁ হয়ে গেল রিনি। তারপর বলল, "কেন? কলকাতায় গাছ নেই?"

"কেন থাকবে না? আমাদের উঠতে দেয় না।"

"তার মানে তোমাদের খুব শাসনে থাকতে হয়, তাই?"

"হ্যাঁ, পড়া আর পড়া।"

"তুমি কত নম্বর পাও? অনেক?"

"হ্যাঁ, পঁচাশির নীচে হলে রক্ষে নেই।"

"পঁচাশি? বাব্বাঃ! আমি ষাটই পাই না। তার মানে তুমি সব সাবজেক্টে স্টার পাবে।"

"স্টার?"

"স্টার জানো না? আশি পেলে স্টার পাওয়া হয়।" এই সময় তিনটে ছেলেকে দূরে দেখতে পেয়ে রিনি ডাকল, "অ্যাই! এদিকে আয়। ওর নাম অমৃত। সব সাবজেক্টে স্টার পাবে।"

ছেলে তিনটে অদ্ভুত চোখে তাকাল। মাথা নাড়ল রিনি, "যাঃ, চলে গেল ওরা।"

চলে যাওয়া ছেলেদের দিকে তাকিয়ে অমৃত বলল, "চলে যাচ্ছে কেন?"

"তোমার সঙ্গে ভাব করবে না। তুমি পড়াশোনায় ভাল, তাই।"

"তুমি ওসব বলতে গেলে কেন?"

"না। আর বলব না।" রিনি বলল, "এই বাড়িটা আমাদের।"

বাড়িটা একতলা, বারান্দায় সাইকেল রয়েছে। রিনি বলল, "অ্যাই, সাইকেল চালাতে পারো?"

"না।" বলে বিষণ্ণ হল অমৃত। তাকে যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তার উত্তরে সে কেবলই না বলে যাচ্ছে।

"তুমি কী গো? এখানে যদি ক' দিন থাকো, তা হলে আমি তোমাকে সাইকেল আর সাঁতার শিখিয়ে দেব। আমি তো বাইরের পুকুরটা চারবার সাঁতরাতে পারি। থাকবে এখানে?"

"না। পড়া আছে যে।"

"আহা, ছুটির সময় তো এসে থাকতে পারো।"

রিনির কথায় মনে উৎসাহ এল। মা রাজি হবে না। তবু যদি সাতদিন এখানে এসে থাকা যায়!

সে বলল, "দেখি। আচ্ছা, খাটা পায়খানা কী?"

"ওই যে, পায়খানার নীচে ড্রাম বসানো থাকত। জমাদার সে সব গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত। আমি দেখিনি। আমার ছেলেবেলাতেই সব বন্ধ হয়ে গেছে।"

"এখন?"

"স্যানিটারি পায়খানা।"

"কমোড আছে?"

"আমাদের বাড়িতে নেই। অনেকের আছে। হ্যান্ডেল টিপলেই জল আসে। কেন?"

"বড়মার বাড়িতে?"

"বড়মা? ও হ্যাঁ, ওই বাড়িতেও কমোড আছে। বড়মার তো বয়স হয়েছে, তাই।"

অমৃতর খুব আনন্দ হল। এখন আর মায়ের এখানে আসতে কোনও অসুবিধে নেই। মা এলে সে-ও আসতে পারে। অমৃত বলল, "চলো, ফিরে যাই।"

"বাঃ, গ্রাম দেখবে না? আমি সাইকেল চালাচ্ছি, তুমি পিছনে বোসো।"

দৃশ্যটা কল্পনা করে মাথা নাড়ল অমৃত, "না।"

"বুঝেছি। তোমার প্রেস্টিজে লাগবে," হাসল রিনি।

অমৃত বলল, "আমি যাচ্ছি।"

"তুমি একা যেতে পারবে? যদি হারিয়ে যাও?" ঠাট্টার সুরে বলল রিনি।

অমৃত জবাব না দিয়ে হাঁটতে লাগল।

১৫

অমৃত বাড়িতে ঢোকামাত্র বাবার ছোটমামা হইহই করে উঠলেন, "এই তো, এসে গেছে। তোমার জন্য সবাই চিন্তায় ছিল, বুঝলে! কলকাতা থেকে এই গ্রামে এসে যদি হারিয়ে যাও!"

মামিমা প্রতিবাদ করলেন, "হারিয়ে যাওয়ার কথা তো বলিনি! বেলা হচ্ছে, খেতে বসবে না!"

www.boiRboi.blogspot.com

ছোটমামা হাসলেন, "তা বাবু, গ্রামটা কেমন লাগল?"

"ভাল।"

"আমাদের এই জায়গাটা গ্রাম বটে, কিন্তু শহরের সব সুবিধে এখানে আছে। ইলেকট্রিক, ট্যাপওয়াটার, স্যানিটেশন, সব। এখন তোমাদের এখানে এলে কোনও অসুবিধে হবে না। এসো, কাছে এসো।"

অমৃত এগিয়ে যাওয়ায় ছোটমামা ওর হাত ধরলেন, "বুঝলে মা, একেবারে দিদির মুখ বসানো।"

খানিকটা দূরে সেই বৃদ্ধা বসে আছেন। তাঁর পাশে মামিমা দাঁড়িয়ে।

"আমি তোমার কে হই, জানো তো?" জিজ্ঞেস করলেন ছোটমামা।

"হ্যাঁ।"

"তোমার ঠাকুমাকে তো তুমি দ্যাখোনি, ইনি তোমার ঠাকুমার মা।"

মামিমা বললেন, "কত ভাগ্য থাকলে বড়মাকে দেখা যায়।"

বৃদ্ধা বললেন, "হ্যাঁ। সবাই চলে গেল, আর আমি যমের অরুচি হয়ে পড়ে রইলাম।"

বাবা প্রতিবাদ করল, "না দিদা, একথা বোলো না।"

"চুপ কর। আমি মরেছি কি মরিনি, সে খবর এতদিন রেখেছিস? বউয়ের অসুবিধে হচ্ছে বলে সেই যে চলে গেলি, আর এদিকে পা বাড়ালি না। আজ ভুল করে চলে না এলে আমি কি পুতিকে দেখতে পেতাম!" বলতে বলতে চোখে আঁচল চাপা দিলেন বৃদ্ধা।

অমৃত অবাক হল। ইনি তো অন্ধ, তা হলে 'দেখতে পেতাম' বললেন কেন?

মামিমা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি চান করে এসেছ?"

অমৃত মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"তা হলে ওই কলঘরে যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসো। আমি ভাত বাড়ছি।"

নির্দিষ্ট ঘরটির দিকে যেতে যেতে অমৃত ভাবল, কলকাতায় কেউ বাবার সঙ্গে ওভাবে কথা বলে না। মা বাবাকে বকে, তাতে বেশ ঝাঁঝ থাকে। কিন্তু বৃদ্ধা যেভাবে বকলেন আর বাবা কেমন অপরাধীর মতো মুখ করে রইল, এমন দৃশ্য কলকাতায় দেখা যায় না।

দুটো ড্রামে জল ভরা আছে। কল খুলতেই জল পড়ল। এটাকে কলঘর বলে কেন? কলকাতায় যাকে বাথরুম বলা হয়, তার বাংলা তো চানঘর, কলঘর কেন হবে?

কাঠের পিঁড়ির সামনে বড় থালায় ভাত দেওয়া হয়েছে। তার চারপাশে অনেকগুলো বাটিতে তরকারি, ডাল আর দু'রকমের মাছ। মামিমা বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই টেবিল-চেয়ারে খাও। তোমার ছোটদাদু কিছুতেই রাজি নয়।

বলেন, হাঁটু মুড়ে বসে না খেলে হজম হবে না।"

বাবার দিদিমা দরজায় এলেন, "কই, খেতে বসেছে?"

মামিমা একটা মোড়া এগিয়ে দিলেন, "হ্যাঁ, বসুন। এবার শুরু করো।"

বৃদ্ধা বললেন, "আগে থেকে তোমার বাবা খবর দিলে যত্ন করা যেত। প্রথমবার এলে —!"

অমৃত বলল, "আমি এত খেতে পারব না।"

"কিছুই দিইনি তোমাকে। এখনই তো খাওয়ার বয়স। খাও।" মামিমা বললেন।

অমৃত তাকাল। এত যত্ন করে যমুনাদি তাকে কখনও খেতে দেয়নি। বেশ চমৎকার গন্ধ বের হচ্ছে বাটিগুলো থেকে।

মামিমা বললেন, "তোমাকে তো ট্রেন ধরতে ছুটতে হবে না। আস্তে আস্তে খাও। অবশ্যি আমার হাতের রান্নার যা ছিরি! যেটা খেতে ভাল লাগবে না, সেটা খেতে হবে না। তরকারিগুলো সব কিন্তু আমাদের খেতের সবজির। শহরে এ জিনিস পাবে না।"

অতএব অমৃত ভাত ভাঙল। বৃদ্ধা বললেন, "আগে খেয়ে দেখুক, কেমন লাগে।"

ভাত ডালে মাখল অমৃত। ডালটা বেশ ভাল। বেগুনভাজা দিয়ে সেটা মুখে পুরে বলল, "ভাল।"

মামিমা হাসলেন, "দেখছেন মা, এইটুকুনি ছেলে কীরকম মন রেখে বলতে শিখেছে!"

বৃদ্ধা বললেন, "তোমার মা শহরের মেয়ে। নিশ্চয়ই কত নতুন নতুন রান্না রাঁধে। তা তোমরা তরকারি ঝোলে মিষ্টি খাও, না ঝাল?

"মিষ্টিও না, ঝালও না।" অমৃত বলল, "আর মা কখনও রাঁধে না।"

"মানে?" বৃদ্ধা অবাক।

"সময়ই পায় না। আর ছুটির দিনে রেস্ট না নিয়ে পারে না।"

মামিমা জিজ্ঞেস করলেন, "রান্নার লোক আছে নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, যমুনাদি। বাবা বলে, ওর সব রান্না একরকম।"

বৃদ্ধা বললেন, "বাবা তো বলবেই। কী জিভ ছিল ওর! ঠিকঠাক স্বাদ না হলে খেত না। তোমার ঠাকুমা তো ভালই রান্না করত, কিন্তু তবু মামার বাড়িতে এলে আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে হত।"

হঠাৎ প্রশ্নটা বেরিয়ে এল অমৃতের মুখ থেকে, "আমার ঠাকুমা আপনার মেয়ে?"

মামিমা হেসে উঠলেন শব্দ করে। "হ্যাঁ রে বাবা! প্রথম সন্তান। তারপর

www.boiRboi.blogspot.com

তোমার বাবার মামারা। ঠাকুমার ছবি দ্যাখোনি? কী চুল ছিল, একেবারে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত! বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে বড়দিকে দেখে আমি অবাক।"

বাবার ঘরের কাচের আলমারির ভিতরে ঠাকুরদা এবং ঠাকুমার ছবি আছে। সেই ছবিতে ঠাকুমার মাথায় ঘোমটা থাকায় কতটা চুল ছিল, বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ কানে এল মামিমার চাপা গলা, "মা, ওর সামনে কাঁদবেন না।"

অমৃত চট করে তাকাল। দেখল, বৃদ্ধা আঁচলে চোখ মুছছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর গলা স্বাভাবিক হয়ে গেল, "অ বউমা, ছেলেটা ঠিকঠাক খাচ্ছে তো?"

মামিমা হাসলেন, "কী করে খাবে? আমার রান্না তো ওর ভালই লাগছে না।"

অমৃত প্রতিবাদ করল, "না, না। আমি তো খাচ্ছি, ভাল লাগছে।"

বৃদ্ধা খুশি হলেন, "তোমার মাকে বলবে, যতই পরিশ্রম হোক, ছুটির দিনে একটা পদ তোমাকে রান্না করে দিতে। মায়ের হাতের রান্না না খেলে কি মন ভরে!"

খাওয়া যখন শেষ হল তখন অমৃতর মনে হল, গলা পর্যন্ত ভরে গেছে। মুখ ধুয়ে আসতেই মামিমা জিজ্ঞেস করলেন, "মশলা খাবে?"

খুব ভাল লাগল অমৃতর। আজ পর্যন্ত কেউ তার কাছে খাওয়ার পর মশলা খাবে কি না, তা জানতে চায়নি। ওটা বড়দের ব্যাপার। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই মামিমা একটা প্লেট এগিয়ে ধরলেন। প্লেটে কিছু ভাজা মৌরি রয়েছে। তা থেকে একটু তুলে নিয়ে মুখে দিতে বাবার গলা কানে এল, "বেশ চলছে! এর পর তো তুমি এখানেই থেকে যেতে চাইবে।"

ছোটমামা বললেন, "থাক না। এত বড় বাড়ি, কোনও বাচ্চাকাচ্চা নেই —।"

মামিমা বললেন, "আর স্কুল? স্কুলের কী হবে?"

"কেন? ব্যান্ডেলে ভাল ইংরেজি স্কুল নেই?"

"ওর মা ওকে ছাড়বে? একমাত্র ছেলে না?" মামিমা ধমকালেন, "এসো, এই ঘরে এসে একটু বিশ্রাম নাও। এটা তোমার বড়মা'র ঘর। বিশ্রাম নিলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।"

হাত ধরে মামিমা যে ঘরে নিয়ে এলেন, সেখানে বিরাট খাটে বিছানা পাতা আছে। ঘরের দেওয়ালে অনেকগুলো ছবি। সেদিকে তাকিয়ে ছিল অমৃত। মামিমা সেটা লক্ষ করে বললেন, "এই বংশের সবাই ওখানে। ওই ছবিটা তোমার বুড়োদাদুর। মানে, বড়মা'র বরের।"

www.boiRboi.blogspot.com

অমৃত দেখল, অল্পবয়সি দু'জন নারী-পুরুষের ছবি। বড়মা বসে আছেন চেয়ারে, বুড়োদাদু তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে। এখনকার বড়মা'র সঙ্গে ওই ছবির কোনও মিল নেই।

মামিমা বললেন, "এই চারজনকে চিনতে পারছ?"

অমৃত মাথা নাড়ল, "না।"

"ইনি তোমার বাবার বড়মামা, ইনি মেজ, ইনি ছোটমামা। আর ইনি এঁদের বড়দিদি, মানে তোমার ঠাকুমা। দেখছ, মাথায় কী চুল!" মামিমা ছবির কাছে চলে গেলেন।

অমৃত দেখল মহিলাকে। বাবার আলমারিতে যে ছবি রয়েছে, তার সঙ্গে এঁর কিছুটা মিল রয়েছে। কিন্তু এই ছবি আরও আগে তোলা। দুটো বিনুনি সামনের দিকে রাখায় মনে হচ্ছে, মোটা চুলের গোছা হাঁটুর অনেক নীচে নেমে গেছে। ইনি বাবার মা। সে পৃথিবীতে আসার আগেই ইনি মারা গিয়েছেন। আচ্ছা, বাবার কি ওঁর জন্য কষ্ট হয় না? তার মা যদি মারা যান?

ভাববার সুযোগ পেল না অমৃত। "এরা হল আমার দুই ছেলে," মামিমা বললেন।

"ওরা কোথায়?"

"একজন মুম্বইতে, আর একজন বরোদায়। ওখানেই চাকরি করে।"

"আসে না?"

"কেন আসবে না? পুজোর সময় দু'জনেই চলে আসে পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে। আর যাদের ছবি, তাদের তুমি চিনবে না। নাও, খাটে উঠে শুয়ে পড়ো। জামাটা খুলে ফ্যালো, নইলে নষ্ট হয়ে যাবে।" অমৃতর মাথায় আঙুল বুলিয়ে মামিমা ঘর থেকে চলে গেলেন।

জামা খুলে খাটে শোওয়া মাত্র জানলার ওপাশে একটা গাছে অদ্ভুত লেজঝোলা একটা পাখিকে দেখতে পেল অমৃত। পাখিটার গলার রং গাঢ় নীল। লেজে সাদা আর নীল মেশানো। ঘন ঘন ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে। বেশ বড়সড় চেহারা।

কী পাখি ওটা? অমৃতর খুব ভাল লাগছিল। ইচ্ছে করছিল কাছে গিয়ে আদর করতে। এই সময় তীব্র স্বরে কয়েকটা কাক ডেকে উঠতেই পাখিটা আচমকা উড়ে গেল। কাকগুলো বোধহয় তার পিছু নিল, কারণ তাদের ডাক দূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা শব্দ ভেসে এল। হু-উপ, হু-উপ। থেমে গেল একটানা। এটা নিশ্চয়ই কোনও পাখির ডাক।

পেট ভরে ভাত খাওয়ার জন্যই হয়তো ঘুম এসে গেল। আর এই ঘুমটা বেশ আরামদায়ক। অমৃত বালিশ আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। এর মধ্যে কখন

বড়মা এসেছেন, তা সে জানে না। বড়মা এসে তার পাশে শুয়েছেন, কিন্তু ঘুমোননি। আচমকা ঘুম ভাঙতে সে তাঁর শরীরটাকে দেখতে পেয়ে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল। তার পাশে তো কেউ শোয় না! তখনই খেয়াল হল, সে এখন বাড়িতে নেই। উঠে বসতে যাচ্ছিল অমৃত, বড়মা বললেন, "শো নারে ছোঁড়া, এখন তো তিনটে বাজে।"

"বাবা —!"

"তোর বাবা তোকে ফেলে তো চলে যাবে না।"

আর শুতে ইচ্ছে করছিল না। সেই হু-উপ ডাকটা এখন ডেকে চলেছে পাখি। সে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কোন পাখির ডাক?"

"কী জানি! ডাহুক টাহুক হবে।"

"তোমাদের এখানে অনেক পাখি আছে, না?"

"তা আছে। এখন তো তাদের দেখতে পাই না, কানে শুনি।" নিশ্বাস ফেললেন বড়মা, "তোরা সবাই হলি পাখির মতো। ডানায় জোর এলেই উড়ে যাস। এই যে তুই, আমার মেয়ের নাতি, তোকে দেখে যে কী ভাল লাগছে! তুইও পাখি হয়ে যাবি।" বড়মা অমৃতর গায়ে হাত রাখলেন। হাতের চামড়ায় অজস্র ভাঁজ, ঝুলে গেছে।

"আমি একা এখানে কী করে আসতাম? আর আমি জানতামই না তোমাদের কথা।"

"তোর বাবার যে একটা মামার বাড়ি আছে, জানতিস না?"

"না। আমি জানতাম, ঠাকুরদা-ঠাকুমা মরে গেছে। এবার বাবাকে বলব, ছুটি পেলেই আমাকে এখানে নিয়ে আসবে।" অমৃত বলল।

"তোর মাকে নিয়ে আসিস। তাকে আমার একটা জিনিস দেওয়ার আছে।" বড়মা বললেন।

"কী জিনিস?"

"সেটা তোকে বলব কেন ছোঁড়া!" বলেই হাসলেন, "তোর ঠাকুমার জিনিস, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আজ তোকে দেখার পর মনে পড়ল।"

এই সময় বাবার গলা ভেসে এল, "দিদা, ওকে তুলে দাও। ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।"

ছোটমামার গলা শোনা গেল, "আরে রাস্তা তো ভাল, সন্ধে হলে ক্ষতি কী!"

"না, না, হাইওয়ের লরিগুলোকে বিশ্বাস নেই।"

অতএব বিছানা থেকে নেমে পড়ল অমৃত।

মামিমা বিকেলের জলখাবার খাওয়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অমৃত প্রবল

www.boiRboi.blogspot.com

আপত্তি করায় তাঁর-সে আশা পূর্ণ হয়নি। তিনি একটা চটের ব্যাগ এনে রাখলেন অমৃতর সামনে, "এটা নিয়ে যাও।"

বাবা জিজ্ঞেস করল, "কী আছে ওতে?"

"সব বাড়ির জিনিস আর বাড়িতে তৈরি। দোকান থেকে কিনে কিছু দিচ্ছি না।" মামিমা বললেন।

বড়মা বললেন, "তোর ছেলে বলেছে, ছুটি হলেই তোকে বলবে এখানে নিয়ে আসতে। আমি বলেছি, নাতবউকে সঙ্গে আনতে। বেঁচে থাকতে থাকতে আনিস ভাই।"

"তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে।" বাবা বলল।

"এতদিন আসিসনি, ঠিক আছে। এসে শত্রুতা করছিস কেন?"

যাওয়ার আগে সবাইকে প্রণাম করল অমৃত। তাকে প্রণাম করতে দেখেই বোধহয় বাবা বড়মাকে প্রণাম করে মামিমার দিকে এগোতে তিনি প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়ে সরে গেলেন।

বাবা বলল, "এলাম।"

মামিমা জিজ্ঞেস করলেন, "আবার কবে আসা হচ্ছে?"

"আসব।"

ছোটমামা গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। গাড়ি যখন গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলছে, তখন অমৃতর মনে পড়ল মেয়েটির কথা। সে চারপাশে তাকিয়ে কোথাও তাকে দেখতে পেল না।

গ্রামে ঢোকার মুখে যে পুকুরটা, তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা লোক হাত তুলে দাঁড়াতে [illegible] বাবা গাড়ি থামাতে লোকটা এগিয়ে এল, "চিনতে পারছ?"

বাবা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, সূর্যদা! তুমি!"

লোকটা হাসল, "খবর পেয়েছি, তুমি গ্রামে এসেছ। কিন্তু তোমার মামার বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে চাইনি।"

"কেন? অসুবিধে কী ছিল?" বাবা অবাক।

"যদি কেউ ভাবে, তোমায় বিব্রত করতে গিয়েছি!"

"তুমি কেমন আছ?"

"ভাল না হে। একদম ভাল না।" শ্বাস নিল লোকটা, "তুমি ফিরবে জানতাম। তাই অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

"সূর্যদা বলো, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?"

"না, না। আমার জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, তুমি কি এখনও কবিতা লেখো?"

বাবা মুখ নিচু করল। অমৃত অবাক হয়ে গেল। বাবা কবিতা লিখত?

"লেখো না? সময় পাও না বোধহয়। কবিতা পড়ো?"

"খুব কম। সত্যি সময় পাই না।"

"না হে। এটা ঠিক নয়। আমি তোমাকে কী বলেছিলাম, ভুলে গেছ?"

"কোন কথাটা?"

"রোজ যদি রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা পড়ো, তা হলে ভগবানকে পুজো করার দরকার হয় না। গীতা, বেদ, উপনিষদ, বাইবেল না পড়লেও চলে।"

"হ্যাঁ, মনে পড়ছে।"

"শোনো। আমি একটা সংকলন করেছি। রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য থেকে দশটি পাতা। যে দশটি পাতা পড়লে শোকে মন শান্ত হবে, দুঃখকে অতিক্রম করা যাবে, আনন্দে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। বাঙালির কাছে ওই দশ পাতা একটি পবিত্র গ্রন্থ হতে পারে। তোমাকে তার একটা কপি দিচ্ছি। ছাপাতে পারিনি পয়সার অভাবে। তোমার চেনাজানা কোনও প্রকাশক থাকলে বলতে পারো ছাপতে। এখন তো আর কপিরাইট আইনে আটকাবে না।" মানুষটি একটা ছোট খাতা এগিয়ে ধরল।

বাবা সেটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "শুধু রবীন্দ্রনাথ?"

"তিনিই তো সব। আচ্ছা, চলি। ওহো, কথা বলতে গিয়ে খেয়ালই করিনি। এ তোমার ছেলে বোধহয়। তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"কী নাম, বাবা?"

"অমৃত।"

"বাঃ! চমৎকার! একটা বাংলা কবিতা শুনিয়ে যাবে যাওয়ার আগে?"

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল অমৃত। বলল, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রশ্ন' কবিতা বলব?"

"বাঃ! বলো।" লোকটি চোখ বন্ধ করল।

পাঠ্যপুস্তকের কবিতাটা গড়গড় করে বলে গেল অমৃত। শোনার পর মানুষটি জানলা দিয়ে অমৃতর মাথা স্পর্শ করে বলল, "না, তিনি ক্ষমা করেন না।"

তাকে উলটোদিকে হাঁটতে দেখে বাবা গাড়ি চালু করল।

অমৃত জিজ্ঞেস করল, "বাবা, ইনি কে?"

"এঁর নাম সূর্যদা। খুব ভাল কবিতা লিখতেন। আমাদের কবিতা পড়তে শেখাতেন। এখানকার প্রাইমারি স্কুলে পড়াতেন।" বলতে বলতে বাবা গম্ভীর হয়ে গেল। অমৃত বুঝতে পারল, বাবা এখন অতীতে চলে গিয়েছে। এরকম অন্যমনস্ক হলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

সে ডাকল, "বাবা!"

বাবা তাকাল, "বলো।"

অমৃত বলল, "না, কিছু না।" বাবার চোখের কোণ চিকচিক করছে কেন? এই বাবাকে সে তো কোনওদিন দ্যাখেনি!

১৬

গেট পেরিয়ে বাড়ির সামনে যখন গাড়ি দাঁড়াল, তখন সন্ধে নেমে গিয়েছে। দরজা খুলে নামছিল অমৃত, বাবা বলল, "তুমি দাঁড়াও, আমি এটাকে পার্ক করে আসছি।"

এখন বন্ধুরা কেউ বাইরে নেই। ফ্ল্যাটগুলোর আলো জ্বলছে। অমৃত মাথা উঁচু করে উপরে তাকাতেই ব্যালকনিতে যাকে ঝাপসা দেখল, তাকে হাত নাড়ল। মা হাত নাড়ল না। সন্ধে নামায় মায়ের মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। অমৃতর মনে হল, মা খুব রেগে গেছে। সেই সকালে বেরিয়ে এতক্ষণে ওরা ফিরল। মা বলেছিল তাড়াতাড়ি ফিরতে। অবশ্য এর জন্য যা কিছু বকুনি, তা বাবার প্রাপ্য। তাকে নিশ্চয়ই মা কিছু বলবে না। হঠাৎ অমৃতর হাসি পেল। বাবা তাকে দাঁড়াতে বলল কেন? একা মায়ের মুখোমুখি হতে চায় না বলে? তার মানে বাবা এখন মাকে ভয় পাচ্ছে? কেন? বাবা তো মায়ের চেয়ে বয়সে বড়! এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না।

"চলো।" বাবা পাশে চলে এসে বলল।

ওরা লিফ্‌টের দিকে এগোতেই সেই জিভ ভ্যাঙানো মেয়েটা ওদের কাজের লোকের সঙ্গে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে এল। ওদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছিলি রে?" অমৃত জবাব না দিয়ে লিফ্‌টে ঢুকে বোতাম টিপল, যাতে দরজা বন্ধ না হয়ে যায়। বাবা ভিতরে এলে সে হাত সরাল।

বাবা জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটা প্রশ্ন করল, কিন্তু তুমি কথা বললে না কেন?"

"আমার ওকে ভাল্লাগে না।" লিফ্‌ট উপরে উঠল।

"দ্যাখো, ভাল না লাগলেও অনেক কিছু করতে হয় ভদ্রতা বজায় রাখতে। এই যে আজ যেখানে গিয়েছিলে, ভাল না লাগলেও —।"

"আমার ওখানে খুব ভাল লেগেছে। বড়মা, দাদু, দিদা খুব ভাল।"

বাবা আর কথা বলল না।

www.boiRboi.blogspot.com

ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। ভিতরে আলো জ্বলছে। অর্থাৎ ওরা লিফ্‌টে উঠছে দেখে মা খুলে রেখেছে। বাইরের ঘরে ঢুকে অমৃত দেখল, মা একটা সোফায় সোজা হয়ে বসে আছে।"

বাবা হাসল, "একটু দেরি হয়ে গেল।"

"একটু?" মা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

"আসলে ওখানে যাব ভাবিনি, গিয়ে আটকে পড়ব তা-ও বুঝতে পারিনি।"

অমৃত পাশ দিয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছিল। মা ডাকল, "এই যে, ধানগাছ দেখা হল?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল অমৃত।

"সেই গাছের মগডালে উঠেছিলে, তারপর নামতে পারোনি বলে দেরি হল?"

"ধানগাছে ওঠা যায় না।"

বাবা মায়ের উলটোদিকের সোফায় গিয়ে বসল, "খুব রেগে গিয়েছ?"

"কী ভাবো তুমি নিজেকে? সবাই তোমার মতো? বলে গেলে, তাড়াতাড়ি ফিরবে। ছেলেকে ধানগাছ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ! এরকম হাস্যকর ব্যাপার জীবনে শুনিনি, তবু কিছু বলিনি। সেই যে গেলে আর ফেরার কথা মনে এল না! টেনশনে টেনশনে বুক ব্যথা হয়ে গেল। তুমি ইচ্ছে করে সেলফোন নিয়ে যাওনি! ঠিক আছে, একটা পি সি ও থেকে ফোন করতে পারলে না? আমাকে দুশ্চিন্তায় রেখে খুব আনন্দ হয়, না?" মা ফুঁসে উঠল।

বাবা গম্ভীর হল, "আমি ইচ্ছে করে মোবাইল ফোন ফেলে যাইনি। আর যেখানে গিয়েছিলাম, সেখানে পি সি ও চোখে পড়েনি।"

"আবার গল্প বানাচ্ছ! ডায়মন্ডহারবার থেকে ব্যারাকপুর যেখানেই যাও, একটাও পি সি ও নেই? তুমি আমাকে এতটা মূর্খ ভাবছ?"

"আমরা অন্য জায়গায় গিয়েছিলাম।"

"তার মানে? কোথায়?"

বাবা তাকাল অমৃতর দিকে, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। যাও, চেঞ্জ করে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। হোমওয়ার্ক কিছু বাকি থাকলে শেষ করে ফ্যালো।"

নিজের ঘরে আসতে পেরে যেন বেঁচে গেল অমৃত। বাবা যদি মোবাইল ফোনটা নিয়ে বের হত, তা হলে মা নিশ্চয়ই এত রেগে যেত না। বাইরের ঘর থেকে মায়ের চিৎকার ভেসে এল, "আমি বিশ্বাস করি না। তুমি প্ল্যান করে ওখানে গিয়েছ।"

www.boiRboi.blogspot.com

শার্ট খুলল অমৃত। এইসময় যমুনাদি ঘরে ঢুকল, "এখন কিছু খাবে?"

"না।"

"কেন? বিকেলে কী খেয়েছ?"

"কিছু না। দুপুরের খাবার এখনও পেটে আছে।"

"ও মা! দুপুরে কী ছাইপাঁশ খেয়েছ?"

"ছাইপাঁশ মানে? আমি যা খেয়েছি, তা তুমি জীবনে রান্না করতে পারবে না।"

যমুনাদি কথা বলল না। বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

অমৃত বলল, "আমি এখন জামাপ্যান্ট ছাড়ব, তুমি যাও।"

"আজকাল তোমার খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে। মা যে তোমাকে বকে, ঠিকই করে। আজ তোমার একটা ফোন এসেছিল। মনে পড়লে মা তোমাকে বলবে।" যমুনাদি বলল।

"কে ফোন করেছিল?"

"সেটা মায়ের কাছেই শুনো।" যমুনাদি চলে গেল।

বাথরুমে গিয়ে চেঞ্জ করে মুখে জল দিয়ে আয়নার দিকে তাকাতেই ঠোঁটের উপর নজর গেল অমৃতর। জল এমনভাবে লেগে আছে ওখানে যে, গোঁফ বলে মনে হচ্ছে। নাঃ, কাল স্কুল থেকে ফিরে বাবার স্টিক দিয়ে একবার চাঁচতে হবে। গোঁফ না বের হলে কেউ তার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলবে না।

কিন্তু কে ফোন করেছিল? হঠাৎ লিফ্‌ট থেকে বের হওয়া মেয়েটার মুখ মনে এল। ও নয়তো? এই কমপ্লেক্সে যারা থাকে, তারা ইচ্ছে করলেই অন্যের নম্বর জানতে পারে। নীচে কেয়ারটেকারের অফিসে লেখা আছে। ওর কী দরকার তাকে ফোন করার? আবার গায়ে পড়ে কথা বলতে এসেছিল। তবে মা নিশ্চয়ই ওকে খুব বকে দিয়েছে অযথা ফোন করার জন্য।

"মিত! মিত!" মায়ের গলা ভেসে এল।

"যাচ্ছি!" সাড়া দিয়ে বাথরুম থেকে বের হল অমৃত।

বাবা সোফার দু'দিকে দুটো হাত ছড়িয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। মা তেমনই সোজা হয়ে। সে যেতেই মা জিজ্ঞেস করল, "খিদে নেই কেন?"

"নেই।"

"এটা কোনও উত্তর নয়। দুপুরে কী খেয়েছ যে, রাত পর্যন্ত খিদে হয় না?"

"এখন তো সন্ধে!"

"ওঃ, শাট আপ! কী খেয়েছ দুপুরে?"

"ভাত।"

"ভাতের সঙ্গে যা যা খেয়েছিস, মাকে বলে দে।" বাবা বলল।

মনে করে করে পদগুলো বলল অমৃত।

"মাই গড! খেতে পারলে! ঝাল লাগেনি?"

"না তো!"

"না তো! এ বাড়িতে একটা কাঁচা লঙ্কা বেশি পড়লে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করো, আর ওখানে কাঁড়ি কাঁড়ি শুকনো লঙ্কার রান্না খেয়ে একটুও ঝাল লাগল না? তা লাগবে কেন? বাবার মামার বাড়ির রান্না যে! ঘেঁটুগাছে ঘেঁটুফুলই তো ফুটবে!" মা বলল।

"ঘেঁটুফুল কীরকম দেখতে মা?" ফুলটার নাম কখনও শোনেনি অমৃত।

"ঠিক তোমার মতো। ওখানে টয়লেটে গিয়েছিলে?"

"না।"

"অতক্ষণ রইলে, একবারও যাওনি?"

"আমার তো পটি পায়নি।"

"অত জল খেয়েছ, সেগুলো কোথায় গেল?"

"সেটা তো আমি বাথরুমে করেছি।"

"বাথরুম! তা হলে উন্নতি হয়েছে দেখছি। সারাদিন কী করলে ওখানে?"

"গল্প করলাম। খেলাম। তারপর শুলাম।"

"শুলে?"

"হ্যাঁ। বড়মার পাশে। বড়মা তো চোখে দেখতে পায় না। বারবার করে বলল তোমাকে নিয়ে একবার যেতে।"

শোনামাত্র মা বাবার দিকে তাকাল। বাবা নির্বিকার।

"ওরা সবাই খুব ভাল। আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। বড়মা তো বাবার মায়ের মা। আমরা এতদিন ওদের কাছে যাইনি কেন?" অমৃত জিজ্ঞেস করল।

"কেন যাইনি তোমার বাবা কিছু বলেনি?"

"হ্যাঁ। ওখানে খাটা পায়খানা ছিল বলে তুমি যেতে চাওনি।"

বাবা উঠে পড়ল। নিজের ঘরে চলে গেল।

"আমি যাই?"

"দাঁড়াও। সন্ধ্যারানি তোমাকে ফোন করেছিল।"

"সন্ধ্যারানি!"

"চিনতে পারছ না?" মা তাকাল, "ওই যে তোমার স্যান্ডা না স্যান্ডি!"

ধক করে উঠল বুক। অমৃত মেঝের দিকে তাকাল।

"ওইটুকু মেয়ে এত চালাক যে, আমি তাজ্জব হয়ে গিয়েছি।" মায়ের যেন মনে পড়ে গেল, "বলে কিনা, 'আন্টি আমরা তোমাদের দারোয়ানের কাছে গ্রেটফুল, ও আমাদের খুব হেল্প করেছে। তাই থ্যাঙ্কস জানাবার জন্য ফোন করলাম।' আমি ওর ফোন নম্বর জিজ্ঞেস করতে এক কথায় দিয়ে দিল। ওকে বলেছি, তুমি বাড়ি ফিরে ফোন করবে। রিসিভারটা নিয়ে এসো।"

অমৃত হ্যান্ডসেট মায়ের কাছে নিয়ে গেল। বাবা বলে, ফোন নম্বর একবার শুনলে মা নাকি ভোলে না। দ্রুত নম্বর টিপল মা। তারপর রিং হচ্ছে শুনেই এগিয়ে দিল সেটটা, "কথা বলো। বলবে, ওর মাকে ডেকে দিতে।"

স্যান্ডা ফোন ধরল। খুব কায়দা করে বলল, "হ্যা-লো-ও!"

"আমি অমৃত। ফোন করেছিলি কেন?"

"হ্যাঁ।" গলা নামাল স্যান্ডা, "তোর মা কাছে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"তোর মা একটা জিনিস!"

"কেন ফোন করেছিলি?"

"থ্যাঙ্কস জানাতে। উঃ, কী জেরা করল আমাকে! মনে হচ্ছিল, আমি একটা ছেলে আর তুই মেয়ে। মেয়েকে বাঁচাতে আমাকে ধমকাচ্ছে!"

"তোর মা কোথায়?"

"পাশের ঘরে।"

"আমার মা কথা বলতে চাইছে।"

"কেন?"

"জানি না।"

"তুই যে কবে বড় হবি মিত! মাকে ম্যানেজ করতে পারলি না! এই জন্য কেউ তোকে কখনও বয়ফ্রেন্ড ভাবে না। মা, মা, ফোন!" চিৎকার করল স্যান্ডা।

একটু পরে বেশ মিষ্টি গলায় একজন বললেন, "হ্যালো, কে বলছেন?"

অমৃত মায়ের দিকে সেট এগিয়ে দিল। মা সেট নিয়ে বলল, "হ্যালো! হ্যাঁ, আমি অমৃতর মা বলছি।" হঠাৎ মায়ের গলার স্বর বদলে গেল, "না, না, আপনাকে বোধহয় ডিসটার্ব করলাম। ... সো নাইস অব ইউ! হ্যাঁ, ওরা একসঙ্গে পড়ে —। ও, আপনি শুনেছেন? কী কাণ্ড বলুন তো! চারধারে যা টিজিং হচ্ছে, শুনলেই হাত-পা কাঁপে। আমাদের দারোয়ান না থাকলে যে কী হত! ... দেখুন, আপনি মেয়েকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আফটার অল ও তো মেয়ে! তেমন পরিস্থিতিতে পড়লে...। ... ও, ক্যারাটে শিখিয়েছেন! ...! আপনি বলছেন বটে এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু কালও তো ঘটতে পারে।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রিন্সিপ্যালকে জানানো বোধহয় উচিত। ...! ও। ওরা নিজেরাই যাওয়া-আসা করে শুনলাম। আমি অমৃতকে একা ছাড়তে ভরসা পাইনি। আরও দু' ক্লাস উপরে ওঠার পর — ! ঠিক আছে। রাখছি।"

সেটটা অফ করে ঠোঁট কামড়াল মা, "আশ্চর্য মহিলা।"

"কেন?" অমৃত এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল, এবার জিজ্ঞেস করল।

"আমাকে উনি উপদেশ দিলেন, ছেলেকে এবার থেকে একা ছাড়ুন, ঠেকতে ঠেকতে ঠিক শিখে যাবে। নইলে পরনির্ভরতা কখনও যাবে না।"

"ভুল বলেননি।" বাবা চেঞ্জ করে ঘরের বাইরে এল।

"ঠিক আছে। আমিই ভুল। কাল থেকে দারোয়ানকে বলে দেব সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। আমার কী! একজনের দু'বার যাওয়া-আসার ভাড়া বাঁচবে, মাইনে দিতে হবে না!" মা উঠে চলে গেল নিজের ঘরে।

নিজের খাটে এসে একবার ডিগবাজি খেল অমৃত। ওঃ। কাল থেকে সে স্বাধীন। আর দারোয়ান সঙ্গে যেতে যেতে টিকটিক করবে না। এখান থেকে স্কুলে যাওয়া তো ইজি ব্যাপার। কয়েক মিনিট হেঁটে টালিগঞ্জ স্টেশন। সিজন টিকিট কাটাই আছে। পাক্ক করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে আবার উপরে ওঠা। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে উঠে বসা। স্টেশনের নাম তো অ্যানাউন্স করেই। না করলেও যেতে যেতে দেওয়াল দেখে এতদিনে সে চিনে ফেলেছে কোন স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে। বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে কয়েক পা হাঁটলেই স্কুলের গেট। যদি দারোয়ানের জন্য অপেক্ষা না করতে হত, তা হলে কখন বাড়ি ফিরতে পারত সে!

রাত্রে একটা মিষ্টি আর দুধ খেল সে। পাশে বসে মা জিজ্ঞেস করল, "সত্যি কথাটা বল তো, অ্যাসিডিটি হয়েছে?"

"না তো।"

"তা হলে খাচ্ছিস না কেন?"

"এমনি।"

"রাবিশ!"

ঘরে ফিরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল সে। কাল থেকে একা যাবে। মা নিশ্চয়ই খুব ভাববে। তার স্কুল ব্যাগে যদি প্রয়োজন পড়ে বলে মা দশ টাকার একটা নোট রেখে দেয়। কাল যদি আরও কিছু দেয়, তা হলে কী ভালই না হয়! চোখ বন্ধ করেছিল অমৃত, এমন সময় মা ঘরে ঢুকে পড়ল, "এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছ! দাঁত মেজেছ?"

উঠে বসল অমৃত। একদম খেয়াল ছিল না। সে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বলল।

www.boiRboi.blogspot.com

"বাঃ! চমৎকার! গ্রামে গিয়ে হাওয়া লেগেছে, গাইয়া তো হবেই।" মা চলে গেল।

খাট থেকে নামতে নামতে অমৃত কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করল। পারল না। দাঁত না মাজার সঙ্গে গ্রামে যাওয়ার কী সম্পর্ক! সে মাকে বুঝতে পারছে না, তাকেও তো মা বোঝে না।

১৭

সকালে টেবিলে বসে অমৃত যখন দুধ-চা খাচ্ছিল, তখন বেল বাজল। কেউ খোলার আগেই অমৃত দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতে মাকে দেখতে পেল। সে অবাক।

মা কখনও সকালে বাইরে বের হয় না। সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, "কোথায় গিয়েছিলে?"

হনহনিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল মা, "তোমাকে সাবালক করার ব্যবস্থা করতে।"

কথাটা বুঝতেই পারল না অমৃত। টেবিলে ফিরে এসে দুধ-চা শেষ করতেই বাবা বেরিয়ে এল, এসে টেবিলে বসল। যমুনাদি চা আর বিস্কিট দিয়ে গেল, সঙ্গে খবরের কাগজ। তারপর মায়ের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করল, "চা আনব?"

মা বেরিয়ে এল, "হ্যাঁ, খেতে তো হবেই।"

মা চেয়ার টেনে বসতে বাবা জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"আমার কী হবে? আমার কিছু হয় না।"

একটা ইংরেজি, অন্যটা বাংলা কাগজ। বাংলা কাগজ মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বাবা বলল, "সাতসকালে এইসব বাক্য কেউ ঠাণ্ডা মাথায় বলে না।"

মা তাকাল অমৃতর দিকে, "হাঁ করে কথা গিলতে খুব ভাল লাগে, না? এইটুকু বয়সে বড়দের হাবভাব নকল করছ? যাও, বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাথরুমে ঢোকো। দারোয়ানকে বলে এসেছি, তাকে দরকার নেই। আজ থেকে তুমি একাই যাবে।"

সে অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। কাল রাত্রে যে কথা মা বলেছে, তা সত্যি করতে সকাল হতেই বেরিয়ে গিয়ে দারোয়ানকে বলে আসবে, এতটা সে ভাবতে পারেনি।

বাবা বলল, "তুমি কি সত্যি দারোয়ানকে নিষেধ করে এসেছ?"

"হ্যাঁ।" মা চায়ে চুমুক দিল, "ওকে বড় হতে দিচ্ছি — !"

"শোনো, মাথা গরম করে কোনও লাভ নেই।"

"আমার মাথা যথেষ্ট ঠাণ্ডা। অ্যাই, তুই একা স্কুলে যেতে পারবি না?" মা সরাসরি তাকাল অমৃতর দিকে।

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে অমৃত বলল, "পারব।" তার গলা খুব করুণ শোনাল।

মা আবার চায়ে চুমুক দিল। বাবা জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে স্কুলে যাবে?"

অমৃত গম্ভীর হয়ে বলল, "এখান থেকে হেঁটে টিউব স্টেশনে যাব। ওখানে গিয়ে ট্রেনে উঠব। স্কুলের স্টেশনে নেমে একটু হাঁটলেই তো গেট।"

মা চাপা গলায় বলল, "রাজ্য জয় করে এসো।"

বাবা বলল, "এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে না। গেটের বাইরেই রিকশা দাঁড়িয়ে থাকে। যাওয়া-আসা দশ টাকায় হয়ে যাবে।"

মা তাকাল, "এখন থেকে প্রত্যেকদিন বেরুবার আগে দয়া করে টাকাটা নিয়ে যেয়ো। ট্রেনের টিকিট আমি কেটে দেব।"

"তোদের স্কুলের কাছে কোনও পি সি ও আছে?" বাবা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। গেটের পাশেই আছে।"

"স্কুলে ঢোকার আগে আমার মোবাইলে ফোন করবি।"

মাথা নাড়ল অমৃত।

স্নান করার সময় সে বেশ উত্তেজিত ছিল। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যখন খেতে বসল, তখন বাবা বাথরুমে। মা এসে জিজ্ঞেস করল, "টিফিন নিয়েছ?"

যমুনাদি বলল, "দিচ্ছি।"

"এই নাও দুটো পাঁচটাকার কয়েন, ফোনের জন্য দু' টাকা আর এই দশ টাকার নোটটা ব্যাগে আলাদা করে রেখে দেবে, খুব প্রয়োজন না হলে খরচ করবে না।" মা টাকাগুলো টেবিলে রেখে নিজের ঘরে চলে গেল।

খাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকে অমৃত দেখল যমুনাদি ব্যাগে টিফিনবাক্স ঢোকাচ্ছে। তাকে দেখে বলল, "একা যাবে, তোমার ভয় করছে না?"

"কেন? আমি কি তোমার মতো ভিতু?"

"হুম! শোনো, বেশি সাহসী হওয়া ঠিক না। কেউ যদি এসে বলে তোমার মা-বাবা ওখানে আছে, এসো, তা হলে কক্ষনও যেয়ো না।" যমুনাদি উপদেশ দিল।

"জানি, জানি!"

"কেন যে কাল কোনও খবর দিলে না — , তা হলে আজ একা যেতে হত না।"

www.boiRboi.blogspot.com

যমুনাদির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অমৃত ব্যাগ তুলে নিল। বাইরে বেরিয়ে এসে সে দেখল মা দাঁড়িয়ে আছে, "দয়া করে ফোন কোরো। যমুনা, ব্যাগটা রিকশায় তুলে দিয়ে এসো।"

"না, আমি পারব।" ব্যাগটাকে জোরে আঁকড়ে ধরল অমৃত।

লিফটে নামবার সময় হঠাৎ পায়ের তলা শিরশির করে উঠল অমৃতর। মাঝে একদিন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য পাতালরেল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেরকম হলে কী করবে? সেদিন ওরা মিনিবাসে চেপে গিয়েছিল। ভিড়ের চাপে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, দারোয়ান ব্যাগ নিয়েছিল বলে বেঁচে গিয়েছিল সে। এতবড় কলকাতা শহর, লক্ষ লক্ষ মানুষ আর অচেনা মানুষের দশজনের নয়জনই ভয়ংকর, তখন কী করবে?

নীচে নেমে গেটের দিকে হাঁটার সময় খেয়াল হতে অমৃত পিছনে তাকাল। মা দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। তাকে ঘুরতে দেখে হাত নাড়ল। অমৃত খুব দুর্বল ভঙ্গিতে হাত তুলে নাড়তেই চোখে পড়ল, সেই মেয়েটাও তাদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তাকে হাত নাড়ছে। চকিতে সতর্ক হয়ে আবার গেটের দিকে হাঁটতে লাগল অমৃত। শিউচরণ দারোয়ান এখন তার জায়গায় নেই। রাস্তায় এসে খানিকটা দূরে রিকশা দেখতে পেল সে। সেদিকে হাঁটতেই গলা ভেসে এল, "অ্যাই মিত!"

অমৃত পিছনে ফিরল, বাবলু আর টুকাই আসছে। কাছে এসে টুকাই জিজ্ঞেস করল, "কী রে, আজ তুই একা?"

"এখন থেকে আমি একাই যাব।"

"বাঃ! তা হলে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" বাবলু বলল।

"তোমরা তো ওই মোড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে।"

"ওখান থেকে তোর স্টেশন তো তিন মিনিট।" টুকাই বলল।

"বাবা বলেছিল রিকশায় যেতে।"

"দুর! এইটুকু রাস্তা কেউ রিকশায় যায় নাকি! রিকশার ভাড়া জানো?"

"জানি, এক পিঠে পাঁচ টাকা। মা দিয়ে দিয়েছে।"

"বাঃ! হেঁটে গেলে রোজ দশ টাকা বাঁচবে। তার মানে সপ্তাহে পঞ্চাশ টাকা, মাসে দু'শো। উরিব্বাস! খাওয়াতে হবে কিন্তু!" টুকাই বলল।

ওরা হাঁটছিল। কিন্তু ভয় শুরু হল অমৃতর। একটু পরেই মা-বাবার বের হওয়ার কথা। যদি তাকে রাস্তায় হাঁটতে দ্যাখে, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। আশঙ্কার কথা সে বন্ধুদের বলল। বাবলু বলল, "ইচ্ছে থাকলেই উপায় বের করা যায়। চল, ওই গলি দিয়ে যাই, একটু সময় বেশি লাগবে। জোরে হাঁটলে ম্যানেজ হয়ে যাবে।"

www.boiRboi.blogspot.com

দু'পাশে বাড়ি, মাঝখানে সরু রাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে অমৃতর মনে হল, বেশ অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। বাবা বা মা, কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। একসময় বাবলু বলল, "তুমি সোজা চলে যাও। বাঁদিকে ঘুরলেই স্টেশন দেখতে পাবে।"

মাথা নাড়ল অমৃত। তারপর হনহন করে হাঁটতে লাগল। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একজন প্রৌঢ় তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে খোকা, কোন স্কুল?" অমৃত জবাব দিল না। পাতালরেলের স্টেশন চোখে পড়ার পর তার উত্তেজনা কমল। সে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতেই চিৎকার কানে এল। দরজার কাছে এসে ইশাকে হাত নাড়তে দেখে সে ওই কামরায় উঠে পড়ল। তিনজনের সিটে বসে আছে স্যান্ডা। ইশা তার পাশে বসে বলল, "আয়। তুই আজ একা? তোর হনুমান সঙ্গে এল না কেন?"

"হনুমান!"

স্যান্ডা হাসল, "লোকটাকে রিকশাস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।"

"রিকশাস্ট্যান্ডে?" অমৃত অবাক, "ঠিক দেখেছিস?"

ঠোঁট টিপে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল স্যান্ডা। ধক করে উঠল বুক। শিউচরণ রিকশা-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? তবে কি মা বলেছে ওকে ওখানে দাঁড়াতে? তার রিকশায় আসার কথা। তাকে একা যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে মা কি শিউচরণকে বলেছে অনুসরণ করতে? যেহেতু সে অন্য পথে হেঁটে এসেছে, তাই শিউচরণ তাকে দেখতে পায়নি। না পেয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই বলবে, সে স্টেশনে যায়নি। তার আগে বাবা-মা বেরিয়ে পড়লে যমুনাদি পড়বে টেনশনে। পড়ুক!"

ইশা জিজ্ঞেস করল, "লোকটা তোর সঙ্গে এল না কেন রে?"

"এখন থেকে আমি একাই যাওয়া-আসা করব।" গম্ভীর গলায় বলল অমৃত।

সঙ্গে সঙ্গে স্যান্ডা এমন উঁচু গলায় চিৎকার করে ব্যাগ চাপড়াতে লাগল যে, কামরার অন্য যাত্রীরা কৌতূহলী হয়ে ওদের দিকে তাকাল। সেই চিৎকারে যোগ দিল ইশাও। যেন বিরাট জয় হয়ে গিয়েছে, এমন ভঙ্গি ওদের। স্যান্ডা বলল, "নে, হাত মেলা। আজ থেকে তুই মানুষ।"

"তার মানে? আমি কাল মানুষ ছিলাম না?" প্রতিবাদ করল অমৃত।

"ছেলেমানুষ ছিলি। কচি খোকা, নাড়ুগোপাল হয়ে ছিলি।"

ইশা বলল, "কনগ্র্যাটস!" ট্রেন ছেড়ে দিল।

সহপাঠিনীদের এইসব কথায় এখন বেশ ভাল লাগল অমৃতর। ছুটন্ত ট্রেনে

বসে প্রথমে মনে হল, শিউচরণের ব্যাপারটা ম্যানেজ করা সোজা। সে রিকশায় যখন স্টেশনে পৌঁছেছে, তখনও শিউচরণ যদি ওখানে না গিয়ে থাকে, তা হলে তাকে দেখবে কী করে? তা ছাড়া শিউচরণ যে তাকে দেখার জন্য ওখানে অপেক্ষা করবে, তা জানলে সে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে যেত। এটা শুনলে মা জেরা বন্ধ করবে। তার পরেই কয়েনটার কথা খেয়াল হল। পাঁচ টাকার কয়েন। রিকশায় না ওঠায় কয়েনটা এখন তার হয়ে গেল। এটা খরচ করার জন্য কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। রোজ যদি দশটাকা বাঁচাতে পারে, তা হলে কুড়ি দিনে দুশো টাকা। কিন্তু এত টাকা সে রাখবে কোথায়? তার তো কোনও নিজস্ব জায়গা নেই। তার আলমারি, ডেস্ক ইত্যাদি জায়গাগুলোয় মা তো বটেই, যমুনাদিও স্বচ্ছন্দে হাত দিতে পারে। একটা ভাল লুকোবার জায়গা খুঁজতে হবে।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই প্রচুর যাত্রী উঠলেন। অমৃত দেখল, সেই ছেলে দুটো, যারা রোজ স্যান্ডাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে কয়েকটা স্টেশন পর্যন্ত যায়, তারাও উঠেছে। মেয়েরা যে এই কম্পার্টমেন্টে উঠবে, তা ওরা নিশ্চয়ই জানে।

লম্বা ছেলেটা সামনে এসে একগাল হাসল, "হা-ই!"

স্যান্ডা বলল, "হাই! ইউ লুক রিয়েল হ্যাডি!"

ছেলেটা কাঁধ নাচাল, "স্কুল বাঙ্ক করবে?"

স্যান্ডা চোখ বড় করল, "ও মা! কেন?"

"গ্লোবে একটা দারুণ ছবি এসেছে!" ছেলেটা বলল।

"ওঃ নো! আজ ক্লাসে যেতেই হবে। মা স্কুলে যেতে পারে।" ইশা বলল।

"হোয়াই?" ছেলেটা ইশার দিকে তাকাল।

"আগের দিন একটা ছেলে টিজ করছিল, তাই।" ইশা বলল।

"কে ছেলেটা? ইউ নো হিম?"

"ডোন্ট টক রাবিশ! চেনা ছেলে আমাকে টিজ করবে কেন?" ঝাঁঝিয়ে উঠল স্যান্ডা, "বোধ হয় লোকাল মাস্তান। বলল, তোমার যদি বয়ফ্রেন্ড থাকে, তা হলে তাকে নিয়ে এসো।"

"ওকে আসতে বলো কালীঘাটে।" খাটো ছেলেটা বলল।

"আমার কী দরকার? আমাকে স্কুল করতে হবে। কোনও ঝামেলায় নেই বাবা!" স্যান্ডা হাসল।

"তার মানে ওকে তুমি চান্স দিচ্ছ।"

"এখনও ভাবিনি।"

ট্রেনের আওয়াজ ছাপিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল ওদের, তাই অমৃত সবই

শুনতে পাচ্ছিল। সে বেশ বিব্রত বোধ করছিল ওইসব সংলাপে। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই আচমকা লম্বা ছেলেটা 'বাই' বলে খাটোকে ইশারা করে নেমে গেল। খাটো ব্যাপারটা বুঝে নামতে পারল শেষ মুহূর্তে। কিছু লোক উঠল, কিন্তু ততক্ষণে স্যান্ডা খিলখিল করে হেসে উঠেছে। ইশা চাপা গলায় ধমকাল, "অ্যাই!"

হাসি থামিয়ে স্যান্ডা বলল, "কাওয়ার্ড!"

ইশা বলল, "তুই কাটিয়ে দিলি। আর আসবে না। রোজ বেশ মজা হত!"

"বোরিং! একই কথা রোজ! ওই স্টেশনে উঠবে আর কয়েকটা স্টেশন পরে নামবে। নেমে প্ল্যাটফর্ম থেকে বের হবে না। উলটোদিকের ট্রেনে উঠে ফিরে যাবে ওই একটা টিকিটে। তা ছাড়া এরকম কাওয়ার্ড ছেলের সঙ্গে কথা বলাই অন্যায়।" স্যান্ডা স্পষ্ট গলায় বলল।

স্কুলের স্টেশনে নামল ওরা। ইশা বলল, "যদি উপরে উঠে দেখি ওই ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য, তা হলে কী হবে?"

"কী আর হবে! লড়ে [illegible] বা কি কিছু কমতি আছি!" স্যান্ডা বলল, "তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে মিত আছে। কী রে মিত, তুই আমাদের হেল্প করবি না?"

অমৃত হাসল। উপরে ওঠার পর দেখা গেল সেই ছেলেটা দৃষ্টিসীমায় নেই। হাঁটতে হাঁটতে অমৃত জিজ্ঞেস করল, "অচেনা ছেলেদের সঙ্গে তোরা ওসব কথা বলিস কেন?"

"জাস্ট ফর ফান।" ইশা জবাব দিল।

"ফান?" অবাক হল অমৃত।

"তুই এখন বুঝবি না। আর একটু বড় হ।" স্যান্ডা বলল।

"বাজে বকিস না। তোরা বুঝলে আমি বুঝব না কেন? আমরা তো সমবয়সি।"

স্যান্ডা বলল, "এর উত্তরটা তোকে পরে দেব।"

"তোরা যেন সব বুঝে বসে আছিস! আচ্ছা, ধানগাছ দেখেছিস? ধানগাছের কাঠ?"

দুটি মেয়ে হকচকিয়ে গেল। ইশা বলল, "ধানগাছ তো ছোট ছোট, কাঠ হবে কী করে?"

"তা হলে ধানগাছ বলে কেন? আমগাছ, ইউক্যালিপটাস গাছ আর ধানগাছ তো এক নয়, তা হলে গাছ বলে কেন?" অমৃত চুপ করে রইল কয়েক সেকেন্ড, "জানিস না? বল তো, খাটা পায়খানা কী? বলতে পারবি? কিছুই জানিস না, অথচ — !" কথা শেষ না করে অমৃত হনহন করে পি সি

www.boiRboi.blogspot.com

ও-তে ঢুকে পড়ল। ওদের জব্দ করে তার বেশ আনন্দ হচ্ছিল।

বাবাকে ফোন করল অমৃত। তার গলা শুনেই বাবা জিজ্ঞেস করল, "পৌঁছে গেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কোনও অসুবিধে হয়নি? ভয় পাওনি?"

"না।"

"ঠিক আছে। গুড বয়। ফেরার সময় সাবধানে ফিরবে।"

"বাড়ি ফিরে কি ফোন করব?"

"কোরো। রাখছি।"

ফোন রেখে সে কাউন্টারে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "কত দেব?"

লোকটি হাসল, "তুমি দেড় টাকা দাও।"

দুটো টাকা দিতে পঞ্চাশ পয়সা ফেরত পাওয়া গেল। রাস্তায় নেমেও অমৃত বুঝতে পারছিল না, মা কেন দুটো টাকা বলেছিল। মা কি জানে না? কিন্তু তার তো পঞ্চাশ পয়সা লাভ হয়ে গেল। কিন্তু সে মাথা নাড়ল, এই পঞ্চাশ পয়সা সে মাকে ফেরত দিয়ে দেবে। বলবে, লোকাল কলের চার্জ তুমি জানো না।

ক্লাস হচ্ছিল রোজ যেমন হয়। কিন্তু শোভন আজ তার পাশে বসেনি। এরকম সাধারণত হয় না। অন্য বেঞ্চিতে বসা শোভন তার দিকে তাকাচ্ছেও না। দুটো ক্লাসের মাঝখানের সময়টায় যখন ক্লাসে কোনও টিচার নেই, তখন অমৃত চেঁচিয়ে ডাকল, "অ্যাই শোভন!"

শোভন তাকাল না। শুধু হাতটা বিশ্রীভাবে নাড়ল, যার মানে ও বিরক্ত হতে চায় না। টিফিন-টাইমে সে শোভনকে ধরল, "অ্যাই, তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস না কেন?"

শোভন বিশ্রী মুখ করে বলল, "যা যা! আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি না।"

"কী বললি? আমি মেয়ে?" হতভম্ব হয়ে গেল অমৃত।

"নয় তো কী? রোজ দারোয়ানের সঙ্গে আসিস, আজ দুটো মেয়ে তোকে এসকর্ট করে নিয়ে এল।"

"ওদের সঙ্গে ট্রেনে দেখা হয়েছে। আমাকে কেন আনবে?"

প্রশ্নটা শুনে চোখ ছোট করল শোভন, "তোদের দারোয়ানটা এল না কেন?"

"ওকে নিষেধ করে দিয়েছে মা। এখন থেকে আমি একাই আসব।"

"সত্যি?" চোখ বড় হল শোভনের।

"হ্যাঁ। আর মেয়েদের সঙ্গে তুই কথা বলিস না? তা হলে সিনেমায় গিয়েছিলি কেন?"

"আমি ওদের নিয়ে গেছি? তোর পিছন পিছন ওরা গিয়েছিল।" শোভন বলল, "ওই স্যান্ডা মেয়েটার হাবভাব আমার ভাল লাগে না। তুই তো বলেছিলি, পাতালরেলে ওর বয়ফ্রেন্ড আছে।"

"সে আজ চলে গেছে। ছেলেটা নাকি খুব কাওয়ার্ড, তাই স্যান্ডা ওকে কাটিয়ে দিয়েছে।"

"ছেলেটা কাওয়ার্ড, ও জানল কী করে?"

"সেটা ওকে জিজ্ঞেস কর। তোকে আমি বন্ধু বলে ভাবতাম। ঠিক আছে, আর ভাবব না।"

কথাগুলো বলে চলে যাচ্ছিল অমৃত, শোভন দৌড়ে এসে ওর হাত ধরল, "সরি।"

হাত ছাড়িয়ে নিল অমৃত। শোভন বলল, "ওদের সঙ্গে তোকে পাতালরেল থেকে বেরোতে আর কথা বলতে দেখে আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। তোকে কতবার ফোন করেছি, তুই বাড়িতে ছিলি না। আমি সরি।"

স্কুল শেষ হলে শোভনের সঙ্গে বের হল অমৃত। গল্প করতে করতে পাতালরেলের গেট পর্যন্ত এসে শোভন চলে গেল। একা একাই নীচে নামল অমৃত। তখনই চোখে পড়ল, পাতালরেলের প্ল্যাটফর্মের কাছের সিঁড়িতে ওরা বসে আছে। স্যান্ডা তাকে দেখে বলল, "আয়, বোস।"

"তোরা এখানে বসে আছিস! জুতোর ধুলোর মধ্যে।"

"তুই একটা যাচ্ছেতাই! এখানে বসার আলাদা চার্ম আছে।" ইশা বলল।

তবু অমৃত বসছে না দেখে ওরা উঠল। দূরে দাঁড়ানো একটি সুদর্শন তরুণকে দেখিয়ে স্যান্ডা বলল, "আবার তাকাচ্ছে। কেমন লাল মুলোর মতো দেখতে, না?"

"হৃতিক রোশন!" হাসল ইশা।

"আলাপ করবি?" স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল।

অমৃত রেগে গেল, "অ্যাই, তোরা অচেনা ছেলেদের সঙ্গে কথা বলিস কেন রে?"

"সবার সঙ্গে বলি না। এ সব তুই বুঝবি না।" ইশা বলল।

স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল, "তোদের ভাব হয়ে গেল? শোভন আর তোর?"

"হ্যাঁ। ও ভুল বুঝেছিল, সরি বলেছে।" অকপটে বলল অমৃত।

"বাঃ! তোরা মেড ফর ইচ আদার! কিন্তু কে মেল, কে ফিমেল?" স্যান্ডার প্রশ্ন শুনে হি হি করে হাসতে লাগল ইশা।

www.boiRboi.blogspot.com

১৮

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই একটু সরে গিয়েছিল অমৃত। ওটা থামলে ইচ্ছে করে একটা কামরা বাদ দিয়ে উঠল। লেডিস লেখা বেঞ্চিতে বসার জায়গা আছে, বাকিগুলো ভর্তি। অন্যদিন ওখানে বসতে সে দ্বিধা করত না। আজ সে শক্ত হল। না, মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় সে বসবে না। পরের স্টেশনেই সে বসার জায়গা পেয়ে গেল। ব্যাগ সামনে নিয়ে বসতেই স্যান্ডার কথা মনে পড়ল। অচেনা অজানা ছেলের সঙ্গে কথা বলা কি স্মার্ট হওয়া? ও যে বিপদে পড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে আর শোভন বন্ধু, দু'জনেই ছেলে, তবু জিজ্ঞেস করল, কে স্বামী, কে স্ত্রী? তার মানে, একজন পুরুষ আর একজন মহিলা? কে মহিলা? শোভন না সে? কাকে ঠুকতে চাইল স্যান্ডা? তারা দু'জন কখনওই মেয়েদের মতো কথা বলে না! খুব রেগে গেল অমৃত। স্যান্ডা যে কত খারাপ মেয়ে, তা এতদিনে বুঝতে পারল। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে স্কুলে কমপ্লেন করতে গেলে সবাই হাসবে। মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে, স্যান্ডা তাদের স্বামী-স্ত্রী বলেছে। আর স্যান্ডা যদি অস্বীকার করে, তা হলে সে মিথ্যেবাদী হয়ে যাবে। ইশা কি স্যান্ডার বিরুদ্ধে যাবে? কক্ষনও না। আর একটা কথা মাথায় ঢুকছিল না। এইসব যে করে, সেই মেয়ে নিশ্চয় দিনরাত এই নিয়ে ভাবে! তা হলে ওর রেজাল্ট এত ভাল হয় কী করে? প্রত্যেক বছর প্রথম পাঁচজনের মধ্যে থাকে স্যান্ডা। তার নিজের রেজাল্ট তো অত ভাল হয় না!

নেতাজি ভবনে ট্রেন থেমেছিল। হঠাৎ ইশার গলা কানে এল, "তুই এখানে?"

মুখ তুলে তাকাল অমৃত। কিছু বলল না। ইশা একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, "রাগ করেছিস?"

"আমার সঙ্গে তোরা কথা বলবি না!" অমৃত গম্ভীর গলায় বলল।

"মাই গড! কেন? ও, বুঝতে পেরেছি।" ইশা শব্দ করে হাসল। ট্রেন তখন চলছে। সেই চলার শব্দ ছাপিয়েও হাসিটা অমৃতর কানে এল। ওর রাগ বাড়ল। এইসময় পাশের ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতেই ইশা বসে পড়ল, "তুই একটা বুদ্ধু!"

"তুই এখানে কেন এসেছিস? তোর বন্ধুর কাছে যা!"

"ও তো নেমে গেছে।"

"নেমে গেছে মানে? বাড়ি ফিরবে না?"

"ভবানীপুরে ওর মামার বাড়ি, সেখানে গেছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"একা একা?"

"তুই কী রে! দিনের বেলায় চেনা রাস্তায় একা যেতে অসুবিধে কোথায়?"

ইশার কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখল অমৃত, "ঠিক করে বল তো, ওই ছেলেটার সঙ্গে গিয়েছে কি না?"

"কোন ছেলেটা?"

"ওই যে, প্ল্যাটফর্মে যার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিলি," মনে করিয়ে দিল অমৃত।

ইশা আবার হাসল। হাসতে হাসতে পড়ো-পড়ো বইয়ের ব্যাগ সামলাল। অমৃত দেখল, ওকে ওভাবে হাসতে দেখে অনেকেই তাকাচ্ছে। ওর অস্বস্তি হচ্ছিল। হাসি থামলে ইশা বলল, "ধ্যাত, ওই আলাপ করতে চাওয়া তো একটা মজা করা! ফান! আমরা কখনও যেচে কারও সঙ্গে আলাপ করিনি। যদি কেউ নিজে থেকে এসে আলাপ করে, এমন ভান করি যে, মনে হবে খুশি হয়েছি। কিন্তু আসলে তার উলটো। এতে লোকে শত্রু হয়ে যায় না।"

"তাই বলে অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলবি?"

"তাতে সুবিধে আছে। একজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে অন্যরা এগিয়ে এসে বিরক্ত করবে না। ভাববে, আমরা এনগেজড।" হাসল ইশা, "আর ওই কথাটায় রাগ করলি? দূর! অনেকেই তো আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে। আমরা রাগ করি?"

"তোদের বলে? তোরা তো দু'জনেই মেয়ে!"

"ওটাও ফান।"

"এরকম ফান আমার পছন্দ নয়।"

"ঠিক আছে, আর বলব না। ওকেও বলে দেব, তোর সঙ্গে এরকম মজা না করতে।" হঠাৎ মনে পড়তে ব্যাগ খুলে একটা বই বের করে এগিয়ে দিল ইশা, "এটা পড়ে ফ্যাল। দারুণ!"

বইটা নিল অমৃত। বইয়ের নাম, 'লাভ স্টোরি'। মলাটের ছবি দেখে সে মাথা নাড়ল, "না। মা বকবে।"

"ওঃ! ইট্‌স আ ফেমাস লিটারেচার, নট পর্নো, ম্যান!" কাঁধ ঝাঁকাল ইশা, "সুপারডুপার হিট বই। অথচ তুই পড়িসইনি! ব্যাগে ঢুকিয়ে নে, পরশু আনবি।"

"কিন্তু পড়ব কখন?" বইটা ধরে জিজ্ঞেস করল অমৃত।

"এখন। স্কুল থেকে গিয়ে। একবার শুরু করলে দেখবি, ঠিক সময় বের করতে পারবি।"

শেষ স্টেশনে গাড়ি থামলে ওরা বেরিয়ে এল। ইশা বলল, "তুই রিকশায় যাবি?"

স্কুলে যাওয়ার সময় হেঁটে এসেছে, যা কথা ছিল না। যাওয়ার সময় হেঁটে গেলে নিশ্চয়ই দারোয়ানরা দেখতে পাবে। খবরটা মায়ের কাছে পৌঁছে যাবে। রিকশা থেকে নামতে দেখলে ভাববে, যাওয়ার সময়ও গিয়েছিল। সে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"আর রাগ নেই তো?"

হাসল অমৃত, "না।"

"গুড। বইটা পড়ে তোর কেমন লাগল, আমাকে লিখে জানাবি?" ইশা জিজ্ঞেস করল।

"লেখার কী আছে! মুখেই বলব।"

"না। প্লিজ! আমি একা একা পড়ব, কাউকে দেখাব না।"

"স্যান্ডাকে?"

"না। কথা দিলাম।"

"ঠিক আছে।"

রিকশায় বসে অমৃতর খুব ভাল লাগছিল। ইশা তার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার কখনও করেনি। ও স্যান্ডার চেয়ে হাজার গুণ ভাল।

যমুনাদি দরজা খোলা মাত্র টেলিফোন বাজল। ব্যাগটাকে সোফার উপর ফেলে দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলল অমৃত, "হ্যালো!"

"কখন ফিরেছ?" মায়ের গলা।

"এই মাত্র।"

"দেরি হল কেন?"

"বাঃ! এই সময়ই তো রোজ ফিরি!" প্রতিবাদ করল অমৃত।

"ওয়াশ করে খেয়ে নেবে। একটু রেস্ট নিয়ে হোমটাস্ক করে রাখবে।" মায়ের উপদেশ।

"খেলতে যাব না?" গলা তুলল অমৃত।

"খেলতে! কোথায় খেলতে যাবে?" মা যেন অবাক।

"নীচে।"

"অ। যা ইচ্ছে করো, তুমি যখন বড় হয়ে গেছ, তখন নিজের ভাল নিজেই বুঝে নাও।" মা টেলিফোন রেখে দিল। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল অমৃতর। মা যেন ইচ্ছে করেই তাকে বুঝতে চায় না।

"তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে এসো, খাবার গরম করছি," যমুনাদি রান্নাঘর

থেকে চেঁচাল।

অমৃত বলল, "আমি গরম খাব না, ঠাণ্ডা খাবার খাব।"

যমুনাদি বেরিয়ে এল বাইরে। চোখে বিস্ময়, "কে শেখাল এভাবে বলতে?"

"কে শেখাবে? আমি কি কচি খোকা? যাও।"

"ওরেব্বাবা! একদিন একা একা গিয়েই এই পরিবর্তন?"

কথা না বাড়িয়ে রিসিভার তুলে বোতাম টিপল অমৃত। ডাইরেক্ট ফোন। বাবার গলা পাওয়া গেল, "হ্যালো!"

"আমি বাড়ি এসে গিয়েছি।" অমৃত জানাল।

"বাঃ! গুড।"

"স্যাররা আসার আগে আমি কি একটু খেলতে যেতে পারি?"

"ও সিওর! শুধু পড়লে কি চলবে? খেলাধুলোও দরকার। তবে তাড়াতাড়ি চলে এসো। বাই।"

যমুনাদির প্রবল আপত্তি কানে না তুলে নীচে নামল অমৃত। নেমেই ওদের দেখতে পেল। টুকাই হাত নেড়ে ডাকছে। সে কাছে যেতেই বাবলু বলল, "খাওয়াবি না?"

"কেন?" অমৃত বুঝতে পারছিল না।

"এ কী রে! পালটি খেয়ে গেলি এর মধ্যে?" বাবলু বিস্মিত।

টুকাই বোঝাল, "সকালে কথা হল না? তোর রিকশাভাড়া বেঁচে যাচ্ছে হাঁটার জন্য।"

"না। আসার সময় রিকশায় এসেছি।" জোর গলায় বলল অমৃত।

"যাওয়ার সময়টা তো হেঁটে গিয়ে বাঁচালি!" বাবলু বলল, "চল, ফুচকা খাওয়াবি।"

খারাপ লাগছিল অমৃতর। ওরা জানে বলে চাপ দিয়ে খেতে চাইছে বলে মনে হল। কিন্তু সে তো টাকা নিয়ে বের হয়নি। ওগুলো ব্যাগেই রয়ে গেছে। মা যদি ব্যাগ খুলে দ্যাখে, তা হলে হিসেব দিতে পারবে না। সে বলল, "দাঁড়া, আসছি।"

যমুনাদিকে অবাক করে সে ঘরে গেল। দ্রুত ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকা বের করে পকেটে ঢোকাতেই যমুনাদি দরজায় এল, "কী নিচ্ছ?"

উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা শুনতে হবে বলে অমৃত কিছু না বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাট থেকে। নীচে নামতেই টুকাই বলল, "তুই রাগ করেছিস? থাক, তোকে খাওয়াতে হবে না। আমি খাওয়াব।"

www.boiRboi.blogspot.com

"আশ্চর্য! আমি টাকা নিয়ে এলাম! এটা বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।"

"কেন?" বাবলু জিজ্ঞেস করল, "তোর কোনও প্রাইভেট জায়গা নেই?"

"না।"

ওরা কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল। এখন রোদ চলে যাচ্ছে। রাস্তায় রিকশা আর মানুষের চলাচল বেড়েছে। ওরা পার্কটায় ঢুকে পড়ল। পার্কের গেটের পাশেই ফুচকাওয়ালা, তার সামনে তিনটে মেয়ে ফুচকা খাচ্ছে। বাবলু জিজ্ঞেস করল, "টাকায় কত?"

"দুটো।" ফুচকাওয়ালা জবাব দিল।

"অ্যাঁ! তুমি কি ডাকাত? আমাদের স্কুলের সামনে টাকায় তিনটে।" বাবলু বলল।

"সে জিনিস আর আমার জিনিস এক হবে না খোকা। মেয়ে দ্যাখো।"

বাবলু দর কষাকষি করল। মেয়ে তিনটে দাম মিটিয়ে চলে গেলে ফুচকাওয়ালা রফা করল, "দু'টাকায় পাঁচটা। ঝাল কম না বেশি?"

টুকাই বলল, "মাঝামাঝি। পাঁচ টাকার দেবে।"

মাখা শেষ হলে পাতা ধরিয়ে দিল ফুচকাওয়ালা। প্রথম ফুচকাটা দিতেই তেঁতুলজল চলকে পড়ল পাতায়। মুখে দিতেই দারুণ তৃপ্তি পেল অমৃত। মা বলে, খুব অস্বাস্থ্যকর ভাবে নাকি ফুচকা তৈরি করে এরা। খেলে শরীর খারাপ হতে বাধ্য। মা বোধ হয় কোনওদিন ফুচকা খায়নি। চারটে ফুচকা খাওয়ার পর জলটা চুমুক দিয়ে গলায় ঢালল সে। আঃ! এইসময় ফুচকাওয়ালা বলল, "পাঁচ টাকা শেষ।"

"কী করে হবে? এক টাকায় আড়াইটে হলে পাঁচ টাকায় সাড়ে বারো। এখনও আধখানা বাকি। আধখানা তো হয় না, একটাই দাও।" পাতা এগিয়ে ধরল বাবলু।

টুকাই বলল, "বারে! তুই একা নিবি কেন?"

"কাউকে তো নিতেই হবে।" বাবলু বলল।

ফুচকাওয়ালা বলল, "আর এক টাকার দিয়ে দিচ্ছি, তিনজনের সমান ভাগ হয়ে যাবে।"

গোটা ফুচকা খাওয়ার পর পাঁচ টাকার কয়েন এগিয়ে দিল অমৃত। টুকাই একটা টাকা দিল। বাবলু বলল, "চল, ওই বেঞ্চিতে বসি।"

পার্কে বেশ ভিড় হয়েছে। কেউ বসার আগে বাবলু দৌড়ে বেঞ্চি দখল করল। একটা বাদামওয়ালা হেঁকে গেল। আইসক্রিমের গাড়ি নিয়ে লোকটা ওদের দেখে হাসল। বেঞ্চিতে বসার পর বাবলু বলল, "ঠিক সুখ হল না।

www.boiRboi.blogspot.com

আমার অনেক পুরনো খাতা আছে। বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসব। এখানে যা পাওয়া যায়, সব খাব।"

কথাটা মনে ধরল অমৃতর। আরও পাঁচটা ফুচকা সে ঠিক খেয়ে নিত। বাড়িতে পুরনো ক্লাসগুলোর খাতাবই স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু ওগুলো বিক্রি করতে চাইলে আগে যমুনাদি চেঁচাবে।

এইসময় একটা রোগা লোক তাদের সামনে এসে বলল, "একটু জায়গা দেবে ভাই, বসব।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও টুকাই একটু সরে বসে জায়গা দিল। লোকটা সেখানে বসে বলল, "বাঁচালে। পায়ে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। থ্যাঙ্ক ইউ। ফুচকা কেমন লাগল?"

প্রশ্নটা যেহেতু অমৃতর দিকে তাকিয়ে, সে ঘাড় নাড়ল, "ভাল।"

"বাঃ!" পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট আঙুলে তুলে কপালে ভাঁজ ফেলল লোকটা, "তোমরা কেউ সিগারেট খাও?"

অমৃত দ্রুত মাথা নাড়ল, "না।" টুকাই এবং বাবলু অবাক হয়ে তাকাল।

লোকটা বলল, "মাকে-ধ্যে খাওয়া হয়ে থাকলে এখন খেতে পারো। আমাকে দেখে লজ্জা পেতে হবে না।"

টুকাই বলল, "সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।"

লোকটা হি হি করে হাসল, "প্যাকেটের গায়ে তাই লেখা আছে বটে। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় এত যে সিগারেটের দোকান, যেখান থেকে স্বাস্থ্যের ক্ষতি-হবে-জিনিস বিক্রি হচ্ছে, তা গবমেন্ট অ্যালাউ করছে কেন? অ্যাঁ? বিষ বিক্রিতে বাধা দিচ্ছে না কেন? তোমাদের বাড়ির কেউ সিগারেট খায় না?"

বাবলু মাথা নাড়ল, "আমার বাবা খায়।"

"ক্ষতি হচ্ছে জেনেও তিনি খান। তাই তো? জিজ্ঞেস কোরো তাঁকে।"

অমৃত মনে করতে পারল, বাবা কখনও কখনও সিগারেট খায়। তবে বাড়িতে ইদানীং খায় না।

লোকটা সিগারেট ধরাল। তারপর আঃ বলে লম্বা টান দিল। চোখ বন্ধ করে বলল, "খেলে বুঝতে পারতে, কী খেয়েছ! এটা অর্ডিনারি সিগারেট নয়।"

"কী সিগারেট?" বাবলু জিজ্ঞেস করল।

"স্বপ্ন দেখার সিগারেট।"

"ধ্যাত, সিগারেট খেলে কেউ স্বপ্ন দ্যাখে? তা হলে আমার বাবা রোজ দেখত।"

চোখ খুলল লোকটা, "বললাম তো, অর্ডিনারি সিগারেট নয়। এর একটার

দাম দশ টাকা। দেখবে নাকি একটা টান দিয়ে?"

টুকাই বলল, "আমাদের কাছে একটাও টাকা নেই।"

"আমি কি তোমাদের পুরো সিগারেট দিচ্ছি? একটা টান দাও, যদি ভাল লাগে, স্বপ্ন দেখব-দেখব হয়, তা হলে কাল এই সময় দশটা টাকা প্রত্যেকে নিয়ে এসো, সিগারেট পেয়ে যাবে।"

"মুখ দিয়ে গন্ধ বের হবে না?"

"না। নো গন্ধ!"

বাবলু মাথা নাড়ল, "না। আপনাকে চিনি না, আপনার এঁটো সিগারেট আমরা খাব না। কাল দশ টাকা নিয়ে এসে একটা সিগারেট তিনজনে ভাগ করে খাব।"

"বাঃ! তখন এঁটো হবে না?" লোকটা তাকাল।

"আমরা তো বন্ধু।"

"বেশ। কাল এই সময় এসো। আর হ্যাঁ, কাউকে বোলো না। তোমাদের আমি সিগারেট খেতে উৎসাহ দিচ্ছি জানলে লোকে রাগ করবে। যাই, ওদিকে কয়েকজন বসে আছে সিগারেট খাওয়ার জন্য," লোকটা উঠল। ইতিমধ্যে দুই আঙুলের ডগায় জ্বলন্ত সিগারেটটাকে নিভিয়ে ফেলেছিল। সেটাকে সন্তর্পণে প্যাকেটে ঢুকিয়ে পার্কের উলটোদিকে চলে গেল।

বাবলু ফিসফিসিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি পার্কের বাইরে চল।"

টুকাই প্রতিবাদ করল, "এখনও সন্ধে হতে দেরি আছে।"

"যা বলছি, তাই কর।" বাবলু উঠে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে ওরা বাধ্য হল অনুসরণ করতে।

পার্কের বাইরে গিয়ে বাবলু বলল, "লোকটা কে, বুঝতে পারছিস?"

মাথা নাড়ল ওরা।

বাবলু বলল, "রুনকা বলেছিল এই পার্কে ড্রাগ বিক্রি হয় মাঝেমাঝে। সিগারেটের মধ্যে ড্রাগ ভরে বিক্রি করে। ওই ড্রাগ খেয়ে কত ছেলে চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে।".

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে, টিভিতে বহুল প্রচারিত ড্রাগবিরোধী প্রচার অমৃতর জানা ছিল। ওর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। উত্তেজিত গলায় বলল, "এখনই পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। ওই লোকটা খুনি।"

সে চারপাশে তাকাল কিন্তু কোনও পুলিশকে দেখতে পেল না।

টুকাই বলল, "পুলিশ তো থানায় থাকে। থানা অনেক দূরে।"

www.boiRboi.blogspot.com

বাবলু বলল, "তা ছাড়া আমরা গেলে থানার পুলিশ হয়তো পাত্তাই দেবে না।"

"তা হলে?" অমৃত সন্তুষ্ট হচ্ছিল না।

"চল। রুনকাকে গিয়ে বলি।"

"কিন্তু ও তো ততক্ষণে চলে যেতে পারে এখান থেকে!"

"যাক। কাল যখন আমাদের আসতে বলেছে, তখন নিশ্চয়ই আসবে।" বাবলু বলল।

রুনকাকে কমপ্লেক্সে পাওয়া গেল না। সময় ফুরিয়ে আসছিল, তাই নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরে এল অমৃত। যমুনাদি দরজা খুলে বলল, "খেলা হল?"

জবাব দিল না সে।

দরজা বন্ধ করে যমুনাদি ছুটে এল, "অ্যাই, তুমি আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? এই সেদিন — ! হঠাৎ নিজেকে খুব বড় ভাবছ, না?"

"বড় হয়ে গেলে কী করব!" গম্ভীর মুখে নিজের ঘরে ঢুকে গেল অমৃত।

১৯

আজ খুব বকুনি খেল অমৃত দু'জন স্যারের কাছেই। কেন সে আজ এত অমনোযোগী, তা দু'জনেই জিজ্ঞেস করেছেন। এই স্যারদের একটা গুণ হল, তাঁরা ছাত্রের বিরুদ্ধে চট করে অভিভাবকের কাছে নালিশ করেন না। শেষ স্যার চলে গেলে অমৃতর ডাক পড়ল। মা বসে আছে বাইরের ঘরে। সে যেতেই বলল, "বোসো।" অমৃত বসল।

"আজ স্কুলে যেতে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি?"

"না।"

"তুমি আজ প্রথম একা গিয়েছ। আজ সারাদিন এটা নিয়ে আমি টেনশনে কাটিয়েছি, তা কি তুমি বুঝতে পারো? নিজে থেকে আমাকে বলতে পারলে না, কী অভিজ্ঞতা হয়েছে?"

"স্যার ছিলেন। কখন বলব?"

"ওঁরা চলে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে আমি তোমাকে ডেকেছি।"

"আমার কোনও নতুন অভিজ্ঞতা হয়নি। রোজ যেমন যাই, তেমনি গিয়েছি।"

"টিউব স্টেশনে গেলে কীভাবে?" মা তাকাল।

ঝট করে মনে পড়ল তার কাছে এখন পাঁচটাকাটা নেই। ফুচকা খাওয়ার কথা বলা যাবে না। সে গম্ভীর গলায় বলল, "কেন, রিকশায়!"

"না, রিকশায় তুমি যাওনি। গেলে শিউচরণ তোমাকে দেখতে পেত। সে রিকশাস্ট্যান্ডে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। তুমি স্টেশনে যাওনি।"

"স্টেশনে না গেলে আমি ট্রেনে উঠলাম কী করে? অদ্ভুত! ও দেখেনি, সেটা কি আমার দোষ? তুমি কি ওকে দায়িত্ব দিয়েছিলে আমাকে ওয়াচ করার জন্য?"

"বাজে কথা বলবে না! ওয়াচ আবার কী? ঠিকঠাক স্টেশনে ঢুকতে পারলে কিনা, তা দেখতে বলেছিলাম।" মা বলল, "বিকেলে কোথায় খেলতে গিয়েছিলে?"

"কেন?"

"কারণ যমুনা বলল তুমি কমপ্লেক্সে ছিলে না।" মা শক্ত চোখে তাকাল।

"পার্কে গিয়েছিলাম।" শক্ত হল অমৃত।

"পার্কে!" মায়ের চোখ বড় হল, "সেখানে গিয়ে কী করছিলে? তোমাকে কখনও আমরা ওই পার্কে নিয়ে গিয়েছি? এই পার্কগুলো হল সমাজবিরোধীদের আড্ডা।"

"তুমি তো কখনও যাওনি, তা হলে এ কথা জানলে কী করে?"

"খবরের কাগজে রোজ ছাপা হচ্ছে। না, তোমার বাবার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে হবে।" মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

রাত্রে ডাক পড়ল। বাবা এখন কথা বলছে বেশ উঁচু স্বরে। ক্লাবে গেলেই বাবার গলা এমন হয়, কথাও জড়িয়ে যায়। তাকে দেখেই বাবা বলল, "ইয়েস মাই ডিয়ার সান, তুমি আজ পার্কে গিয়েছিলে? একা একা?"

"না। বন্ধুরা ছিল।"

মা বলল, "বন্ধুরা! কবে তোমাদের বন্ধুত্ব হল?"

বাবা বলল, "ওয়েল! সব ছেলেবন্ধু?"

"হ্যাঁ।" ঠোঁট কামড়াল অমৃত।

"গিয়ে কী করলে? ফুচকা, আলুকাবলি, আইসক্রিম খাওয়া হল?"

ফুচকার কথা বলতে গিয়েও মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ঘাড় নেড়ে না বলল।

"সিগারেট?" বাবা হাসল।

মা ধমকাল, "কী হচ্ছে?"

"ওর বয়সে আমি প্রথম সিগারেটে টান দিয়েছিলাম। উঃ, কী কাশি!"

"আমরা বেঞ্চিতে বসে ছিলাম।" অমৃত বলল।

www.boiRboi.blogspot.com

"যাচ্চলে!" বাবা বলল, "তা হলে তুমি এত দুশ্চিন্তা করছ কেন?"

"ও যতদিন দারোয়ানের সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছিল, তদ্দিন পা বড় হয়নি।"

"একদিন তো হবেই। কতদিন তুমি শিকল দিয়ে রাখবে? শোনো মিত, আমি আশা করব তুমি এমন কাজ কখনওই করবে না, যার জন্য পরে তোমাকে অনুশোচনা করতে হয়। আন্ডারস্ট্যান্ড? তোমার বয়সে বড় সাজার টেন্ডেন্সি গ্রো করে। এখনই সিগারেট খেয়ো না।"

মা মন্তব্য করল, "চমৎকার!"

"সিগারেট খাওয়া যখন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তখন লোকে খায় কেন?"

"নেশা এমন তীব্র যে, ছাড়তে পারে না। মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।" মা বলল।

"যার নেশা নেই, সে খেতে শুরু করে কেন?"

"বদ, খারাপ ছেলেরাই শুরু করে। জেনেশুনে বিষ খায়।"

"তা হলে দোকানে সিগারেট বিক্রি হয় কেন? যে বিষ বিক্রি করছে, তাকে পুলিশ ধরছে না কেন? মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে যা ক্ষতিকর, তা কি বিক্রি করতে দেওয়া উচিত?" কেটে কেটে প্রশ্নটা করল অমৃত।

বাবা মায়ের দিকে তাকাল, "উত্তরটা দাও।"

মা উঠে দাঁড়াল, "বাইরের লোক কে কী করছে জানার দরকার নেই। তুমি যদি কখনও সিগারেট খাও, তা হলে পড়াশোনা বন্ধ করে দেব, বাড়িতে বসে থাকবে।"

"তা হলে তো সারাজীবন আমি কিছুই করতে পারব না!" অমৃত অবাক।

"করবে না। সেটাই তোমার শাস্তি।"

"বাঃ! আমি তো একসময় তোমাদের বোঝা হয়ে যাব।"

"কী! কী বললে?" মা ঘুরে দাঁড়াল, "তুমি শুনলে, ও কী বলল?"

বাবা বলল, "ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি।"

মা চলে গেলে বাবা ওকে পাশে বসতে বলল। সে বসলে বাবা ওর কাঁধে হাত রাখল, "তুমি তো মহাভারত পড়েছ, তাই না?"

"বড়দেরটা পড়িনি।"

"যুধিষ্ঠির কেন স্বর্গে যেতে পারেননি, মনে আছে?"

"হ্যাঁ। উনি একবার মিথ্যেকথা বলেছিলেন।" অমৃত বলল।

"না। মিথ্যে নয়, উনি পুরো সত্যি কথা বলেননি।"

"মিথ্যে মানেই তো যা সত্যি নয়।" অমৃত প্রতিবাদ করল।

"না। যে মিথ্যের মধ্যে সত্যি মিশে থাকে, তাকে তো সম্পূর্ণ মিথ্যে বা

সম্পূর্ণ সত্যি বলা যায় না। 'অশ্বত্থামা মরে গেছে' কথাটা মিথ্যে কিন্তু 'ইতি গজ' কথাটা সত্যি। সমস্যার মুখোমুখি হয়ে যুধিষ্ঠিরকে ওই কথা বলতে হয়েছিল। এই সভ্যযুগে কখনও কখনও এমন কথা বলতে হয়। তুমি বুঝতে পেরেছ?" বাবা জিজ্ঞেস করল।

"না। পারছি না।"

"তুমি যদি অন্যায় কিছু না করে থাকো, তোমার মধ্যে যদি সততা থাকে, তা হলে তুমি সত্যি কথাই বলবে। কিন্তু সত্যিটা যদি আমাকে আঘাত করে, আমি যদি তোমাকে ভুল বুঝি, তখন তোমার খারাপ লাগবেই। এ ক্ষেত্রে তুমি তোমার মতে স্থির থাকবে কারণ যা ভুল তা একসময় আমার কাছে স্পষ্ট হবে এবং আমি তোমার সত্যিটা বুঝতে পারব। নয়তো, আমি কষ্ট পাব বলে তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দেবে আর ভাববে তুমি তো কোনও অন্যায় করোনি। এখন তোমার যা ইচ্ছে, তাই তুমি করবে। যদি কখনও কোনও অন্যায় করো, তা হলে বাড়িতে এসে সেটা স্বীকার করবে। চলো, খেতে যাই।" বাবা উঠে পড়ল।

আজ স্কুলে যাওয়ার সময় মা বলল, "টেবিলে টাকা রাখা আছে।"

টাকা মানে রিকশাভাড়া। হঠাৎ অমৃতর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "লাগবে না।"

"মানে? রিকশাভাড়া কোত্থেকে দেবে?" মা সোজা হয়ে বসল।

"হেঁটে যাব স্টেশনে। হেঁটে গেলে অসুবিধে হবে না।" শান্ত গলায় বলল অমৃত।

"তার চেয়ে বলো, সুবিধে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে গুলতানি করতে করতে যাবে। একদিনেই তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। টাকাটা তোলো, কথার অবাধ্য হোয়ো না।" মা বলল।

বাবা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দাড়ি কামানো হয়ে গেছে, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "তোমার ছেলে এখনও ঠিক রয়েছে। নইলে তোমার টাকা নিয়ে রিকশায় না গিয়ে হাঁটাহাঁটি করে সেটা বাঁচাতে পারত, তুমি জানতেও পারতে না।"

"কী জানি!" মা উদাস।

টাকাটা নিতে হল।

গেট পেরোতেই রিকশা দেখতে পেল। অতএব রিকশায় উঠতে বাধ্য হল অমৃত। আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। স্টেশনে যেতে বলে সে বাবার কথা ভাবছিল। গতকাল রিকশায় না গিয়ে সে টাকাটা ফুচকা খেতে খরচ করেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

অথচ বাবা তার প্রশংসা করল। ওই এক মতলব বাবার মাথায় এল কেন? বাবা কি ছেলেবেলায় এরকম করত? কিন্তু যে কাজটা সে করেনি, তার জন্য প্রশংসা পাওয়া খুব খারাপ ব্যাপার।

"অ্যাই মিত, দাঁড়া দাঁড়া!" টুকাই চিৎকার করল।

বাবলু আর টুকাই রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। রিকশা থামলে টুকাই বলল, "তোর দেরি দেখে ভাবলাম আজ তুই স্কুলে যাবি না।"

"একটু দেরি হয়ে গেল।" রিকশায় বসে অমৃত বলল।

"তুই রিকশায় যাচ্ছিস যে? কাল অত প্ল্যান হল!" বাবলু বলল।

"নেমে পড়, ট্রেনের টাইমে পৌঁছে যাবি।" টুকাই বলল।

"না।" মাথা নাড়ল অমৃত, "অন্যায় হবে। রিকশার জন্য টাকা দিয়েছে — !"

"রিকশায় তো চড়েছিস। কথাটা আর মিথ্যে হল না।"

"দূর! ভাড়া দেব যখন, শেষ পর্যন্ত যাব।"

"তুই একনম্বরের ধুর! অর্ধেক রাস্তা আসিসনি, পুরো ভাড়া দিবি কেন? এই রিকশাওয়ালা, এখানে নামলে কত নেবে?" টুকাই জিজ্ঞেস করল।

"এখানে নামলেও যা, স্টেশনে নামলেও তাই।" রিকশাওয়ালা বলল।

"মামার বাড়ি, না! তোমার কি শাটল রিকশা যে একভাড়া হবে? মিত, নেমে আয়, ওকে দুটো টাকা দিয়ে দে।" বাবলু বলল।

রিকশাওয়ালা রাজি হল না। কিছুটা তর্কের পর সে তিনটাকায় রাজি হলে অমৃত নেমে পড়ল। ভাড়া দেওয়ার পর টুকাই বলল, "যাক, দুটো টাকা তো বাঁচল! আয়, শর্টকাট করি।" ওরা একটা গলিতে ঢুকল।

হাঁটতে হাঁটতে গতকালের লোকটার কথা উঠল। টুকাই বলল, "কাগজ দেখেছিস? কাল থেকে কলকাতার রাস্তায় প্রকাশ্যে সিগারেট খাওয়া নিষেধ। খেলে এক হাজার টাকা ফাইন।"

বাবলু বলল, "শুধু সিগারেট নয়, খইনি, জরদা দেওয়া মশলাও বন্ধ।"

অমৃত বলল, "অসম্ভব! এত সিগারেটের দোকান, লোকে কিনছে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খাচ্ছে। এত লোককে ফাইন করার মতো পুলিশ আছে? তা ছাড়া পুলিশকেও সিগারেট খেতে দেখেছি আমি।"

টুকাই বলল, "কিন্তু যে আমাদের সিগারেট অফার করেছিল, তার শাস্তি হওয়া উচিত। থানায় গিয়ে বলবি। ও তো আজ আবার আসবে।"

"থানায় গেলে বাড়িতে বকবে না তোদের?" অমৃত জিজ্ঞেস করল।

"বাঃ! আমরা ভাল কাজ করতে যাচ্ছি, বকবে কেন?" বাবলু জিজ্ঞেস করল।

টুকাই বলল, "অবশ্য নিজেরা না গিয়ে ফোন করে দেওয়া ভাল।"

ঠিক হল, ওরা স্কুল থেকে ফেরার পথে থানায় ফোন করবে। কথা বলতে ওরা এত মগ্ন ছিল যে, অমৃতর সঙ্গে স্টেশনের পথে চলে এসেছিল। এখন আর ফেরার কোনও মানে হয় না। একটু ঘুর হবে, এই যা।

স্টেশনের সামনে পৌঁছে অমৃত বলল, "যাই।"

"তা হলে কালকের সময়ে নীচে নেমে আসিস। আজ দারুণ জমাব।"

অমৃত ঘাড় নেড়ে রাস্তা পার হয়ে স্টেশনে ঢুকতে গিয়ে ইশাকে দেখতে পেল। কেমন নায়িকা নায়িকা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে।

"তুই একা! স্যান্ডা কোথায়?"

"ওর শরীর খারাপ, আসবে না।" ইশা হাসল।

শরীর খারাপের কথা কেউ হেসে বলে? অমৃত বিরক্ত হল, "এখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

"তোর জন্য। একা যেতে ইচ্ছে করছিল না, তাই ভাবলাম তোর সঙ্গে যাব। কেন? আমার সঙ্গে যেতে তোর কি আপত্তি আছে?" ইশা চোখের কোণে তাকাল।

"বা রে! আপত্তি হবে কেন? চল।"

তখনও তিন মিনিট বাকি আছে ট্রেন ছাড়তে। ওরা থ্রি-সিটার বেঞ্চিটায় জায়গা পেয়ে গেল। বসেই ইশা জিজ্ঞেস করল, "তোর বোন আছে?"

"না। আমি একা।"

"আমিও। তোর মা চাকরি করে?"

"হ্যাঁ।"

"আমার মাও। স্কুলে পড়ায়। তোর মা রাগী?"

"মাঝে মাঝে।"

"আমার মা খুব ভাল। বাবা রাগী। বলে ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না।"

"না মেশাই তো উচিত।"

"আমি তো ছেলেদের সঙ্গে মিশি না।" ইশা বলল।

শুনে ওর মুখের দিকে তাকাল অমৃত। ইশা বলল, "স্যান্ডা আমার বন্ধু। ও যদি ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে চায় তো আমি কী করব? আমি তো মিশি না। ক্লাসের কোনও ছেলের সঙ্গে আমাকে আড্ডা মারতে দেখেছিস?"

"এই তো আমার সঙ্গে কথা বলছিস।"

"তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, তাই। তুই যতদিন আমার বন্ধু থাকবি, ততদিন আমি অন্য ছেলের কথা ভাববই না।" ইশার কথার মাঝখানে ট্রেন ছেড়ে দিল। পাতালরেল এত জোরে ছোটে যে, শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড় হয়। চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। ইশার কথা শুনে

www.boiRboi.blogspot.com

অমৃতর অস্বস্তি হচ্ছিল। এখন মনে হল, ওই শব্দ তাকে কথা না বলতে সাহায্য করছে।

নির্দিষ্ট স্টেশনে সেই ছেলেদুটোকে উঠতে দেখল অমৃত। দুটো কামরা পরে ওরা উঠল। চলন্ত ট্রেনে খুঁজতে খুঁজতে ওরা শেষ পর্যন্ত ইশাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল ইশা। এমন ভান করতে লাগল যেন কখনও ওদের দেখেনি সে। ছেলেদুটো কিছুক্ষণ উশখুশ করে পরের স্টেশনে নেমে গেল। স্কুলের স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে এরকম ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞেস করলে ইশা বলল, "ওরা তো আমার কেউ নয়, স্যান্ডার বন্ধু ছিল। আমার বন্ধু তুই। তাই না?"

আজ শোভন স্কুলে আসেনি। টিফিনের সময় বেয়ারা এসে চেঁচাল, "অমৃত কে আছে?"

"আমি।"

"চলে এসো।"

"কোথায়?"

"প্রিন্সিপ্যাল ডাকছেন।"

বিশেষ কোনও ঘটনা না ঘটলে এরকম ডাক আসে না। সবাই অমৃতকে দেখছে। রেজাল্ট খারাপ হলে প্রিন্সিপ্যাল ঘরে ডেকে যাদের বকেছেন, তাদের মধ্যে এখনও অমৃত পড়েনি। তা ছাড়া, এখন রেজাল্ট নিয়ে কথা বলার সময়ও নয়।

বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছে বেয়ারা বলল, "ভিতরে যাও।"

দরজা ফাঁক করে অমৃত জিজ্ঞেস করল, "মে আই কাম ইন স্যার?"

"ইয়েস।"

অমৃত ঘরে ঢুকে অবাক হল। একজন পুলিশ অফিসার প্রিন্সিপ্যালের উলটোদিকের চেয়ারে বসে আছেন। তাকে দেখছেন ভদ্রলোক।

"তুমি অমৃত?"

"হ্যাঁ।"

"শোভন তোমার বন্ধু?"

"হ্যাঁ স্যার।"

প্রিন্সিপ্যাল পুলিশ অফিসারের দিকে তাকালেন, "নিন, আপনি কথা বলুন।"

"তোমরা ভদ্রবাড়ির ছেলে, ভাল স্কুলে পড়ো, তোমাদের উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সেই তোমরা অ্যান্টি-সোশ্যালদের সঙ্গে মিশছ কেন?" অফিসার সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি বুঝতে পারছি না।"

"পারছ না? তোমরা স্কুল পালিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখতে যাও?"

"না তো!"

"মিথ্যে কথা বোলো না। সত্যি বলো।"

"স্কুল পালিয়ে না। একদিন হঠাৎ স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল, দারোয়ান আসবে বিকেলে। তাই শোভন বলায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।"

"সেখানে গিয়ে গুণ্ডাবাজি করেছ?"

"না। হঠাৎ ঝামেলা হতে আমরা স্কুলে চলে এসেছিলাম।"

"মিথ্যে কথা, শোভন তোমার সঙ্গে আসেনি।"

"ও পরে এসেছিল।"

"তা হলে আমরা বললে কেন?"

"স্যান্ডা আর ইশা ছিল।"

"তখন কোনও ছেলে ওই মেয়েদের টিজ করেছিল?"

"না। তখন করেনি। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পর করেছিল। আমাদের বাড়ির দরোয়ান তাকে ধমকাতে চলে গিয়েছিল।" অমৃত বলল।

"তারপর তোমরা ঠিক করলে, ছেলেটাকে মারবে?"

"না তো!"

"ছেলেটাকে দু'জন বেধড়ক মেরেছে আজ। সেদিন দুপুরে তার সঙ্গে শোভনের ঝগড়া হয়েছিল, তা অনেকে দেখেছে। তার উপর ভিত্তি করে শোভনকে আজ অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তুমি বলছ, এসবের কিছুই তোমার জানা নেই?" অফিসার তির্যক গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"না। আমি কিছু জানি না।" মাথা নাড়ল অমৃত।

২০

প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকালেন পুলিশ অফিসার, "আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, যে আজ মার খেয়েছে সে একটি অ্যান্টিসোশ্যাল। মুশকিল হল ওর মামা একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। তিনি চাপ দিচ্ছেন খুব। তাঁর ভাগনের উপর যারা হামলা করেছে, তাদের গ্রেফতার করতে হবে।"

"আপনি নিশ্চিত যে, শোভন এই কাজটা করেছে?"

"না। ওকে ধরেছি স্রেফ সন্দেহ করে। আচ্ছা, সেদিন যে ছেলেটা মেয়েদের টিজ করেছিল তা এরা আপনাকে জানায়নি। তাই তো?"

www.boiRboi.blogspot.com

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নাড়লেন প্রিন্সিপ্যাল, "না।"

"মেয়ে দুটো স্কুলে এসেছে?"

প্রিন্সিপ্যাল তাকালেন অমৃতর দিকে। অমৃত বলল, "ইশা এসেছে। স্যান্ডার শরীর খারাপ।"

"হঠাৎ আজই শরীর খারাপ হয়ে গেল? নাকি ও জানত, আজ গোলমাল হবে?"

"আমি জানি না।" অমৃত অফিসারকে বলল।

"ইশাকে ডাকুন।" অফিসার বললেন।

বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে হুকুম দিলেন প্রিন্সিপ্যাল। তারপর অমৃতর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ভাবতেই পারি না, আমার স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে অ্যান্টিসোশ্যালদের ক্ল্যাশ হবে! ছি ছি! তোমরা হিন্দি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে?"

"সেখানেও শোভন ইঁটপাথর ছুড়েছিল বলে খবর আছে।"

"নাঃ। এরকম ছেলেকে স্কুলে আমি রাখতে পারি না।"

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল অমৃত, "না। শোভন কোনও অন্যায় করেনি।"

"অন্যায় করেনি? সিনেমা হলে গিয়ে গুণ্ডামি করা অন্যায় নয়?" প্রিন্সিপ্যাল রেগে গেলেন।

"না। শোভন কোনও গুণ্ডামি করেনি।" অমৃত বলল।

"আচ্ছা! শুধু অন্যায় করেনি, বন্ধুর অপকর্মকে সমর্থন করছ?" অফিসার বললেন।

এই সময় ইশা দরজা ফাঁক করে জিজ্ঞেস করল, "মে আই কাম ইন স্যার?"

"ইয়েস, কাম ইন। তোমার বন্ধু স্যান্ডা আজ স্কুলে আসেনি কেন?"

"ওর শরীর খারাপ।"

"তুমি জানলে কী করে?" প্রিন্সিপ্যাল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাকে ফোন করে বলেছে।"

অফিসার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "বাবলাকে চেনো?"

"না তো!"

"একটা ছেলে তোমাদের পিছনে লেগেছিল, তোমাদের টিজ করেছিল, এ কথা সত্যি?"

ইশা চট করে তাকাল অমৃতর দিকে।

"ওকে দেখে কী হবে? আমাকে উত্তরটা দাও।" অফিসার বললেন।

"নাম জানি না। একটা ছেলে এসেছিল, ওর দরোয়ান ধমকে ছেড়ে দিয়েছে।"

"ছেলেটার সঙ্গে আলাপ হল কী করে?"

"আলাপ তো হয়নি!"

"মিথ্যে কথা। নুন শো দেখতে গিয়ে আলাপ হয়নি?"

"না, হয়নি।" জোরে মাথা নাড়ল ইশা।

"তোমরা স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখতে যাওনি?"

"পালিয়ে যাইনি, ছুটি হয়ে গিয়েছিল, তাই।"

"আইডিয়াটা কার ছিল?"

"আমাদের সবার।"

"শোভন সেখানে মারপিট করেনি?"

"আমি দেখিনি।"

"শোভন তোমার বন্ধু?"

"না। এক ক্লাসে পড়ি।"

"এত মেয়ে এই স্কুলে পড়ে, তাদের কাউকে টিজ করে না কেউ, তোমাদের করল কেন?"

"আমাকে কেউ টিজ করেনি।" ইশা বলল।

"না করলে দরোয়ান ধমকাবে কেন?"

"পিছন পিছন আসছিল, তাই।"

"এসব ব্যাপার স্কুলকে জানিয়েছ?"

"না। পরের দু'দিন ছুটি ছিল। বাড়িতে বলেছি।" ইশা বলল।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, "বাড়িতে বলেছ?"

"হ্যাঁ। আপনি ফোন করে মায়ের সঙ্গে কথা বলুন।"

"তোমাদের একটা ছেলে বিরক্ত করেছে জেনেও তোমার মা ভয় পাননি? অদ্ভুত! ওঁর উচিত ছিল আমাকে জানানো।" প্রিন্সিপ্যাল বললেন।

"মা-বাবা কথা বলেছিল। বাবা বলেছে, আপনাকে জানালে কী হতে পারে? আপনি পুলিশকে বলবেন, পুলিশ কি রোজ আমাদের বাড়ি অবধি পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া-নিয়ে আসা করবে? বাবা আমাকে বলেছে, ওদের উপেক্ষা করতে। তা হলেই ওরা থেমে যাবে।" ইশা একটানা বলে গেল কথাগুলো।

প্রিন্সিপ্যাল মাথা নাড়লেন, "দ্যাটস রাইট। আমার স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যে কোনও ঘটনা ঘটলে আমি ইন্টারফেয়ার করতে পারি। রাস্তায় কোন ছাত্রছাত্রী কী করছে, তা কি আমার পক্ষে জানা সম্ভব অফিসার? হ্যাঁ,

www.boiRboi.blogspot.com

আপনারা যদি কারও সম্পর্কে রিপোর্ট করেন, তা হলে আমি অ্যাকশন নেব। যেমন, এই শোভন। ওকে যখন অ্যারেস্ট করেছেন, তখন এই স্কুলে ওর জায়গা নেই। এদের কিছু জিজ্ঞেস করবেন?"

ইশা বলল, "স্যার, একটা কথা বলব?"

প্রিন্সিপ্যাল তাকালেন, মুখে কিছু বললেন না।

"স্যার, ইনি সত্যি কথা বলছেন না।" ইশা বলল।

"তার মানে?" চেঁচিয়ে উঠলেন অফিসার।

"সেদিন সিনেমা হলে শোভন কোনও মারপিট করেনি।" ইশা জোর দিয়ে বলল।

"তুমি কী করে জানলে?" অফিসার বাঁকা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। শোভন তখনও আসেনি বলে অপেক্ষা করছিলাম। এইসময় একজন পুলিশ অফিসার শোভনকে নিয়ে জিপে করে এলেন। আমাদের বললেন, ওরকম বাজে হিন্দি সিনেমা যেসব হলে হয়, সেখানে যেন সিনেমা দেখতে না যাই। উনি আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছিলেন। শোভন যদি মারপিট করে থাকে, তা হলে তিনি ওকে স্কুলে পৌঁছে না দিয়ে থানায় নিয়ে যেতেন। তাই না?"

"রাইট।" প্রিন্সিপাল বললেন।

"এরকম কোনও ঘটনা ঘটেছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না।" অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, "তা ছাড়া কোনও অফিসার দুর্বলতা দেখালেই অন্যায় চাপা পড়ে যায় না।" দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, "আচ্ছা, নমস্কার।"

শেষ কথাটা প্রিন্সিপ্যালের উদ্দেশে, অফিসার বেরিয়ে গেলেন।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, "এ সব কী হচ্ছে! তোমাদের কাছ থেকে শুধু পড়াশোনাই নয়, ডিসিপ্লিন আশা করি। এই প্রথমবার, তাই পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে তোমাদের বাড়িতে চিঠি পাঠাব। এখন যেতে পারো।"

অমৃত বলল, "স্যার, শোভন কোনও অন্যায় করেনি।"

"সেটা বিচার করবে পুলিশ।"

"কিন্তু দু'জন পুলিশ দু'রকম কথা বলছেন।" ইশা বলল।

"তোমরা কী বলতে চাও?"

"শোভনকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেবেন না।" অমৃত বলল।

"আমি এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাই না। যাও।" প্রিন্সিপ্যাল কড়া গলায় বললেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে ইশা চাপা গলায় বলল, "তুই চুপ করে ছিলি কেন? যা বলার, তা আমিই বললাম! অত ভয় পেলে চলে?"

ক্লাসের দিকে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা যাঁর ক্লাস, তিনি খুব কঠোর মানুষ। এখন গেলে ঢুকতে তো দেবেনই না, কোনও কথাই শুনতে চাইবেন না। কী করবে বুঝতে পারছিল না ওরা। এই সময় প্রিন্সিপ্যাল রাউন্ডে বের হলেন। ওদের দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জানতে চাইলেন। সব শুনে বললেন, "তোমরা এখন লাইব্রেরিতে গিয়ে বই নিয়ে বোসো। বাকি ক্লাস করতে হবে না। যাও।"

প্রিন্সিপ্যাল চলে গেলে ওরা লাইব্রেরির দিকে যেতে যেতে স্কুল গেটটাকে দেখতে পেল। গেট ভেজানো, দরোয়ান পিছন ফিরে বসে কোনও কাজ করছে। ইশা বলল, "চল, চলে যাই। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, আয়।"

নিঃশব্দে ওরা গেট খুলে বেরিয়ে এল। খানিকটা চলে এসে ইশা বলল, "একটু দাঁড়া। ফোন করে দেখি।" বুথে ঢুকে গেল সে।

বাড়িতে চিঠি যাবে। তার উপর লাইব্রেরিতে না গিয়ে স্কুল পালাল আজ। অমৃত বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কাজটা কি ঠিক হল? সে চারপাশে তাকাল। এখানে চেনা মানুষের আসার সম্ভাবনা কম। প্রিন্সিপ্যাল কি তাদের খোঁজখবর নিতে কাউকে লাইব্রেরিতে পাঠাবেন? সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে বাথরুমে গিয়েছিল ওরা।

একটু পরে ইশা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল, "এইজন্য ওকে এত ভাল লাগে।"

"কাকে?" অমৃত জিজ্ঞেস করল।

"স্যান্ডাকে। অত শরীর খারাপ, পেন হচ্ছে, তবু সব শুনে চলে আসছে।"

"কোথায়?"

"কফিকর্নারের সামনে।"

"কফিকর্নার?"

"ওঃ, তুই এখনও কিডি! ওই তো, পাতালরেলের গেটটার ওপাশে চল।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওরা কফিকর্নারে পৌঁছে গেল। আজ পর্যন্ত কোনও রেস্টুরেন্টে অমৃত মা-বাবার সঙ্গে ছাড়া ঢোকেনি। একটা টেবিলে বসে ইশা যে গলায় অর্ডার দিল, তাতে সে মুগ্ধ হল। বুঝতে পারল, এখানে ইশারা মাঝে মাঝেই আসে।

হঠাৎ তার খেয়াল হল। সে কফি খায় না। বাড়িতে এখনও দুধ চা দেয় যমুনাদি। কফি তার কাছে খুব কড়া লাগে।

ব্যাপারটা বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। ইশা নিশ্চয়ই তাকে কিডি বলবে। সে গম্ভীর হয়ে বলল, "স্যান্ডা অসুস্থ। ওকে আসতে বললি কেন?"

"আমরা তিনজনে যাব।"

"কোথায়?"

"থানায়।"

"সে কী! কেন?"

"তুই কী রে! শোভন তোর বন্ধু, ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, ওর জন্য তুই কিছু করবি না? তুই একা পারবি না বলে আমরা সঙ্গে যাব।" ইশা বলল।

"বাড়িতে জানলে খুব বকবে।" অমৃত বলল।

"বকুক। তবু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হবে।"

কফি এল। খেতে খেতে টুকটাক কথা বলল ওরা। ইশাই দাম দিল। হঠাৎ নিজেকে আর ছোট বলে মনে হচ্ছিল না অমৃতর। ইশা মেয়ে হয়ে যা বলছে, তা ছেলে হয়ে সে কেন করতে পারবে না?

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে স্যান্ডা এল। ইশা তাকে সব বলল। অমৃত দেখল স্যান্ডার মুখটা আজ অন্যরকম। যেন খুব কষ্ট পাচ্ছে। কীসের কষ্ট তা সে বুঝতে পারছিল না।

"তুই কফি খাবি না?" অমৃত জিজ্ঞেস করল।

"না। চল।" স্যান্ডা বলল।

"হাঁটতে পারবি?"

"হেঁটেই তো এলাম।" স্যান্ডা আজ অন্যরকম।

জিজ্ঞেস করে ওরা থানায় পৌঁছে গেল। একজন সেপাই হেসে জিজ্ঞেস করল, "কী চাই?"

ইশা বলল, "অফিসারের সঙ্গে দেখা করব।"

"উনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। বিকেলে এসো তোমরা।"

এই সময় এক ভদ্রলোক থানা থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আরে! তোমরা? এখানে কেন? স্কুল নেই?"

ওরা চিনতে পারল। এই ভদ্রলোকই শোভনকে জিপে করে নিয়ে এসেছিলেন।

"শোভনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বিনা দোষে।" অমৃত বলল।

"শোভন? কে শোভন?" ভদ্রলোক অবাক।

"সেদিন যাকে আপনি স্কুলের সামনে ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

"এসো, ভিতরে এসো।" ভদ্রলোক ওদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। চেয়ারে বসতে বলে নিজের চেয়ারে হাত রেখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে বলো!"

ইশা সব বলতে ভদ্রলোক বললে, "আমি জানি না ওকে অ্যারেস্ট করা

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

হয়েছে। তোমরা একটু বোসো। আমি আসছি।"

ভদ্রলোক ভিতরে চলে যেতে স্যান্ডা দুটো আঙুল এগিয়ে ধরল অমৃতর সামনে, "একটা ধর।"

অমৃত জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

স্যান্ডা ধমকাল, "ধর বলছি।"

অমৃত ধরতেই স্যান্ডা মাথা নাড়ল, "দুঃ শালা!"

"তুই শালা বললি? মেয়েদের কি শালা হয়?" অমৃত বলল।

স্যান্ডা জবাব দিল না। অফিসার ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন, "কোথাও একটা ভুল হয়েছে। সেদিন শোভন মারপিট করেনি। কিন্তু কেস জোরালো করতে সেটাই বলা হয়েছে। তবে আজ স্কুলে আসার সময় ও মারপিট করেছে।"

"সত্যি?" স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল।

এই সময় একজন সেপাই শোভনকে সঙ্গে নিয়ে এল। শোভনকে খুব রাগী দেখাচ্ছিল। ওদের দেখে অবাক হলেও মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অফিসার বললেন, "তোমার বন্ধুরা কত ভাল দ্যাখো, তোমার জন্য এসেছে।"

শোভন জবাব দিল না।

অমৃত উঠে দাঁড়িয়েছিল, "অ্যাই, তুই আজ মারপিট করেছিস? সত্যি?"

শোভন তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল, "ওরা দু'জন ছিল, তাই বেশি মারতে পারিনি। নইলে—!"

"ওরা কারা?" স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল।

"যে ছেলেটা সেদিন পাতালরেলের মুখে তোদের পিছনে লেগেছিল।"

"তুই জানলি কী করে? তুই তখন ছিলি না।" অমৃত বলল।

"আমি দূর থেকে দেখেছি।"

অফিসার বললেন, "তাই তুমি আজ ওকে মারতে চেয়েছিলে?"

"না।"

"তা হলে?"

"ও আজ আমাকে দেখে খারাপ কথা বলেছিল।"

"কী বলেছিল?"

"স্যান্ডাকে ওর চাই। স্যান্ডাকে ও 'মাল' বলেছিল। তাই শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমি মারি। ওর সঙ্গীটা না থাকলে মেরে ফেলতাম।" শোভন বলল।

"থ্যাঙ্ক ইউ শোভন। ঠিক করেছিস।" স্যান্ডা বলল।

www.boiRboi.blogspot.com

"কিন্তু তোকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেবে প্রিন্সিপ্যাল।" অমৃত বলল।

"দিক। আমি কেয়ার করি না।"

"তোর বাড়িতে কিছু বলবে না?" ইশা জিজ্ঞেস করল।

"বলবে। বেশি বললে বাড়ি থেকে চলে যাব।"

"কোথায় যাবে?" অফিসার প্রশ্ন করলেন।

"জানি না। তবে যেখানেই যাই, অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করব।" বেশ জোরের সঙ্গে বলল শোভন।

অফিসার সেপাইকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওর বাড়িতে খবর পাঠানো হয়েছে?"

"ও বাড়ির ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর দিচ্ছে না। এস আই স্কুলে গিয়েছেন সেটা আনতে। বড়বাবু বিকেলে নামলে—।"

সেপাই কথা শেষ করতে পারল না, তার আগে অফিসার বললেন, "ওই যে, এস আই এসেছেন, ওঁকে ডাকো।"

সেপাই গিয়ে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে বসা সেই পুলিশ অফিসারকে, যিনি তখনই থানায় ঢুকলেন, তাঁকে বলতেই তিনি সামনে এলেন। এদের দেখে অবাক হলেও বললেন, "ইয়েস স্যার!"

"এই ছেলেটি নির্দোষ। একে ছেড়ে দিন।" উঠে দাঁড়ালেন অফিসার।

"কিন্তু স্যার—"

"আজ সামান্য হাতাহাতি হয়েছে, ও কিছু নয়। আর সেদিন শোভন মারপিট করেনি। আমি জানি। ও যদি দোষী হত, সমাজবিরোধী হত, তা হলে এরা থানায় আসত না।"

"কিন্তু বাবলার বাবা পলিটিক্যাল নেতা।"

"সেটা আমি বুঝব। আমি একজন আই পি এস, থানার অভিজ্ঞতার জন্য এসেছি, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। আর হ্যাঁ, কাল সকালে আমার সঙ্গে ওদের স্কুলে যাবেন। প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে যাতে ওর কেরিয়ারের ক্ষতি না হয়।" শোভনের কাঁধে হাত রাখলেন অফিসার, "অন্যায়ের প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করবে, তবে আইন নিজের হাতে নেবে না।"

মিনিট দশেক পরে ওরা চারজন রাস্তায় হাঁটছিল। হঠাৎ স্যান্ডা দাঁড়িয়ে বলল, "আজ থেকে আমরা চারজন এক। ওকে?"

তিনজন মাথা নাড়ল।

সেদিন বিকেলে পাতালরেল থেকে নামার পর ইশা ওর পকেটে একটা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "এখন নয়, বাড়িতে গিয়ে পড়বি।" বাড়িতে আসার পথে তাই পড়েনি অমৃত। এসে দেখে, মা-বাবা বাড়ি ফিরে এসেছে

এর মধ্যে। দু'জনেই খুব গম্ভীর। প্রিন্সিপ্যাল নাকি লাইব্রেরিতে তাকে না পেয়ে বাবাকে ফোন করেছিলেন। সব কথা খুলে বলেও পার পেল না অমৃত। ঠিক হল, কাল ওঁরা তার সঙ্গে স্কুলে যাবেন। ঘরে গিয়ে জামা ছাড়তে গিয়ে কাগজটার কথা মনে পড়ল। অমৃত সেটা খুলে দেখল তাতে লেখা, "নোবডি আন্ডারস্ট্যান্ডস্ মি, তুই নিশ্চয়ই বুঝবি!"

ভাল লাগল, খুব ভাল লাগল। অমৃত ফিসফিস করে বলল, "কেউ বোঝে না। কিন্তু আমরা বুঝব।"

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com

www.boiRboi.blogspot.com